পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 192 Friday, 13 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৯২ সংখ্যা ❋ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, শুক্রবার, ১৩ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা

শিশু, ৫৩ ব্রিটিশ, ১৬৯ ভারতীয়! বিমানের সব যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা

আমেদাবাদে, ১২ জুনঃ আমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠেছে গোটা দেশ। টেক অফের পরই ভেঙে পড়ে লন্ডনগামী বিমান। ২৪২ জন যাত্রীরই মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে ইতিমধ্যেই বিবৃতি জারি করা হয়েছে। বিমানে ১৬৯ জন ভারতীয় এবং ৫৩ জন ব্রিটিশ-সহ ৬১ জন বিদেশি যাত্রী ছিলেন। তাঁদের কারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর ১.১৭ নাগাদ আমদাবাদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেয় এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার। টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, উড়ানের সময় বিমানের পিছনের অংশের সঙ্গে ধাক্কা লাগে গাছের। এরপরই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিমানে মোট ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ১৬৯ জন ভারতীয় নাগরিক, ৫৩ জন ব্রিটিশ, ৭ জন পর্তুগিজ এবং ১ জন কানাডিয়ান যাত্রী। বিমানে মোট ১১ জন শিশু থাকার খবরও পাওয়া গিয়েছে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত শেষ পাওয়া আপডেটে জানা যাচ্ছে কমপক্ষে ৩১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুত গতিতে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, দমকল ও উদ্ধারকারী দল। ঘটনাস্থল থেকে একের পর এক যাত্রীর ঝলসানো দেহ বের করে আনা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলের ইঞ্জিন। এয়ার ইন্ডিয়া ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন এই দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিমানের ব্ল্যাকবক্স সংগ্রহের কাজও চলছে। দুর্ঘটনার পর আমেদাবাদ বিমানবন্দর বন্ধ করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমান। এদিকে, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি বিমানবন্দর সংলগ্ন একটি মেডিক্যাল কলেজের উপর ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় ক্যান্টিনে খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল। ২০ জন জুনিয়র চিকিৎসকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই গুজরাত সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর। অমিত শাহের পর প্রধানমন্ত্রীও পৌঁছে যান আমেদাবাদে। ভারতের বিমান দুর্ঘটনায় বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের মহল। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে চিন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, রাজ্যসভার সাংসদ সোনিয়া গান্ধি-সহ অনেকেই এই দুর্ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিমানের ধ্বংসাবশেষের জেরে হস্টেলের ছাদে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে ধ্বংসলীলার সাক্ষী হয়ে ওঠে চিকিৎসক পড়ুয়াদের মেস ভবন। বিজে মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি মেডিসিনের তৃতীয় বর্ষের পিজিটি জয় সাহা জানিয়েছেন, বিমানের যাত্রীদের কেউই জীবিত ছিল না। চিকিৎসা যাদের চলছে, তাঁরা সকলেই বিমানের ধ্বংসাবশেষের জেরে জখম মানুষজন। পরিস্থিতি এতখানি ভয়াবহ যে গুজরাতের সমস্ত প্লাস্টিক সার্জন, অর্থোপেডিকস, অ্যানাস্থেসিস্ট, নার্সদের সিভিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের চিকিৎসা করানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছে আমেদাবাদের চিকিৎসক-নার্সদের সংগঠন এএইচএনএ।

বাজেয়াপ্ত প্রচুর বোমের মশলা, গ্রেফতার আরএসএস কর্মী, জানাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ মেটিয়াবুরুজে অশান্তির ঘটনায় আরএসএস-এর নাম জড়াল পুলিশ। গণ্ডগোলের পর বজবজে প্রচুর বোমার মশলার উদ্ধার হয়েছে বলে জানানো হয় পুলিশের তরফে। এই ঘটনায় বজবজ এলাকা থেকে গ্রেফতার পাঁচজন। পুলিশের দাবি, এদের মধ্যে একজন অরএসএস-এর সক্রিয় কর্মী। আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। এসপি রাহুল গোস্বামী সেই সময় জানান, গতকাল গোটা এলাকাজুড়ে লাগাতার তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। এরপর সন্ধে পৌনে ন'টা নাগাদ বজবজ থানার পুলিশ প্রচুর বোমের মশলা উদ্ধার করে। এসপি বলেন, ''বজবজ থানা বোমের মশলা উদ্ধার করেছে। তিনটে বাইকে করে এই বোমের মশলাগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই বাইকগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম পাউডার, দশ কেজির উপর অ্যালুমিনিয়াম পাউডার, ফসফরাসের গুঁড়ো, রেড সালফার ও অ্যালুমিনিয়ামের গুড়ো মিলেছে।

আমি পরিস্কার করে বলছি এগুলো বোমা তৈরির কাজে লাগে।'' এসপি এও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার মধ্যে একজন হলেন সক্রিয় আরএসএস কর্মী। নাম নবীনচন্দ্র রায়। এসপি রাহুল গোস্বামী বলেন, ''নবীনবাবু আমাদের জেরায় জানিয়েছেন। ওঁকে রাম নবমীর দিন বাটা মোড়ে পুলিশের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের সময় দেখা গিয়েছে। তার ভিডিয়ো ফুটেজ আছে। পুলিশের ব্যারিকেডও ছুড়ে ফেলছেন।'' উল্লেখ্য, বস্তুত, গতকাল দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্তোষপুর-রবীন্দ্রনগর এলাকা। আক্রান্ত হন একাধিক পুলিশ। ইটের আঘাতে আহত এক মহিলা পুলিশকর্মীও। যদিও, আহত হওয়া পুলিশ কর্মীদের আঘাত ততটাও গুরুতর নয় বলে জানিয়েছেন এসপি। বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ''সফট টার্গেট আরএসএস। যাঁরা প্রথমে ঘর-ভাঙচুর করেছে তাঁদের খুঁজে পেল না। এখন নবীন রায়কে গ্রেফতার করল। আসলে দোষীদের ছেড়ে দাও। আর বিজেপি আর এসএসকে ধরো।''

বিধানসভায় স্পিকারকে ঘিরে নিরাপত্তারক্ষীরা, কার্যবিবরণী ছিঁড়ে ফেলেন বিজেপি বিধায়করা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ রবীন্দ্রনগরে অশান্তির আঁচ বিধানসভাতেও। বিক্ষোভে উত্তাল বিধানসভা। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। পরে ঘিরে ফেলেন স্পিকারের বসার জায়গা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার অধিবেশনের শুরুতেই মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব চেয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু

স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা খারিজ করে দেন। তারওপর আবার বুধবার রবীন্দ্রনগরের ঘটনা। তাতেও আলোচনা চান বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। এরপর আসন ছেড়ে উঠে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার কার্যসূচি ছিঁড়ে উড়িয়ে দেন বিজেপি বিধায়করা। দীর্ঘ ৫০ মিনিট চলতে থাকে এই পরিস্থিতি। তুলসি মঞ্চের পোস্টার দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারই মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন চালিয়ে যান অধ্যক্ষ। সে সময়েই বক্তব্য রাখতে থাকেন তৃণমূল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অপূর্ব সরকাররা। বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে স্পিকার বলতে থাকেন, 'এভাবে বিধানসভা অচল করে দেওয়া যাবে না।' এরপর বিধানসভার মূল ফটকের বাইরে বিক্ষোভ অবস্থানে রয়েছেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার বাইরে তুলসি মঞ্চ মাথায় নিয়ে মিছিল হাঁটেন। বিধানসভা থেকে রাজভবনের দিকে যাবেন বিজেপি বিধায়করা। শুভেন্দু আগেই দাবি করেছিলেন, রবীন্দ্রনগরের আইসি মুকুল মিঞাকে সরিয়ে গ্রেফতার করা হোক। রাজ্যপাল যাতে এই বিষয়টি রাজ্য সরকারকে জানান, তারও দাবি তুলেছিলেন। সেই দাবি জানিয়েই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চান বিজেপি বিধায়করা।

বাইরে এসে 'জয় শ্রী রাম পোস্টার' হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। দিতে থাকেন জয় শ্রী রাম স্লোগানও। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান অরূপ বিশ্বাস। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা

'কেউ নিয়ম মানেন না', বিধানসভায় বিজেপির বিক্ষোভ নিয়ে স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধিবেশন শুরু হতেই মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও মহেশতলার বিষয়ে আলোচনা চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, 'সাব জুডিস বিষয়ে কোনও আলোচনা নয়।' আগেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আলোচনা না করতে দিলে বিক্ষোভ হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদই দেখান তাঁরা। বিধানসভার মধ্যে প্রবল বিক্ষোভে নেমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়করা হাতে ছবি ও গেরুয়া উত্তরীয় পরে স্লোগান দিয়েছিলেন। তবে হইহট্টোগোলের মধ্যেও বিধানসভা চালিয়ে যান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''নিয়ম পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলাম। তারপরও ওরা বিক্ষোভ চালিয়ে গেছে। আসলে কোনও নিয়ম-কানুন মানে না বিরোধী দল। কারও ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই।'' স্পিকারের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। তাতে আঁচ লাগাতে দেওয়া হবে না। এইভাবে বিক্ষোভ দেখিয়ে অধিবেশন বন্ধ করা যাবে না। বিরতি না নিয়ে বৃহস্পতিবার লাগাতার বিধানসভা চালানোর কারণও ব্যাখ্যা করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''বিরতি নিলে বিজেপি বাইরে বেরিয়ে ভুল বার্তা দিত। দাবি করত, তাঁরা বিধানসভা বন্ধ করতে

ফিরহাদ দিলেন 'সংবিধান' খোঁচা

পেরেছে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। স্পিকারের কাজ বিধানসভা চালিয়ে যাওয়া, যাই হোক না কেন।'' বিমানের কটাক্ষ, ''এরা কেউ পরিষদীয় রীতি মানে না। বিরোধী দলের কাউকে ডেকে পাঠালেও কেউ আসে না। তবে অন্য প্রয়োজনে আসে। এই বিষয়গুলি নিয়েও উচিত আমার সঙ্গে আলোচনা করা। কিন্তু ওরা করে না।'' শুভেন্দুদের বিক্ষোভ নিয়ে বিজেপি শিবিরকে আক্রমণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। তাঁর কথায়, ''বিধানসভা কোনও ধর্মকে বা কাউকে ছোট করার জায়গা নয়। সরকারের সমালোচনা করা যেতেই পারে। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কাউকে আক্রমণ করা হবে, ব্যক্তিগত খোঁচা দেওয়া হবে, অপমান করা হবে, এটা মানা যায় না।'' ফিরহাদ বলছেন, ''পার্লামেন্ট বা বিধানসভা ধর্ম জাহির করার জায়গা নয়। এটা মানুষের কথা বলার জায়গা।'' স্পিকারের সুরেই তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কোনও শিষ্টাচার মানে না, নিয়ম মানে না, এমনকী সংবিধানও নয়। প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বিধানসভার অধিবেশন। আর এদিন বিধানসভার শুরুতেই মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার পাশাপাশি মহেশতলার হিংসার প্রসঙ্গও টেনে আনেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এ ব্যাপারে সভায় বিজেপির তরফে দুটি প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়। কিন্তু প্রস্তাব পড়তে দিলেও স্পিকার ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এর পরেই শুরু হয় বিজেপি বিধায়কদের স্লোগান, বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভের মধ্যেই অবশ্য সভা চালিয়ে নিয়ে যান স্পিকার।

শিশুশ্রম মুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

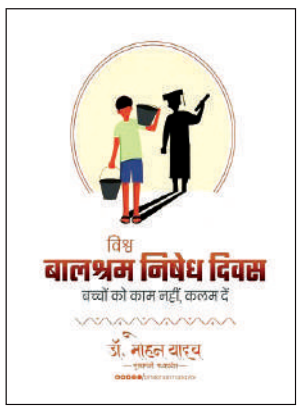

ভোপাল, ১২ জুন ঃ বৃহস্পতিবার বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস পালিত হচ্ছে দেশজুড়ে। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব রাজ্যের জনগণের কাছে শিশুশ্রমের অভিশাপ থেকে মধ্যপ্রদেশকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব জানান, বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস অনুপ্রাণিত করে যে একটি সভ্য সমাজে শিশুশ্রমের কোনও স্থান থাকা উচিত নয়। এই সামাজিক অপরাধ নির্মূল করা উচিত। বঞ্চিত শিশুদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমতা প্রদানের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য বলেন।

জগন্নাথ মন্দিরের এক সেবায়েতের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

পুরী, ১২ জুন ঃ স্নানযাত্রার দিনে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের এক সেবায়েতের রহস্যমৃত্যু ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বছর ৮৩-র ওই সেবায়েতের দেহ উদ্ধার হয় বুধবার। জানা গেছে, মৃত সেবায়েতের নাম জগন্নাথ দীক্ষিত। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খুন করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই রহস্যমৃত্যুর পিছনে ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকতে পারে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সন্দেহভাজন একজনকে আটক করেছে। এই ঘটনার পর রথযাত্রা উৎসবের আবহে পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে বলেন।

সকালেও পুলিশের রুট মার্চ, থমথমে রবীন্দ্রনগর

মহেশতলা, ১২ জুনঃ সকালেও থমথমে মহেশতলার রবীন্দ্রনগর এলাকা। চলছে পুলিশের রুট মার্চ। সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় মোট ২৮ জনকে এবং নাদিয়াল থানা এলাকায় মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবারের সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একাধিক এফআইআর দায়ের হয়েছে।বুধবার থেকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থানার সামনে রীতিমতো তাণ্ডব চলে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে ইটবৃষ্টি। থানার কাছেই পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। একাধিক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর।তার জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মাইকিং করে সতর্কবার্তা দিচ্ছে পুলিশ। রবীন্দ্রনগর থানা সংলগ্ন এলাকায় জারি রয়েছে ১৬৩ ধারা। এদিন সকাল থেকে গোটা এলাকা থমথমে। দোকানপাট আংশিক খোলা থাকলেও রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের চলাফেরা কম। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন বলে মনে করেন।

দিল্লিতে তাপপ্রবাহর সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃদিল্লিতে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বেশ কয়েকটি এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তবে রাতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে কিছুটা বৃষ্টিও হতে পারে। দুপুরের দিকে খুব প্রয়োজন হলে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আবহাওয়াবিদদের দাবি, দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিন-চার দিন ধরে এই তাপমাত্রা চলবে। তারপরে বৃষ্টি আংশিক স্বস্তি দিতে পারে।

১১ বছর এদেশকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল অর্থনীতিতে পরিণত করেছে, দাবি শাহর

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃ ডিজিটাল ভারতের ১১ বছরে এদেশকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, মোদী সরকার প্রযুক্তির ব্যবহারকে গণতন্ত্রীকরণ করেছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দেশ তার ডিজিটাল শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাণিজ্য যাই হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে অর্থনীতি এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রূপান্তরিত করেছেন। প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে

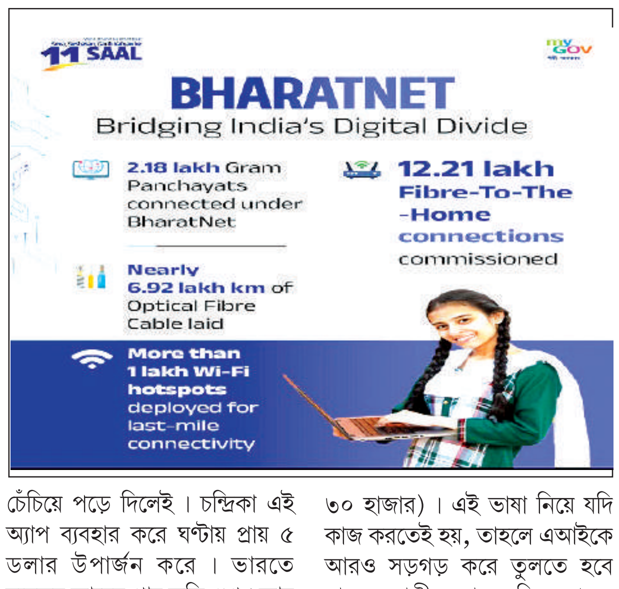

চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে ভারতের যুবসমাজের শক্তির জোরে আমরা প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রযোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছি। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি আরও লিখেছেন, এটি স্বনির্ভর এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির শক্তিধর হয়ে ওঠার আমাদের প্রচেষ্টাকেও শক্তিশালী করছে। প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানো মানুষের জন্য অসংখ্য সুবিধা বয়ে এনেছে। পরিষেবা প্রদান এবং স্বচ্ছতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তদুপরি, প্রযুক্তি দরিদ্রতম মানুষের জীবনকে ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

পাঁচ মাস যাব দিদিমণি নেই অঙ্গনওয়াড়িতে, প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষ

আমবাসা (ত্রিপুরা), ১২ জুনঃ ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত কুলাই পঞ্চায়েতের অধীনে নেতাজি নগর এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থেকে গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। এলাকার শিশুদের পঠনপাঠন করানো হয়। কিন্তু এই নেতাজী নগর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে গত পাঁচ মাস যাব দিদিমণি নেই। যার কারণে একজন হেল্পার দিয়ে চলছে সেন্টারটি।গোটা বিষয়ে শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক কাজল কলই

জানান, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখ নেতাজী নগর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দিদিমণি নিয়োগ করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। চ্যায়ারমেন, ব্লক আধিকারিক সহ চারজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারপর ২৫ ফেব্রুয়ারি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। সেই ইন্টাভিউর মিরিট লিস্ট দফতরের অধিকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।তিনি আরও বলেন দফতর থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দিদিমণি নিযগে করা হবে। স্থানীয়দের প্রশ্ন দফতর কি করছে পাঁচ মাস ধরে। একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দিদিমণি নেই তাতে কারোর কোন হেলদোল নেই কেন, প্রশ্ন এলাকাবাসীর বলে মনে করা হয়।

আহমেদাবাদে ভাঙল বিমান, শোকপ্রকাশ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ১২ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছে একটি বিমান। ঘটনাটি দুপুর ১টা থকে ২টোর মধ্যে হয়েছে। দুর্ঘটনায় বহুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।তিনি জানিয়েছেন, আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য করার জন্য আমি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আহত যাত্রীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি। আহত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য গ্রিন করিডোরের ব্যবস্থা করার এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এই বিমান দুর্ঘটনায় উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে এনডিআরএফ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের খুব কাছেই উড়ানটি ভেঙে পড়েছে। লন্ডনগামী উড়ানে

২৪২ জন যাত্রী ছিলেন, জানিয়েছে গুজরাট পুলিশ।অন্যদিকে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছে একটি বিমান। ঘটনাটি দুপুর ১টা থকে ২টোর মধ্যে হয়েছে। দুর্ঘটনায় বহুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন আম আদমি পার্টির (এএপি) নেতা মনীশ সিসোদিয়া।তিনি জানিয়েছেন, আহমেদাবাদ থেকে হৃদয়বিদারক খবর, ওড়ার সময় একটি আবাসিক এলাকার কাছে যাত্রীবাহী বিমান ভেঙে পড়ে। ধোঁয়া এবং ধ্বংসের চিত্রগুলি চোখে দেখা যাচ্ছে না। আমি প্রার্থনা করি সমস্ত যাত্রী যাতে নিরাপদ থাকেন। ঈশ্বর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এই সময় শক্তি দিক।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের খুব কাছেই উড়ানটি ভেঙে পড়েছে। লন্ডনগামী উড়ানে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন, জানিয়েছে গুজরাট পুলিশ।অন্যদিকে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছে একটি বিমান। ঘটনাটি দুপুর ১টা থকে ২টোর মধ্যে হয়েছে। দুর্ঘটনায় বহুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি জানিয়েছেন, আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার খবরে গভীরভাবে মর্মাহত। যাত্রী এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার প্রার্থনা জানাই।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের খুব কাছেই উড়ানটি ভেঙে পড়েছে। লন্ডনগামী উড়ানে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন, জানিয়েছে গুজরাট পুলিশ। অন্যদিকে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার সবচেয়ে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি হতবাক এবং গভীরভাবে মর্মাহত। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, এটি আমাদের সকলের জন্য একটি অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ এবং আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। জীবিতদের বিস্তারিত জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমরা। প্রার্থনা করছি সকলে বেঁচে থাকুন।লন্ডনগামী বিমানের ওড়ার সময় এই দুর্ঘটনা আমাকে নাড়া দিয়েছে। আমি দুঃখিত। আমরা মৃতের সঠিক পরিসংখ্যান এখনও জানি না। সংবাদমাধ্যমের ইঙ্গিত, বিমানটিতে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। এই মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।

হিমাচল প্রদেশে বসতবাড়ি থেকে মাদক সহ গ্রেফতার এক

ধর্মশালা, ১২ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালাতে বসতবাড়ি থেকে মাদক সহ গ্রেফতার এক। জানা গিয়েছে , ডমটাল থানার অন্তর্গত চক নাঙ্গলিয়া এলাকায় এক বসতবাড়ি থেকে ১৬.২০ গ্রাম মাদক (হেরোইন) উদ্ধার করে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে টপেশ্বর সিংহ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতকে আদালতে তোলা হবে বলে অনেকেই বলেন।

উত্তর প্রদেশে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা পুলিশের, গ্রেফতার অভিযুক্ত

লখনউ, ১২ জুনঃ উত্তর প্রদেশের লখনউয়ে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার চেষ্টায় গ্রেফতার অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে , লালপুর এলাকায় এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ও দ্বিতীয় তলা থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক পুলিশ কর্মীকে। গুরুতর আহত অবস্থায় নাবালিকা বর্তমানে ভর্তি রয়েছে হাসপাতালে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত পুলিশের স্ত্রীর পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই অভিযুক্তের বাড়িতে যাতায়াত ছিল নাবালিকার।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমেরিকার মুখোমুখি হচ্ছেনঃওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট

ইরান,১২ জুনঃএকটি আমেরিকান ইনস্টিটিউট, সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লিখেছেঃইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ভাষায় কীভাবে কথা বলতে হয় তা জানেন।আমেরিকান ইনস্টিটিউট ওয়াশিংটন এক প্রতিবেদনে লিখেছেঃ ট্রাম্পের শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেবল প্রেসিডেন্ট এবং তার ভোটারদের ভাষায় কথা বলছেন না, বরং ইরানের পক্ষে দাবার গুটি পরিবর্তন করার জন্যও দক্ষতার সাথে চেষ্টা করছেন।পার্সটুডে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইংরেজি ভাষায় খুবই সাবলীল এবং আমেরিকান রাজনৈতিক ভাষার গভীরতা উপলব্ধি করেন উল্লেখ করে লিখেছে, ট্রাম্পের যোগাযোগের ধরণ, যেমন মাঝে মাঝে বড় অক্ষরের ব্যবহারের মাধ্যমে আরাকচি নিজেকে এমনভাবে একজন বিচক্ষণ ও দক্ষ কূটনীতিক হিসেবে দাঁ। করিয়েছেন যাতে তিনি তেহরানের জন্য কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে পারেন।ইরানি কূটনীতিকরা ট্রাম্পের কথা বলার ধরণ এবং আলোচনার ধরণ সাবধানতার সাথে অধ্যয়ন করেছেন বলে মনে হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই যে তেহরান সম্প্রতি শিখেছে যে ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়া-ইউক্রেন আলোচনা কীভাবে পরিচালনা করেছে এবং কীভাবে অযৌক্তিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্পকে আক্রমণ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার অবস্থান থেকে পিছু হটানো যায়। ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছেঃ১২ এপ্রিল পরোক্ষ ইরান-মার্কিন আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকে, আরাকচি পদ্ধতিগতভাবে ট্রাম্প এবং তার ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রতিবেদনের অন্য একটি অংশে বলা হযেছে যে আরাকচি মার্কিন প্রেসিডেন্টের দর কষাকষির কৌশলকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ইরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ট্রিলিযন্ ডলারের সুযোগ বলে অভিহিত করেছেন।ট্রাম্পের ভাষায় আরাকচির কথা বলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে তেহরান ২০১৫ সালের মতো আরেকটি চুক্তি চায.না কারণ জেসিপিওএ এখন আর যথেষ্ট ভালো নয় এবং ২০১৮ সালে জেসিপিওএ থেকে ট্রাম্পের সরে যাওয়া প্রমাণ করে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরেকটি জেসিপিওএ চান না বলে অনেকেই।

দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রযুক্তি একটি বড় মাধ্যমঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে প্রযুক্তি দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি বড় মাধ্যম। এটা ব্যবহারের ফলে অসংখ্য সুবিধা হয়েছে। সাধারণ জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিতে অভূতপূর্ব স্বচ্ছতা এসেছে।তিনি জানান, প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে মানুষের জীবনে অগণিত সুবিধা এসেছে। পরিষেবা প্রদান এবং স্বচ্ছতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি, প্রযুক্তি দরিদ্রতম মানুষের জীবনে ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়েছে।

দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজারের বেশি , ২৪ ঘন্টায় ৩ জনের মৃত্যু

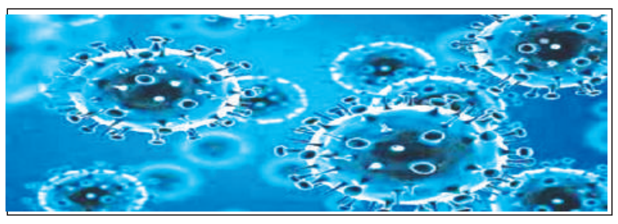

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃ দেশজুড়ে ফের করোনার চোখরাঙানি। দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। উদ্বেগ বাড়িয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জানা গেছে, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,১৫৪ জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘন্টার করোনার ৩৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৩ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সতর্ক রয়েছে। মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,১৫৪ জন হয়েছে। বিগত বেশ কয়েকদিনে ৯৫৫৬ জন রোগী এই সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছেন। কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২,১৬৫। এরপর রয়েছে গুজরাট। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে, সেখানে ১,২৮১ জন করোনা আক্রান্ত।

কলকাতায় ফের বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগ

কলকাতা, ১২ জুন ঃ নেতাজি নগরের পর এবার মুচিপাড়া থানা এলাকা। কলকাতায় ফের বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগ। বুধবার মুচিপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। বাইরে থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খুনের পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে যায় আততায়ী। লুটপাটের পর বৃদ্ধাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহ পুলিশের।জানা গেছে, মুচিপাড়ার সার্পেনটাইন লেনের একটি বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটে। বৃদ্ধা বছর ছিয়াত্তরের নমিতা পাল। তিনি বেশিরভাগ সময় বাড়িতে একাই থাকতেন। বুধবার সন্ধ্যারাতে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বাইরের জানালা দিয়ে তাঁকে ঘরে পড়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু তাঁর বাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। তাঁদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মুচিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দরজার শিকল ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই দেখা যায়, ঘরের ভিতর মূল দরজার কাছেই পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। আলমারি ও ঘরের বিভিন্ন অংশ তছনছ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

চিকিৎসায় গাফিলতি, রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, ভাঙচুর নার্সিংহোমে

হাওড়া, ১২ জুন ঃ ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ। তার জেরে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকড়ার একটি নার্সিংহোমে। ভাঙচুর চালানো হয় ওই নার্সিংহোমে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।জানা গেছে, বুধবার রাতে এক মহিলা পেটের যন্ত্রণা নিয়ে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তাঁর বাড়ির লোকের অভিযোগ, চিকিৎসক কোনও পরীক্ষা না করে শুধু যন্ত্রণা বন্ধের একটি ইঞ্জেকশন দেন। তারপরেই রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। এদিন রাতেই মারা যান ওই মহিলা। এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ কর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বলে মনে করা হয়।

ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হলো জল ঘণ্টা কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা,বাঁকুড়াঃওঃদা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচন্ড গরমে শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে ও নিয়মিত জলপানের অভ্যাস গড়ে তুলতে শুরু করা হযেছে জল ঘন্টা নামে এক অভিনব কর্মসূচী।প্রচন্ড দাবদাহে মানুষ, পশু ,পাখি সবার জীবন ওষ্ঠাগত। প্রচন্ড গরমে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা আরো দুর্বিষহ। এই সময় শরীরের জলের চাহিদা বেশি হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে বিদ্যালয়ে শুরু করা হয়েছে জল ঘন্টা কর্মসূচী। বিদ্যালয়ের ফলের বাগান থেকে সংগ্রহ করা তাজা লেবুর সাথে চিনি ও লবণ মিশ্রিত শরবত শিশুদের পানীয় হিসাবে দেওয়া হয়।বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনাতে নিমগ্ন থাকে। অনেক সময় তারা জলপান করতে ভুলেই যায়। জল ঘণ্টার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জলপানের অভ্যাস তৈরি করা হয়েছে।বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এক অসহনীয় অবস্থা। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের বাঁকুড়া জেলায় গরমের সময় প্রচন্ড তাপপ্রবাহ বইতে থাকে । ফলে শিশুদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায়।এই ঘাটতি মেটানোর জন্য বিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘন্টা বাজানো হয়। ঘন্টার শব্দ শোনার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জল পান শুরু করে দেয়। এই এক অভিনব পদ্ধতি।অভিভাবকরা এই কর্মসূচীর প্রশংসা করে বলেছেন- এতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে , বিদ্যালয়ে জল ঘন্টা কর্মসূচীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরে জলের ঘাটতি দূর করার জন্য এই এক অভিনব উদ্যোগ।

রাশিফল

মেষঃ আজ শত্রুর কারণে নাজেহাল হতে হবে মেষ রাশির জাতকদের। অর্থাধান ভালো হবে। সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের সুখবর আসতে পারে তবে ভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

বৃষঃ ব্যবসায় লাভের সম্ভবনা বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রকল্পে অর্থ ব্যয় না করা উচিত। বিজ্ঞান ও ডাক্তারির ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্ত পেতে পারেন।।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতকদের চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। অন্যেরা আজ আপনার সারল্যের সুযোগ নিতে পারে। মজুতদাররা অপ্রত্যাশিত মুনাফা পেতে পারেন। আইন, হিসেব, অর্থনীতির পড়ুয়াদের পড়াশোনায় উন্নতির যোগ রয়েছে। সহকর্মী বা প্রতিবেশীর থেকে আজ আপনি বিশেষ সাহায্য পাবেন।

কর্কটঃ কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের সম্ভাব্য রক্তপাত বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন ও দাম্পত্যে কিছু মতান্তর হতে পারে। কাছের মানুষের শরীর খারাপ হওয়ায় আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন।

সিংহঃ আজ অকারণে নানা চিন্তা বাড়বে সিংহ রাশির জাতকদের মনে। কাজের সূত্রে ভ্রমণ হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করার ইঙ্গিত রয়েছে। আজ কোনও কিছুর নেশায় আচ্ছন্ন হতে পারেন। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগে করে তাতে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। লিভার বা চামড়ার অসুখে কষ্ট পেতে পারেন।।

কন্যাঃ আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা সবার কাছে প্রকাশ পাবে। আজ কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে। হাড়ের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। পড়াশোনার কারণে বিদেশযাত্রার যোগ আছে। বাড়িতে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির আগমন হতে পারে।

তুলাঃআর্থিক লেনদেনে সতর্ক হোন কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে।।

বৃশ্চিকঃ প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর যোগ রয়েছে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের। আপনার মতামতের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। ব্যবসায় বহুদিন ধরে আটকে থাকা টাকা আজ আপনি পেতে পারেন। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটে যেতে পারে। যে কোনও রকম আইনি জটিলতা থেকে আজ দূরে থাকুন।

ধনুঃ আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন।

মকরঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত

কুম্ভঃ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে খরচ বাড়বে কুম্ভ রাশির জাতকদের। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন।

মীনঃ মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক অস্থিরতা থাকবে তবে সরকারি চাকরিতে সুযোগ আসতে পারে এছা।ও যৌথ ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা আছে।

হবে- কাজেই যাঁকে আপনি ভালোবাসেন তাঁর সাথে যোগাযোগ করুন এবং দিনটির সেরা উপযোগ করুন। উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক কারবার করার সময় আপনার

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলাতেই ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির জেরে শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলায়।উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট । ভাটা-সকাল ১০টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হবেই।

ই ডব্লু এস শংসাপত্র তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ গড়বেতা তিন ব্লক জুড়ে

দুরন্তবার্তা, সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ইডব্লুএস শংসাপত্রে আবেদনকারী থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকে, ফের কেন্দ্রের প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলছে বিজেপি। তদন্তের আশ্বাস প্রশাসনের। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চালু করা প্রকল্প ইডব্লুএস-এ পড়াশোনা থেকে চাকরি ১০ শতাংশ কোটা নির্দিষ্ট সেই সুবিধা পেতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আবেদন করতে হয়। সেই আবেদন পাশ করাতে প্রয়োজন বেশ কিছু সরকারি আধিকারিকদের নথি যাচাই করতে হয় প্রতিবছর এবং শংসাপত্র বানাতে হয় প্রতি বছর। এই বিষয়টির সুযোগ নিয়ে একদল অসাধুচক্র যারা সরকারি অফিসারের কর্মী কিংবা অফিসের বাইরে ভিতরে ঘোরাঘুরি করে একটি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করেছে তার সুবাদে শংসাপত্রের নথিতে স্বাক্ষর করে দেওয়ার অছিলায় টাকা নিচ্ছে বলে অভিযোগ। ইডব্লুএস শংসাপত্রে আবেদনকারীর বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকা কম হতে হবে পরিবারিক পাঁচ একরের বেশি কৃষি জমি থাকা যাবে না কিংবা শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১০০০ বর্গফুটের নিচে বাড়ি হতে হবে। এই সংক্রান্ত নথি যাচাই করছেন ঘুষ নিয়ে গড়বেতার আ ধিকারিকের প্রয়োজন হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের আয়ের শংসাপত্র যা তৈরি করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে আবেদনকারীদের। এবং গড়বেতা তিন নম্বর ব্লক জুড়ে চক্র তথ্য বলছে বেশিরভাগ আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রী যার ফলস্বরূপ আবেদন করছে তার পরিবারের অন্য কোন সদস্য। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিবারের হয়তো এই সদস্য পড়াশোনা ঠিকঠাক জানে না। একাধিক রকমের একাধিক দপ্তর থেকে নথি সংগ্রহ করে সমস্ত নথি এক জায়গায় করে একটি ফাইল বানিয়ে আবেদন করা বেশ জটিল প্রক্রিয়া এবং কষ্টসাধ্য এবং তারপরেও ওই আ বেদনের ভিত্তিতে ইডব্লুএস হবে তার নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকে ভূমি দপ্তরের ভিতরেই তৈরি হয়ে গেছে ঘুঘুর বাসা একাধিক ব্যক্তি স্বাক্ষর করে দেওয়ার অছিলায় হাত পেতে টাকা নিচ্ছে গেটের বাইরে কখনো আবার টেবিলের তলায় এমনই অভিযোগ তোলপাড় গড়বেতা তিন নম্বর ব্লক। তাদের আরো অভিযোগ কোন আবেদনকারী টাকা দিতে না চাইলে তার ফাইলটিতে কোন না কোন কাগজপত্র নেই বলে তাকে বারংবার ঘোরানো হচ্ছে। কিংবা জমাকৃত কোন কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যা আরও মারা ত্মক অন্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ৮ই জানুয়ারি লোকসভায় এবং ৯ জানুয়ারি রাজ্যসভায় পাশ হওয়ার পর ১২ ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি সই করেন ইডব্লুএস বিলে যার ফলে এটি আইনের রূপান্তরিত হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা দেশজুড়ে চালু হয়েছে এই প্রকল্প ইডব্লুএস যা পূর্বে অনেক রাজ্য চালু করলেও পুরো দেশ জুড়ে চালু হয় ওই তারিখে। ফলে দেশের অনেক অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার বিভিন্ন চাকরি কিংবা পড়াশোনাতে ১০ সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পটি ঘিরে এবার দুর্নীতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপির একাংশ। তাদের দাবি অবিলম্বে ইডব্লুএস প্রকল্পটি সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে। সমস্ত নথি অনলাইনে আপলোডের পর অনলাইনেই যাচাই হবে এবং তার অনলাইনেই শংসাপত্র পাবে আবেদনকারী। এতে কিছুটা দুর্নীতি কম হতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের এই মুহূর্তে যা অবস্থা রাজ্যজুড়ে দুর্নীতি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অবশ্যই এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার না করলেও ব্লক প্রশাসনের তরফে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন দেখার আগামী দিনে ইডব্লুএস-এ দুর্নীতি বন্ধে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেন।

শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় ঝড়, তৃণমূলের ৮টি প্রিভিলেজ মোশন

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১২ জুন ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণে বিধানসভায় কার্যত চাপে তৃণমূল। শাসক দলের বিধায়করা বুধবার বিধানসভায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আটটি পৃথক প্রিভিলেজ মোশন দায়ের করেছেন। অভিযোগ, বিধানসভা এবং অধ্যক্ষের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধিবেশন কক্ষে উত্তেজনা ছড়ায়, এবং রাজনৈতিক তরজাও চরমে ওঠে। তৃণমূলের বিধায়কদের অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী বারবার বিধানসভার মর্যাদা নষ্ট করছেন। তাঁর বক্তব্যে রয়েছে অবমাননাকর শব্দ, যা বিধানসভার গরিমা ও নিয়মের পরিপন্থী। বিশেষ করে গত কয়েক মাসে বিভিন্ন সভা বা সংবাদমাধ্যমে অধ্যক্ষকে 'তৃণমূ লের মুখপাত্র'বলে কটাক্ষ করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া রাজ্যপালের উদ্দেশেও অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন তিনি, যা সংবিধানসম্মত নয় বলে মত তৃণমূ ল শিবিরের। এই প্রেক্ষিতে শাসকদল আটটি আলাদা প্রিভিলেজ মোশন এনেছে, যার মধ্যে অধিকাংশই অধ্যক্ষ, রাজ্যপাল এবং বিধানসভার মর্যাদা লঙ্ঘন সংক্রান্ত। তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়, উদয়ন গুহ, সৌমেন মহাপাত্র, নির্মল মাঝি-সহ আরও একাধিক নেতা এই প্রস্তাবগুলি এনেছেন। তৃণমূল সূত্রের খবর, দল চায় না বিধানসভা কক্ষকে অপমানের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হোক। একাধিক বার অধ্যক্ষের তরফ থেকে বিরোধী দলনেতাকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি একই ভঙ্গিমায় মন্তব্য চালিয়ে গিয়েছেন। এমনকি, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি, যা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারী এই সমস্ত অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা অভিযোগ করেছেন, বিধানসভায় তিনি প্রশ্ন তুললেই তৃণমূল ভয় পায়। তিনি বলেন, ''আমি রাজ্যের স্বার্থে কথা বলি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলি বলেই আমাকে নিশানা করা হচ্ছে। আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে চায় তৃণমূল। বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়করা প্রিভিলেজ মোশন জমা দেওয়ার পর অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নিয়ম অনুযায়ী তিনি এই প্রস্তাবগুলি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, ''যে কোনও বিধায়কই প্রিভিলেজ মোশন আনতে পারেন, তা বিধির মধ্যে পড়ে। সেই অনুযায়ী এগুলি খতিয়ে দেখা হবে। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে, শাসকদলের এই পদক্ষেপ কি শুধুই বিধানসভার মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা, নাকি বিরোধী দলের কণ্ঠরোধের কৌশল? বিরোধীদের দাবি, তৃণমূল এখন প্রশ্ন শুনতে নারাজ। বরং যিনি স্পষ্টভাবে সরকারকে প্রশ্ন করছেন, তাকেই নানা কৌশলে চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে। তৃণমূল নেতাদের মতে, শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন। বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করা কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দাবি, এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও সাংবিধানিক কাঠামো ক্ষতিগ এস্ত হবে। প্রসঙ্গত, এর আগেও শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন আনা হয়েছিল, তবে এবার একসঙ্গে আটটি অভিযোগ বিধানসভার ইতিহাসে বিরল ঘটনা বলেই মনে করছে অনেকে। এই প্রেক্ষিতে শুভেন্দুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং বিধানসভায় তাঁর ভূমিকাও নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, রাজ্য রাজনীতিতে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য এবং তৃণমূলের প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে সংঘাত যে আরও তীব্র হবে, তার ইঙ্গিত মিলেছে এই বিধানসভা অধিবেশনে। এখন দেখার বিষয়, অধ্যক্ষ এই প্রিভিলেজ মোশনগুলিকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন এবং তার ভিত্তিতে কী ধরনের সিদ্ধান্ত সামনে আসে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশ, আপাতত বন্ধ থাকবে জাতীয় উদ্যানগুলি

দুরন্তবার্তা, ১২ জুন ঃ রাজ্যজুড়ে জাতীয় উদ্যান এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য বন দফতরের তরফ থেকে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আবহাওয়াগত পরিবর্তন, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং পর্যটন নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে আপাতত রাজ্যের সমস্ত জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে। বিধি মেনে তিন মাসের জন্য পর্যটকদের জন্য বন্ধ হচ্ছে রাজ্যের এই আটটি অভয়ারণ্য। আগামী ১৬ জুন থেকে থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের পাঁচটি জাতীয় উদ্যান এবং তিনটি অভয়ারণ্য বন্ধ থাকবে। সেই তালিকায় রয়েছে সিঙ্গালিলা, নেওড়াভ্যালি, গোরুমারা, জলদাপাড়া এবং বক্সা জাতীয় উদ্যান এবং এ সেঞ্চুল,মহানন্দা ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। ইতিমধ্যেই বনদফতরের এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এছাড়াও, মৌসুমি বৃষ্টির কারণে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা ভেঙে যাওয়া বা জঙ্গল অঞ্চলে কাদা জমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় পর্যটকদের নিরাপত্তার দিকটিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। যেসব পর্যটক আগেই বুকিং করে ফেলেছেন, তারা সংশ্লিষ্ট বন দফতরের অফিসে যোগাযোগ করে ফেরতের বা তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ জানাতে পারবেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশবিদেরা। তাঁদের মতে, পর্যটন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, বন্যপ্রাণ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করাই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য। নতুন নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত জাতীয় উদ্যানগুলি বন্ধই থাকবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

পূর্বস্থলীতে প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্তবার্তা, রাজ কুমার ঘোষ, কালনা ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর নজরুল মঞ্চে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য এবং সদস্যাদের নিয়ে আজ একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনার মহম্মদ আলী, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জয়েন ভিডিও সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এছাড়াও ছিলেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর লোকের সমস্ত পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যারা। আজ এখানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের গঠন তার কাজ ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিভাবে পঞ্চায়েতের কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও পঞ্চায়েতে কোথা থেকে টাকা আসছে এবং সেই টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ করতে হবে তার ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আজকের এই শিবির থেকে।

তরুণীর মৃতদেহ পড়ে রইল ৬ ঘণ্টা

দুরন্তবার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ জুন ঃ চরম অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ। ৩৪ বছরের ক্যানসার আক্রান্ত তরুণী সায়ন্তি দাসের মৃতদেহ বাড়ির সামনে পড়ে রইল টানা ৬ ঘণ্টা, কিন্তু পরিবারের তরফে কেউই দায়িত্ব নিল না। শেষপর্যন্ত পুলিশ এবং বন্ধুদের উদ্যোগেই সম্পন্ন হল তাঁর শেষকৃত্য। খড়দহ পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বাচল এলাকায় দাদা ও বৌদির সঙ্গে থাকতেন সায়ন্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দাদা-বৌদির সঙ্গে বিবাদ চলছিল তাঁর। সেই বিবাদের জেরেই তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। বাড়িছাড়া সায়ন্তি শেষপর্যন্ত আশ্রয় নেন বন্ধুদের বাড়িতে। কিছুদিন আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার দুপুরে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে যখন মৃত্যুসংবাদ পরিবারকে জানানো হয়, তখন সায়ন্তির দাদা-বৌদি বাড়ি তালা দিয়ে গা ঢাকা দেন বলে অভিযোগ। মৃতদেহ নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর, বন্ধুরাই সায়ন্তির দেহ নিয়ে যান তাঁর পূর্বাচল এলাকার বাড়ির সামনে, যেখানে তা পড়ে থাকে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা। স্থানীয় বাসিন্দারা এই অমানবিক ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শেষপর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে এবং বন্ধুদের সহায়তায় সায়ন্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, দাদা-বৌদি কেন এমন অমানবিক আচরণ করলেন? ক্যানসার আক্রান্ত এক নারীর জীবনের শেষ অধ্যায়ে পরিবারহীনতা ও অবহেলা সমাজের এক নির্মম চেহারা তুলে ধরল, যা নাড়িয়ে দিয়েছে সকলকে।

পারিবারিক অশান্তিতে শিশুকন্যার মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, পুরুলিয়া, ১২ জুন ঃ পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার আমারু গ্রামে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। বুধবার রাতে পারিবারিক কলহের জেরে ৩ বছরের শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দেন মা কল্যাণী মাহাতো। এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে মৃত্যু হয় শিশু কন্যার, আর মা বর্তমানে চিকিৎসাধীন পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, আমারু গ্রামের বাসিন্দা বিভীষণ মাহাতো ও তাঁর স্ত্রী কল্যাণী মাহাতোর সংসারে ছিল তাঁদের একমাত্র ৩ বছরের মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। বুধবারও তুমুল বাগবিতণ্ডা হয় দম্পতির মধ্যে। এরপরই মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কল্যাণী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই গোবিন্দপুর এলাকার একটি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে দেখা যায় কল্যাণীকে। সঙ্গে ছিল তার ছোট্ট মেয়েও। এলাকাবাসীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মা ও মেয়েকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা সেখানেই শিশুকন্যাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মা কল্যাণী মাহাতোর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দম্পতির পারিবারিক সম্পর্ক ও ঘটনার পেছনে কারণ জানার চেষ্টা করছে। এই করুণ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার জন্য পারিবারিক অশান্তিকেই দায়ী করছেন। এই ঘটনা ফের একবার মনে করিয়ে দিল, মানসিক স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সম্পর্কের যত্ন নেওয়া কতটা জরুরি।

পোশাক আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা, নতুন আশায় বুক বাঁধছেন দর্জি ও শ্রমিকরা

দুরন্তবার্তা, ১২ জুন ঃ বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে রেডিমেড পোশাক আমদানির ওপর ভারত সরকারের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা দেশীয় গার্মেন্ট শিল্পে আশার আলো জাগিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি তৈরি সস্তা পোশাক ভারতের বাজার দখল করায় দেশের বহু দক্ষ দর্জি ও পোশাকশিল্প শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু এবার পরিস্থিতির বদল ঘটতে চলেছে বলে মনে করছেন শিল্প সংশ্লিষ্টরা। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোশাক উৎপাদক সংস্থাগুলি যেমন নতুন করে বাজারে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পাবে, তেমনই বহু অভিজ্ঞ দর্জি ও শ্রমিক নিয়মিত কাজের সুযোগ পেতে পারেন। এক সময় যাঁরা বছরে মাত্র কয়েক মাস কাজ পেতেন, এবার তাঁদের জন্য সারা বছর কাজের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দর্জিদের মতে, এতদিন বড় বড় কোম্পানি ও শপিং মলগুলো সস্তা বাংলাদেশি পোশাক আমদানি করে বিপুল লাভ করত। সেখানে ভারতীয় শ্রমিকদের কোনও ভূমিকা থাকত না। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জারির পর সেই ব্যবস্থায় ছেদ পড়ায়, দেশীয় শ্রমিকদের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে একদিকে যেমন দেশের গার্মেন্ট শিল্পে উৎপাদন বাড়বে, তেমনই শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও তৈরি হবে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যেমন বাড়বে, তেমনই তৈরি হবে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ। এই পদক্ষেপকে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের পক্ষেও এক বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন অনেকে। দেশীয় বাজারে ভারতীয় পোশাকের চাহিদা বাড়াতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই আশাবাদী শিল্পমহল।

মিড ডে মিল আইসক্রিম দাবদাহের মধ্যে ঠান্ডার পরশে উচ্ছ্বসিত কচিকাঁচারা

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১২ জুন ঃ গত দু-তিনদিন ধরে তাপমাত্রা চরম ঊর্ধ্বমুখী। কোচবিহারের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী ছুঁই ছুঁই। প্রচন্ড তাপদাহে নাজেহাল ৮ থেকে ৮০ সকলেই। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের দেওয়া গরমের ছুটি শেষ হয়েছে। ফলে প্রচন্ড দাবদাহ উপেক্ষা করেই স্কুলে আসছে কচিকাঁচারা। বৃহস্পতিবার প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেই এক মানবিক উদ্যোগ সামনে এল সারদামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রবল গরমে ক্লান্ত ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি ফোটাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মিড-ডে মিল খাওয়ার পরে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয় একটি করে আইসক্রিম। হঠাৎ করে ঠান্ডার আমেজ পেয়ে দারুণ খুশি কচিকাঁচারা। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঈন চিশতি বলেন - এই অসহনীয় গরমে শিশুদের মধ্যে যেন প্রাণ থাকে। পড়াশোনার পাশাপাশি কিছুটা যেন তারা স্বস্তি পায়। তুমি আরো বলেন ঠান্ডা পানি ও বা আইসক্রিম কচিকাচাদের খুব প্রিয় তাই প্রচন্ড দাবদাহে তাদের মুখে হাসি ফোটাতেই এই ছোট্ট প্রচেষ্টা। স্বভাবতই প্রধান শিক্ষকের এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া অভিভাবক মহলে। অভিভাবকটা বলেন - বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন উদ্যোগ সত্যি প্রশংশোনিও। প্রধান শিক্ষকের জন্য মানবিক উদ্যোগ আগামী দিনে আমাদের সন্তানদের আরো বেশি সামাজিক এবং সুস্থ মানুষ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

বিনা পাসপোর্টে ভারতে অনুপ্রবেশ, কালনায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি যুবতী

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ বিনা পাসপোর্টে ভারতবর্ষে প্রবেশের অভিযোগে বৃহস্পতিবার কালনা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক বাংলাদেশি যুবতী। ধৃত মহিলার নাম শিল্পী আক্তার, বয়স আনুমানিক ২৫। তার বাড়ি বাংলাদেশের খেজুরবারি, দাসপাড়া এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, বুধবার গভীর রাতে কালনার খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় শিল্পীকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উঠে আসে বিস্ময়কর তথ্য। জানা যায়, ওই যুবতী বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে প্রবেশ করেছে। তার দাবি, ভারতে আসার পর তার পাসপোর্ট তার এক বন্ধু নিয়ে নেয়। তবে তার সেই 'বন্ধু' কে, কোথায় রয়েছে; সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি সে।এদিন তাকে কালনা মহকুমা আ দালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালতে যাওয়ার সময় শিল্পী সাংবাদিকদের জানায়, সে নিজে ইচ্ছা করে আসেনি ; তার এক বান্ধবী তাকে পাচার করেছে। যদিও কাদের মাধ্যমে এবং কী উদ্দেশ্যে তাকে পাচার করা হয়েছে, সে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারেনি ধৃত।এখন পুলিশ তদন্ত করছে, এই ঘটনার সঙ্গে আ ন্তর্জাতিক কোনো মানব পাচার চক্র জড়িত রয়েছে কি না। পাশাপাশি, কীভাবে সে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করল, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না, বা এর পেছনে স্থানীয় কোনো সাহায্য পেয়েছে কি না ; সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিনা পাসপোর্টে কোনো ব্যক্তি কীভাবে অনায়াসে ভারতে প্রবেশ করতে পারল, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

জামালদা থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ২

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত কোচবিহার ১২ জুন ঃ আবারো বড় সাফল্য কোচবিহার পুলিশের। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেখলীগঞ্জ থানার পুলিশ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত জামালদহ ফরেস্ট থেকে একটি মোটরসাইকেল সহ ২ জন ব্যক্তিকে আটক করে। পরবর্তীতে তাঁদের তল্লাশী করে তাদের কাছ থেকে ১টি দেশি পিস্তলসহ এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ধৃত ২জন নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেন মেখলীগঞ্জ থানা। গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম এবং গৌড় দাস। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী দুজনেরই বাড়ি ময়নাগুড়ি হেলাপাকড়ি এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী তারা দিনহাটা থেকে মেকলিগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কি কারনে তারা অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল বা কী উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ আদালতে তোলা হলে আদালত তাদের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত নির্দেশ দেন।

বিদ্যাসাগর সেতু মেরামতির কাজ শুরু, যান চলাচলে কড়া বিধিনিষেধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ জুন ঃ বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে ও হোল্ডিং ডাউন কেবল বিয়ারিং প্রতিস্থাপন ও স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মেরামতি ও জ্যামিতিগত জরিপের কাজ। আজ ১৩ জুন (বৃহস্পতিবার) থেকে ১৫ জুন (শনিবার) পর্যন্ত তিন দিন ভোর সাড়ে ৪টা থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সেতুর উপর সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে যান চলাচল। কাজের দায়িত্বে থাকছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (ছট্রঙ্কঙ্ক)। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সেতুর মূল অংশ ছাড়াও সেতু সংলগ্ন র‍্যাম্প এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়ও ট্র্যাফিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। খিদিরপুর রোড, এজেসি বোস রোড (জিরাট আ ইল্যান্ড থেকে পশ্চিমে সেন্ট জর্জ গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড পর্যন্ত) প্রতিদিন সকাল ৪৩০ থেকে ৭৩০ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সমস্ত যানবাহনের জন্য। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ বিকল্প রুট হিসেবে নির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করেছে। জিরাট আইল্যান্ড থেকে এজেসি বোস রোড হয়ে সেতুর দিকে যাওয়া গাড়িগুলি টার্ফ ভিউ থেকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জ গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে পারবে। কেএপি রোড হয়ে পশ্চিমমুখী যানবাহন ১১ ফারলং গেট থেকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে একইভাবে হাওড়া ব্রিজের পথে যেতে পারবে। খিদিরপুর থেকে সিজিআর রোড হয়ে আসা যানবাহনকেও হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে হাওড়া ব্রিজের পথে পাঠানো হবে। যেসব গাড়ি কেএপি রোড হয়ে ওয়াই-পয়েন্ট র‍্যাম্প ধরে সেতুর দিকে উঠতে চাইবে, সেগুলিকে ঘুরিয়ে ১১ ফারলং গেট হয়ে রেড রোড দিয়ে হাওড়া ব্রিজের পথে পাঠানো হবে। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ এই সময়ে শহরের বাসিন্দাদের যথাসম্ভব বিকল্প রাস্তা ব্যবহার ও সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে।

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস রাজ্য, শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল ঃ শিক্ষা দফতর

দুরন্তবার্তা, ১২ জুন ঃ রাজ্যে তাপপ্রবাহের জেরে জনজীবন কার্যত অস্থির। প্রখর রোদের তেজ ও গরম হাওয়ায় নাজেহাল অবস্থায় পড়ছে রাজ্যবাসী। তবে এই দাবদাহে সবচেয়ে সমস্যায় পড়ছে স্কুলপড়ুয়া ছোটরা। সকালবেলা রাস্তায় বেরিয়ে স্কুলে যাওয়া কিংবা শ্রেণিকক্ষে বসে পড়াশোনার চাপ, দুটোই শিশুদের শরীরের উপর প্রভাব ফেলছে মারাত্মকভাবে। অভিভাবক মহল থেকে শিক্ষক মহল;সকলেই স্কুলের সময় পরিবর্তন বা সাময়িক ছুটির দাবি জানিয়ে আসছিলেন গত কয়েকদিন ধরেই। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর এক গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রীষ্মের অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও খুদে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী শুক্রবার ও শনিবার (১৩ ও ১৪ জুন) রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে পাহাড়ি এলাকার স্কুলগুলিকে এই নির্দেশের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কারণ সেসব অঞ্চলে তাপমাত্রা তুলনায় কম থাকায় তেমন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। শিক্ষামন্ত্রীর এই বার্তার পরই বিকাশ ভবনের পক্ষ থেকে সমস্ত স্কুলে বিশেষ সতর্কতা পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকেও পরিস্থিতি বিবেচনা করে গরমে পড়ুয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় পারদ ছুঁয়েছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। তার সঙ্গে হিমিডিটি বা আ র্দ্রতা যুক্ত হওয়ায় গরমের কষ্ট আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তে স্বস্তি পেয়েছেন শিক্ষক-অ ভিভাবক সকলেই। শিক্ষাদফতরের এই সিদ্ধান্ত সাময়িক হলেও, ভবিষ্যতে তাপপ্রবাহের ধাক্কা আরও বাড়লে দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন একাধিক দফতর সূত্র। আপাতত দু'দিনের এই ছুটি খুদে পড়ুয়াদের জন্য কিছুটা স্বস্তি এনে দেবে, এমনটাই মনে করছেন সকলে।

১৭ই জুন থেকে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুন ঃ কলেজে ভর্তি নিয়ে অপেক্ষার অবসান। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৭ই জুন থেকে শুরু হবে সরকারি ও সরকার অনুমোদিত কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। বিকাশ ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, একাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের পরেই কলেজে ভর্তির সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এবছরও কলেজে ভর্তি হবে সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে। ছাত্রছাত্রীদের কলেজে গিয়ে কোনো ফিজিক্যাল কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে না। প্রতিটি কলেজের ওয়েবসাইটে নির্ধারিত সময়ে আবেদন জানানো যাবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, যেমন আসন সংখ্যা, বিভাগ অনুযায়ী আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, মেধাতালিকা প্রকাশের সময় ইত্যাদি প্রতিটি কলেজ তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও দ্রুত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, যাতে সমস্ত কলেজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে পারে। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ব্রাত্য বসু জানান, তকলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া ঠিক সময়েই শুরু হয়ে যাবে। ইউজিসি-র যে গাইডলাইন আছে, সেটা মেনেই সবটা করা হচ্ছে। পোর্টালগুলো রেডি হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই সেটা চালু হবে। আমরা সবটাই সময় মেপে করছি।দ এরপর আজ বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ১৭ই জুন খুলতে পারে অ্যাডমিশন পোর্টাল। বিকেল চারটে থেকে খুলবে কলেজ ভর্তির এই পোর্টাল। ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবারও কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য পর্যবেক্ষণ করবে উচ্চশিক্ষা দফতর। পাশাপাশি যেকোনো জালিয়াতি বা ভুয়ো তথ্য সংক্রান্ত অভিযোগ কঠোরভাবে দেখা হবে। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের বলা হয়েছে, প্রতিটি ধাপ খুব সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে, যাতে কোনো ভুল না হয়। কলেজে ভর্তির বিষয়ে আরও নির্দেশিকা খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

মুর্শিদাবাদে বোমা বাঁধতে গিয়ে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, ১২ জুন ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় গভীর রাতে ঘুম ভাঙাল এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সন্দেহভাজন বোমা বাঁধার সময় ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার বুধবার রাতে ডোমকলের রমনাশেখ পাড়ার লেবুয়াড়ার মাঠে পাশে একটি জঙ্গলের মধ্যে বোম বাঁধার কাজ চলছিল। সেই সময় তীব্র আওয়াজে বিস্ফোরণ হয়। বেশ কয়েকজন সেই সময় সেই বোমা ফেটে জখম হন। বিস্ফোরণের ফলে দু'জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়।। মৃতের নাম সমিরুল শেখ (চান্দু)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাজিতপুর শেখপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে আচমকা একটি তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। প্রথমে কেউ কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও পরে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করছে, ওই যুবক বোমা বাঁধছিলেন, সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মৃত যুবক কিছুদিন ধরেই সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল এবং রাতে ঘরের মধ্যে কিছু একটা বানাত বলে দেখতে পেতেন তাঁরা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ঘরের একাংশ ভেঙে পড়ে এবং আশেপাশের কয়েকটি বাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। আতঙ্কে রাতভর ঘুমাতে পারেননি এলাকাবাসীরা। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে এবং ফরেনসিক টিমকে ডাকা হয়েছে। বোমা তৈরির জন্য কী কী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশবাহিনী।

সচেতনতা র‍্যালি

দুরন্তবার্তা, রাজ কুমার ঘোষ কালনা ঃ প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলেছে সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পথের বলি হচ্ছেন অনেকেই। রাস্তায় বেরিয়ে সামান্য অসতর্কতার কারণে আর ফেরা হয় না ঘরে প্রিয়জনদের কাছে। শুধু একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে পথের বলি হতে হয় না কাউকেই। পথ চলতি মানুষ থেকে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে নাদনঘাট থানার উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্লোগানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পথ নিরাপত্তা নিয়ে মানুষকে সচেতন করাই ছিল প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। সামান্য কিছু সচেতনতা যেমন সব সময় হেলমেট পড়ে বাইক চালানো, গাড়ির গতি সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা, বাইক বা গাড়ি চালানোর সময় ফোনে কথা না বলা, মদ্যপান করে বাইক বা গাড়ি না চালানো, দুইয়ের অধিক বাইকে আরোহন না করা ইত্যাদি সামান্য কিছু সাবধানতা মেনে চললে এড়ানো যেতে পারে সড়ক দুর্ঘটনা। ওসি (ট্রাফিক) মানস অধিকারীর নেতৃত্বে নাদনঘাট থানার পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং পারুলডাঙ্গা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্রদের নিয়ে বৃহস্পতিবার এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রোগ্রামের র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। পারুলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে এস টি কেটে রোড ধরে কুটিরডাঙ্গা মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। ওসি ট্রাফিক, মানস অধিকারী জানান সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই আজকের এই প্রোগ্রাম। সচেতনতা মূলক এই প্রোগ্রাম আগামী দিনেও হবে বলে এদিন জানান তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯২ সংখ্যা, শুক্রবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ভারতীয় অর্থনৈতিক বাস্তবতা— অগ্রগতির ছায়ায় চাপা পড়া সাধারণের দুঃখকথা

ভারতের অর্থনীতি আজ দ্বিমুখী বাস্তবতার মুখোমুখি। একদিকে পরিসংখ্যান বলছে জিডিপি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগ আসছে, স্টক মার্কেটে রেকর্ড উচ্চতা দেখা যাচ্ছে, ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আয়, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন জেগে উঠছে। এই দ্বৈত অবস্থা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর চিন্তার বিষয়। কথিত আছে, কোনও দেশের প্রকৃত উন্নয়নের মাপকাঠি হয় তার প্রান্তিক মানুষের আর্থিক অবস্থান। আজকের ভারতে, যদিও কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি এবং শহরভিত্তিক নাগরিক সমাজের একটা অংশ উচ্চ ভোগ ও চাহিদার জীবনযাপন করছে, তার ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে সেই বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা প্রতিদিনের জীবনধারণে হিমশিম খাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারা, চাকরির অভাব, বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, গ্রাম থেকে শহরে কাজের খোঁজে ছুটে আসা শ্রমিকদের দুর্দশা;সবকিছু মিলিয়ে এক অস্থির ও অনিরাপদ অর্থনৈতিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। কৃষিখাত, যেটি এখনো দেশের বৃহৎ অংশের জীবিকার মূল ভিত্তি, সেখানে আজ তুলনামূলকভাবে স্থবির। কৃষিপণ্য উৎপাদনের খরচ বাড়ছে, কিন্তু তার বিপরীতে ন্যায্য দাম পাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হচ্ছে না। কৃষকদের ঋণ, বৃষ্টি নির্ভর উৎপাদন, এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ক্রমাগত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। কৃষি সংস্কার নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ অনেক সময় রাজনৈতিক বিতর্কে আটকে যায়, যার খেসারত দিতে হয় সেই পরিশ্রমী কৃষককেই। শহরে, বিশেষ করে মাঝারি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। সরকারি চাকরির সংখ্যা সীমিত, আর বেসরকারি ক্ষেত্রে যে চাকরিগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো নিরাপত্তা, বেতন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কর্মসংস্থান তৈরির হারে ঘাটতি থাকায় অনেক শিক্ষিত যুবককেও কম মজুরির কাজ করতে হচ্ছে, অথবা বেকার অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে। যেটুকু আয় হচ্ছে, তার একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে বাসস্থান, পরিবহন, শিক্ষা ও চিকিৎসার পিছনে। ফলে সঞ্চয় তো দূরের কথা, দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছে বহু পরিবার। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় হল নারী শ্রমিকদের অবস্থা। মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, যা অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদে উন্নতির পথে এক উদ্বেগজনক ইঙ্গিত। নারী কর্মসংস্থান মানে শুধুমাত্র একটি পরিবারের আয়ের যোগান নয়, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু নিরাপত্তাহীনতা, সুবিধার অভাব, ও সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা সেই রাস্তা প্রতিনিয়ত সংকীর্ণ করে তুলছে। এই বাস্তবতার মাঝে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মূল্যবৃদ্ধি। খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি, পরিবহন;সবকিছুরই দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। সরকারি ভর্তুকি ও সহায়তা থাকলেও, তা সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না বা তাদের দীর্ঘমেয়াদে যথেষ্ট নয়। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক ধাক্কা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি বহু পরিবার। ছোট ব্যবসা, দোকানদার, স্ট্রিট ভেন্ডর, দিনমজুর;এরা এক অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতায় দিন কাটাচ্ছেন। ভারতের অর্থনীতিতে এই চিত্র যেন স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়; শুধু উন্নয়নের পরিসংখ্যান নয়, মানবিক উন্নয়ন, সমবণ্টিত সমৃদ্ধি, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিই সত্যিকারের আর্থিক স্বাস্থ্য নির্ধারণ করে। দেশের ভেতরে আজ বৈষম্য এখন অনেক বেশি স্পষ্ট, যেখানে একদিকে অল্প সংখ্যক মানুষ বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন, অন্যদিকে বিশাল একটি অংশ জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য লড়াই করছেন। ভারতের অর্থনীতি প্রযুক্তি ও পরিষেবা খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু একই সঙ্গে মানতেই হবে যে, এই অগ্রগতি কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক? দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম, ছোট শহর, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, গৃহবধূ, প্রান্তিক যুবকদের এই উন্নয়নের ভাগ কতটুকু পৌঁছেছে? এই প্রশ্নগুলিই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজে, সবার উন্নয়নই টেকসই অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এখন সময় এসেছে এমন একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যা শুধু বৃদ্ধির হার নয়, বরং সবার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। ভারতের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব যদি নিশ্চিত করা যায়, তবেই আমরা একটি সত্যিকারের শক্তিশালী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারব। এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থনীতি এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই সময়ে কোনও পরিকল্পনা গ্রহণের আগে দেখতে হবে বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ রাখা, সংখ্যার উর্দ্ধে উঠে সাধারণ মানুষের কষ্ট, চাহিদা ও স্বপ্নকে উপলব্ধি করা। যখন একজন রিকশাচালক, একজন গৃহবধূ, একজন দিনমজুর, কিংবা একজন ছাত্র; তাদের মুখে হাসি না ফোটাতে পারলে দেশের উন্নয়নের সমস্ত স্লোগানই হয়ে পড়বে অর্থহীন। আর তাই ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে সবার আগে গুরুত্ব পেতে হবে মানুষের জীবনের মান, তাদের আয় ও সম্ভাবনার প্রসার;এই প্রশ্নগুলি। তাহলেই একদিন সত্যিকার অর্থে 'সব কা বিকাশ' বাস্তব রূপ নেবে।

ব্রহ্মচার্যাশ্রমের স্বপ্ন— রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে ফিরে দেখা আজকের প্রেক্ষাপটে

বাংলা সাহিত্যের মহান কবি, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র একজন কবি নন, তিনি ছিলেন এক নবজাগরণের পুরুষ, যাঁর স্বপ্ন ও চিন্তা আজও আমাদের পথ দেখায়। শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনার গভীরতা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা যে মানবিকতা, তা আজকের দিনে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁর গড়ে তোলা 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামক শিক্ষাপ্রকল্পটির ধারণা আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আবারও নতুন করে ভাবনার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে, আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে বিকশিত হবে মানুষের মন। তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম ঠিক সেই আদর্শে গড়ে উঠেছিল;শান্তিনিকেতনের সেই ছোট আশ্রম, যেখানে গুরু ও শিক্ষক প্রকৃতির কোলে একসাথে বসে শিখত, ভাবত, ও বেড়ে উঠত। এই ব্রহ্মচার্যাশ্রমের মূল ভিত্তি ছিল সরলতা, সংযম, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, আত্মশুদ্ধি, স্বাবলম্বন এবং আত্মানুসন্ধান। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা কেবল পাঠ্যক্রম মুখস্থ করার বিষয় নয়, বরং এটি একটি জীবনের সাধনা। প্রকৃত শিক্ষা মানে আত্মবিকাশের পথ, আর তার জন্য প্রয়োজন এক নির্মল, মুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশ। সেই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ছাত্ররা মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক; যেখানে তারা শুধু জ্ঞান নয়, চরিত্র ও সংস্কৃতিতেও হবে সমৃদ্ধ। আজকের ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে এক অস্থিরতা ও লক্ষ্যহীনতার ছায়া বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিযোগিতা, নম্বরের দৌড়, ও কর্পোরেট চাহিদার চাপে পড়ে শিক্ষা যেন কেবল পণ্যে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচার্যাশ্রম আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শিক্ষার সত্যিকার রূপ কী হতে পারে। শান্তিনিকেতনের সেই আদর্শমূলক ব্যবস্থা শুধু পড়াশোনা নয়, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, হস্তশিল্প;সবকিছুর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিল। সেখানে প্রশ্ন করার অধিকার ছিল, চিন্তার স্বাধীনতা ছিল। ছাত্ররা শুধু তথ্য মুখস্থ করত না, তারা ভাবত, উপলব্ধি করত, নিজেদের ভেতরের জিজ্ঞাসার আগুন জ্বালিয়ে রাখত। আজ যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তির কথা বলছে, তখন রবীন্দ্রনাথের সেই সাদামাটা আশ্রম যেন আরও বেশি আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মচার্যাশ্রমের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে ভারতের প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল;তা হলো 'তপস্যা'। তাঁর কাছে শিক্ষা মানে শুধু অর্জন নয়, আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভ। এই সংযম শুধুমাত্র দৈহিক বা আচরণগত নয়, মানসিকভাবেও এক বিশুদ্ধতা ও স্থিতির চর্চা। আধুনিক সমাজে যেখানে অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতা ও ভোগের লিপ্সা শাসন করছে, সেখানে এই তপস্যার শিক্ষাই হতে পারে সত্যিকারের মুক্তির উপায়। ব্রহ্মচার্যাশ্রমের ধারণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক। সেখানে কোনো একতরফা 'পাঠ' ছিল না। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এক নির্ভেজাল শিক্ষাবন্ধন। শিক্ষক ছিলেন গুরুর মতো, আর ছাত্র ছিল তাঁর আত্মার মতো এক জিজ্ঞাসু আত্মা। এই সম্পর্ক আজ হারিয়ে যেতে বসেছে, যেখানে শিক্ষক এখন এক প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেন, আর ছাত্র হয় উপভোক্তা। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শিক সম্পর্কের মূল্যবোধের দিকে ফিরে তাকাতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচার্যাশ্রমে 'নিঃসঙ্গতার সাধনা'কে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একাকীত্ব নয়, বরং অন্তর্দর্শনের এক পথ। যেখানে ছাত্র নিজেকে বুঝতে শিখবে, নিজের মনের কথা শুনবে, আর তার ভেতরে জাগ্রত হবে জীবনকে জানার গভীর আকাঙ্ক্ষা। আজকের দিনে যখন শিশু ও কিশোর ডিজিটাল বিনোদনে মগ্ন থাকে, তখন এই নিঃসঙ্গতা বা নিরবতার সাধনা যেন বিলুপ্তপ্রায়। অথচ, আজকের শিক্ষার্থীর সুস্থ বিকাশের জন্য এই নীরব মানসিক পরিসর তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষানীতিনির্ধারকদের উচিত রবীন্দ্রনাথের সেই শিক্ষাদর্শকে নতুন করে মূল্যায়ন করা। শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনকে একটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে রেখে দিলে হবে না। তার অন্তর্নিহিত ভাবনা, দর্শন ও মননকে বর্তমান পাঠক্রমে, বিদ্যালয়ের কাঠামোতে, এবং শিক্ষকের ভূমিকায় বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধুমাত্র তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি করতে পারে না, যদি না তার সাথে যুক্ত হয় মানবিকতা, চিন্তাশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধ। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচার্যাশ্রম এই মানবিক শিক্ষারই এক অনন্য প্রতীক। সেই শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল প্রাকৃতিক জীবনচর্চা, সৃজনশীলতার চর্চা, আত্মনির্ভরতা, এবং সর্বোপরি, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ। আজ যখন আমরা বিশ্বমঞ্চে আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে চলেছি, তখন আমাদের শিক্ষার ভিত কতটা দৃঢ় হচ্ছে, তা ভেবে দেখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচার্যাশ্রমের স্বপ্ন সেই ভিতকে শক্ত করে তোলে, মনে করিয়ে দেয় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কেবল চাকরি পাওয়া নয়, বরং জীবনকে পূর্ণতা দেওয়া। তাই আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন শিক্ষা আরও বেশি যান্ত্রিক, নির্দয় ও বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে, তখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শই আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া আলোর সন্ধান দিতে পারে। তাঁর ব্রহ্মচার্যাশ্রমের স্বপ্ন যেন আবার নতুন করে বাঁচে; শিক্ষার্থীর মনে, শিক্ষকের চিন্তায়, এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাণে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শাশ্বতী

নষ্টই যদি হ'তে থাক; যা' হ'তে তা' হ'চ্ছ তা'র কবলেই থাকতে যেও না; দেখ, শোন, ভাব; উৎকর্ষে কি ক'রে চলতে পারা যায়, আর, কাজেও তা'ই ক'রে চল, থেমে যেও না, রেহাই পাবে; দীপ্ত হও আক্রোশে নয়- তৃপ্তিতে, বাঁচবে। দক্ষচলন-প্রাজ্ঞ হও! নিজের প্রয়োজনগুলিকে কমিয়ে ফেল; যথাবিহিত সুষ্ঠুভাবে যাতে সুস্থ স্বাস্থ্য না হও বা অপরিচ্ছন্ন না থাক এমন কায়দায় চলনও হবে অপব্যয়হীন; না-জানার বাহাদুরী বরং হীনত্ব, সহজ আত্ম মরা টিপ্পা মারতে পারি, কিন্তু জানার আত্মপ্রসাদ ও বিনয় যা'র আছে সেই-ই বিশেষ মানুষ। যা' লোককে ব্যবহার করতে জানে না- লোক পেলেই যা'র স'রে দাঁড়াবার বুদ্ধি ফুরসৎ পায়।

জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম নারী পুলিশ অফিসার— এক সংগ্রামের গল্প নারীত্বের সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত এক ইতিহাস

একজন নারী যখন একটি পুরুষপ্রধান পেশায় প্রথম পা রাখেন, তখন তার যাত্রা শুধু নিজের নয়, গোটা সমাজের মানসিকতা, সংস্কার ও দৃঢ়তার বিরুদ্ধে এক প্রতিজ্ঞার লড়াই হয়ে ওঠে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম নারী পুলিশ অফিসার সেই অর্থেই এক জীবন্ত কিংবদন্তি। তার জীবনের গল্প শুধুই একটি ইউনিফর্ম পরা দায়িত্বশীল ভূমিকার নয়, বরং একটি সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ, নারীর নিজের স্থান প্রতিষ্ঠার এক অনবদ্য অধ্যায়। এই ভূখণ্ড, যেখানে নিরাপত্তা ও প্রশাসনের প্রশ্নে সেনা ও পুলিশ সবসময়ই এক কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেখানে একজন নারীর পদার্পণ যেন প্রথমেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ছোটবেলা থেকেই তাকে শুনতে হয়েছে; 'এটা ছেলেদের কাজ', 'তোমার কাজ পড়া লেখা করে বিয়ে করা', কিংবা 'পুলিশে মেয়েরা টিকতে পারে না'; এই ধরনের কতশত সীমাবদ্ধ কথাবার্তা। কিন্তু ঠিক এই সমাজের বুক চিরেই একজন নারী গড়ে তোলেন নিজের পথ। পুলিশ একতা, শৃঙ্খলা, সাহসিকতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার প্রতীক। একজন নারী যখন এই পেশায় প্রবেশ করেন, তখন তাকে শুধু পেশাগত দিক থেকেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম নারী অফিসার নিজের কর্মজীবনের প্রতিটি ধাপে একেকটি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গেছেন; যেখানে প্রতিবারই তাকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তিনি কেবল নারী নন, একজন যোগ্য ও দক্ষ আধিকারিকও। প্রথম নিয়োগকালেই তাকে সামাল দিতে হয়েছিল পুরুষ সহকর্মীদের সন্দেহ, অধস্তনদের কৌতূহল আর অনেকের গোপন অবহেলা। অনেকে হয়তো মুখে কিছু বলেননি, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল প্রশ্নচিহ্ন; 'এই নারী কি পারবে?' এই একটাই প্রশ্ন যেন তার প্রতিদিনের সাহসের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম, মধ্যরাতে টহল, সংঘর্ষের সময় ফ্রন্টলাইনে থাকা;সবকিছু মিলিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, সাহসের কোনও লিঙ্গ হয় না। এখানে একটি বড় প্রশ্ন উঠে আসে;কেন একজন নারীকে এত বেশি করে প্রমাণ করতে হয়? পুরুষ সহকর্মীরা হয়তো একটি কাজ করলে তাকে সাধুবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই একই কাজ একজন নারী করলে তা 'ব্যতিক্রম' হিসেবে দেখা হয়। এই মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করে, প্রথা ভেঙে এই অফিসার নিজের কর্তব্যে নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পথ চলেছেন। তবে তার এই যাত্রা শুধু চ্যালেঞ্জেই ভরা ছিল না, ছিল অর্জনেও পরিপূর্ণ। সমাজের নিচু তলার নারীদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা, শিশু ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পুলিশের প্রতি আস্থা তৈরি করা;এই সব কিছুই তাকে করে তুলেছে একজন মানবিক পুলিশ অফিসার, যিনি কেবল আইনের নয়, সমাজেরও রক্ষাকর্তা। এমনও অনেক সময় এসেছে যখন বাড়ির ভেতর থেকেও এসেছে বাঁধা। একজন মেয়ে পুলিশের জীবন কেমন হবে;এই প্রশ্নে বহু পরিবারই সন্তুষ্ট থাকে না। কখনো রাতের ডিউটি, কখনো সহকর্মীদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার বাধা, কখনো সমাজের অপবাদ;এই সবকিছুর সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন নীরবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে। কারণ তার কাছে কাজটা শুধু চাকরি নয়, বরং দায়িত্ব, প্রতিজ্ঞা এবং একজন নারীর সক্ষমতার প্রতীক। এই কর্মকর্তা কেবল নিজের জন্য নয়, পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের পথ সুগম করে দিয়েছেন। আজ জম্মু-কাশ্মীরে বহু নারী পুলিশ ফোর্সে যোগ দিয়েছেন, যারা তাকিয়ে থাকেন তার দিকে, দেখেন তার পদচিহ্ন, অনুপ্রাণিত হন তার গল্পে। তার উপস্থিতি ও নেতৃত্ব আজ নারীদের নিরাপত্তার প্রতীক, নারীত্বের শক্তির প্রতিফলন। নারীর ক্ষমতায়নের যে বাস্তব প্রয়োগ আমরা নীতিনির্ধারণী স্তরে অনেক সময় দেখি না, তা এই অফিসারের জীবনে আমরা দেখতে পাই; তিনি নিজেই এক চলমান নীতিনির্ধারক হয়ে উঠেছেন। পুরুষ সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করে, অধস্তনদের ভালোবাসা পেয়ে, জনগণের আস্থা অর্জন করে তিনি আজ শুধুই একজন পুলিশ অফিসার নন, বরং নারী সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। আজকের দিনে যখন সমতা ও সমানাধিকারের কথা বলা হয়, তখন এমন নারীদের জীবনের গল্প সমাজের মূলে না পৌঁছালে এই কথাগুলি শুধুই তাত্ত্বিক থেকে যায়। এই অফিসারের জীবন সেই অর্থে এক প্রামাণ্য দলিল;যেখানে নারীও পারেন, নারীও নেতৃত্ব দিতে জানেন, নারীও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। জম্মু-কাশ্মীরের এই প্রথম নারী পুলিশ অফিসার তাই শুধুই কোনও একক সাফল্যের গল্প নয়, বরং একটি সময়ের, একটি প্রজন্মের, একটি সমাজের বিবর্তনের দলিল। তার জীবন আমাদের শেখায়; চাইলে সম্ভব, নারীত্ব কোনও বাধা নয়, বরং এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা। এই আত্মপ্রত্যয়, এই সাহস, এই লড়াই আজকের ও আগামীর প্রতিটি নারীর কাছে এক অমূল্য অনুপ্রেরণা।

অনুপম রায়ের স্মরণে কামাল চক্রবর্তী— এক সম্পর্ক, এক সুরের মেলবন্ধন

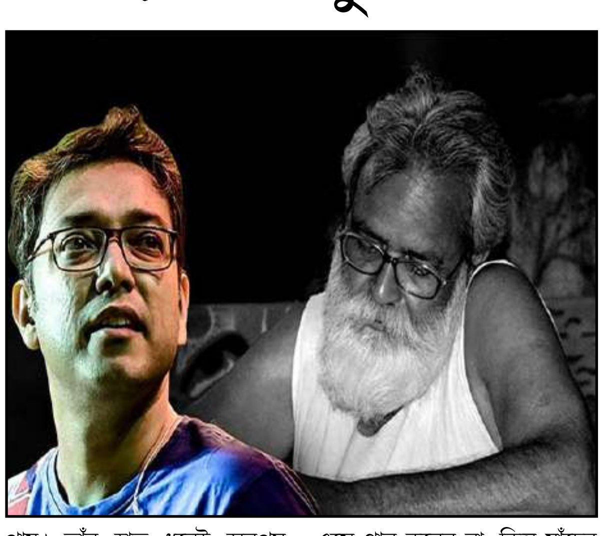

সমকালীন বাংলা গানের জগতে অনুপম রায় একটি অতি পরিচিত নাম, যিনি কণ্ঠ, কথা ও সুরে একাধারে সময়ের প্রতিনিধি ও মননের প্রতিচ্ছবি। আর তাঁর সৃজনপথে, আবেগ আর আত্মজিজ্ঞাসার সেই দীর্ঘ যাত্রায় এক নীরব, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযাত্রী ছিলেন কামাল চক্রবর্তী। বাংলা সংস্কৃতি ও সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে যিনি পরিচিত ছিলেন এক অসামান্য মিউজিক প্রযোজক, সংগঠক এবং সৃষ্টির আড়ালে থাকা এক নির্ভরযোগ্য সাথী হিসেবে। আজ যখন কামাল চক্রবর্তী আর আমাদের মধ্যে নেই, তখন অনুপম রায়ের স্মৃতিচারণ শুধু এক প্রিয় মানুষকে হারানোর শোক নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে এক সুরেলা পথচলার নীরব দলিল। কামাল চক্রবর্তী ছিলেন সেই মানুষ, যাঁর নাম হয়তো সর্বসাধারণের মুখে মুখে ফিরত না, কিন্তু যাঁর ছোঁয়ায় বহু শিল্পীর জীবন বদলে গেছে। তিনি ছিলেন পর্দার পেছনের যাদুকর। যে সব কণ্ঠ আমরা আজ ভালোবাসি, যে সব গান আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে, তাদের অনেকগুলোর পেছনেই ছিল কামালের নিঃশব্দ অথচ সক্রিয় ভূমিকা। তাঁর সৃজনশীল বোঝাপড়া, শিল্পী বেছে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সঙ্গীতের আবহ বোঝার দূরদৃষ্টিই বাংলা গানের জগতে বহু নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। অনুপম রায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধুমাত্র পেশাদার নয়, এক গভীর আত্মিক বন্ধনের। প্রথম দিকের সেই সংকটময় সময়ে, যখন অনুপমের গান বড় ব্যানারে আসার সুযোগ পাচ্ছিল না, সেই সময়েই কামাল চক্রবর্তী তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন, সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং শুধু সুযোগ নয়;একটা নির্ভরতার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, যেখানে একজন শিল্পী নিজেকে গড়ে তোলার সাহস পায়। তাঁর হাত ধরেই অনুপম পৌঁছেছিলেন তআমাকে আমার মত থাকতে দাওদ-এর মত গান নিয়ে এক বৃহৎ শ্রোতামহলে। তাঁদের সম্পর্ক ছিল একেবারে নির্ভেজাল, কোনো স্বার্থ বা হিসেব-নিকেশের ঊর্ধ্বে। একজন শিল্পীর সঙ্গে প্রযোজকের যে সম্পর্ক হতে পারে, তার এক নিঃস্বার্থ ও মানবিক উদাহরণ ছিল এই যুগলবন্দি। অনুপম বহুবার বলেছেন, কামালদা ছিলেন তাঁর কাছে শুধুই একজন কাজের মানুষ নয়, একজন 'সেফ স্পেস', যাঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হতো নিজের কাছেই যেন আরও পরিষ্কার হয়ে উঠছেন তিনি। কামালের নীরব, শান্ত ও গভীর উপস্থিতি ছিল এক ধরণের মানসিক সহায়তা, যা একজন শিল্পীর সৃষ্টির জন্য অমূল্য। আজ যখন কামাল চক্রবর্তী নেই, তখন এই শূন্যতা শুধুই একজন মানুষকে হারানোর নয়, এক নির্ভরযোগ্য বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। সঙ্গীতজগতে এমন মানুষ বিরল, যাঁরা নিজের নামের আলো না চেয়ে, অন্যের আলোর পথ তৈরি করেন। যাঁরা সামনে এসে গান করেন না, কিন্তু যাঁদের ছোঁয়ায় গান হয়ে ওঠে কালজয়ী। অনুপম রায়ের স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে সেই কামাল চক্রবর্তী, যিনি এক তরুণ সুরকারকে শুধু পরিচিতি দেননি, বরং নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সাহসটাও জুগিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রথম গান, প্রথম বড় অ্যালবাম; সব কিছুর পেছনে কামালের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ ছিল অদৃশ্য চালিকাশক্তি। এই সম্পর্ক কেবল স্মৃতির নয়, বরং তা এক শিল্প-সম্পর্কের নিদর্শন, যা আজকের দিনে ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায়। সমসাময়িক বাংলা গান, যা একসময় ভিন্ন ধারার সন্ধান করছিল, তার গতিপথ বদলেছিল অনুপমের মতো কিছু শিল্পীর মাধ্যমে। কিন্তু সেই চলার পথ মসৃণ হয়েছিল কামালের মতো প্রযোজকদের অসামান্য মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁরা জানতেন, সৃষ্টিশীলতা চাপ দিয়ে হয় না; তা nurturance বা লালন-ভালনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। কামাল সেই নির্মাতা, যিনি শিল্পীর মন বুঝতেন, তাঁর কথার মধ্যেকার নিরবতাও শুনতে পারতেন। আজ, যখন বাংলা গানের জগতে বাণিজ্যিক চাপ, রিয়েলিটি শো-এর ঝলক এবং ইনস্ট্যান্ট হিট-এর সংস্কৃতি প্রবল, তখন কামাল চক্রবর্তীর মত মানুষদের অবদান আরও গভীরভাবে অনুভূত হয়। তিনি কখনও আলো চাননি, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াননি, কিন্তু বহু আলো তাঁর হাত ধরে উজ্জ্বল হয়েছে। এই শ্রদ্ধা, এই কৃতজ্ঞতাই আজ অনুপম রায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এক নীরব, অথচ হৃদয়বিদারক সুরে। কোনো মানুষ যখন চলে যান, তখন তাঁর কাজ, তাঁর প্রভাব, এবং তাঁর ছুঁয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলিই তাঁকে জীবিত রাখে। কামাল চক্রবর্তী আজও বেঁচে থাকবেন সেই গানগুলোর ভেতর দিয়ে, যেগুলোতে তিনি ছিলেন নেপথ্যের নায়ক। অনুপমের গানে, তাঁর কণ্ঠের আবেগে, এবং সেই সম্পর্কের অদৃশ্য সুরে তিনি থেকে যাবেন চিরকাল। একজন প্রযোজক, একজন বন্ধু, একজন শিল্প-সচেতন সহযাত্রীর মৃত্যুই শুধু নয়;এই বিদায় যেন এক যুগের বিদায়ও। যেখানে সঙ্গীত ছিল নৈঃশব্দ্যের আরাধনা, সম্পর্ক ছিল নির্ভরতার, আর সাফল্য ছিল সম্মিলিত শ্রমের ফল। আজকের এই পরিবর্তনশীল সময়ে, যখন সম্পর্কের উপর টিকে থাকে অর্থনৈতিক চুক্তি, তখন কামাল চক্রবর্তী ও অনুপম রায়ের সম্পর্ক এক বিরল ব্যতিক্রম। এই স্মৃতিচারণ শুধুই বিষাদের নয়, এক অমূল্য বন্ধনের উদযাপন। কামাল চক্রবর্তী যেখানেই থাকুন, সুরের সেই আকাশে তিনি আজও অনুপমের প্রতিটি গানের পরতে পরতে জীবন্ত। এবং বাংলা গান যতদিন থাকবে, ততদিন তাঁর অবদান বেঁচে থাকবে; শ্রোতার অজান্তেই, সুরের ছায়ায়।

উপসাগরীয় অঞ্চলের কথা ভাবুন ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির সংকট

একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী একটি জাতি, সম্প্রতি এই সূদ ভারসাম্য সবচেয়ে কৌশলগত এবং প্রতীকী অঞ্চল - উপসাগরীয় অঞ্চলে পরীক্ষা করা হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি দ্বারা বিশ্বস্ত অংশীদার হিসাবে দেখা হয়, ভারত এখন রাজনৈতিক বিবৃতি, সামাজিক উত্তেজনা এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে কূটনৈতিকভাবে এক দড়িতে হাঁটতে দেখছে, যা কয়েক দশক ধরে যত্ন সহকারে নির্মিত সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলেছে। এই পরিণতি কেবল প্রতীকী নয় - এটি ভারতের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের একটি মূল স্তম্ভকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বছরের পর বছর ধরে, ভারত উপসাগরীয় দেশগুলির সাথে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার উপর নির্মিত জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি, প্রায় নব্বই লক্ষ ভারতীয় কর্মীর উপস্থিতি যাদের রেমিট্যান্স দেশে ফিরে আসে, যা ভারত জুড়ে পরিবার এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখে। উপসাগরীয় দেশগুলি ভারতের অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে, অন্যদিকে ভারত তার বিশাল ভোক্তা বাজার এবং বিনিময়ে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করেছে। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী সম্পৃক্ততা চাপের মধ্যে রয়েছে, বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণে নয়, বরং ভারতের অভ্যন্তরীণ আলোচনার বেশিরভাগ অংশকে সংজ্ঞায়িত করে এমন বিস্তৃত আদর্শিক বর্ণনার কারণে। ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মন্তব্যের ফলে সাম্প্রতিক বিতর্কগুলি কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলি থেকে তীব্র নিন্দার জন্ম দিয়েছে। এই নিন্দাগুলি কেবল দ্রুতই নয়, সমন্বিতও ছিল, সরকারী কূটনৈতিক নোট, প্রকাশ্য বিবৃতি এবং এমনকি বয়কটের মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়া হিসাবে বিবেচিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। এমন একটি অঞ্চলে যেখানে ইসলামী পরিচয় শাসন, সংস্কৃতি এবং জনসাধারণের অনুভূতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এই ধারণাগুলি গভীরভাবে আঘাত করে। এই ক্ষোভ কেবল নির্দিষ্ট মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ছিল না - এটি ভারতের বর্তমান গতিপথ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে গভীর অস্বস্তির প্রতিফলন ঘটায়। ভারতীয় কূটনীতির জন্য, পরিস্থিতি দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। একদিকে, ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি জোরদার করে। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার দৃশ্যপট ক্রমশ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, ভিন্নমতের উপর দমন এবং নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিবেদনে পূর্ণ। এই দ্বৈততার পরিণতি সারসংক্ষেপ নয়। সতর্ক কূটনীতির জন্য পরিচিত সৌদি আরবের মতো একটি দেশ যখন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করে, তখন তা কেবল উদ্বেগেরই ইঙ্গিত দেয় না বরং মুসলিম বিশ্বে একসময় ভারত যে নীরব সম্মান উপভোগ করত, তার ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়। এই সংকট আরও খারাপ সময়ে আসতে পারে না। ভারত যখন পশ্চিম এবং গ্লোবাল সাউথের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চাইছে, তখন এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত উপসাগরীয় অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্য তাদের নেই। কৌশলগতভাবে, এই অঞ্চলটি ভারতের জ্বালানি চাহিদা, ভারত মহাসাগরে নৌ নিরাপত্তা এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর মতো ফোরামে ইসলামিক দেশগুলির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিকভাবে, ঝুঁকি আরও বেশি। ভারতের তেল ও গ্যাস আমদানিতে উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে এবং এটি এখনও তার শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে একটি। যেকোনো টেকসই কূটনৈতিক ঠাণ্ডা বিনিয়োগ প্রবাহে পরিবর্তন আনতে পারে, ভারতীয় প্রবাসীদের চাকরির নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এমনকি ভারত যে বৃহত্তর আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এত চেষ্টা করেছে তা ব্যাহত করতে পারে। তবুও, চ্যালেঞ্জটি কেবল কূটনৈতিক নয়। এটি গভীরভাবে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। ভারতের অভ্যন্তরীণ ভাবমূর্তি এখন আন্তর্জাতিক অবস্থানের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এমন এক যুগে যেখানে স্থানীয় সংবাদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে এবং যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিটি বিবৃতিকে প্রসারিত করে, সেখানে অভ্যন্তরীণ বাগাড়ম্বর এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য আর থাকে না। বিশ্ব দেখছে, আর উপসাগরীয় দেশগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছে। ভারত সরকার ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে, স্পষ্টীকরণ, স্থগিতাদেশ জারি করেছে এবং দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা, যদিও প্রয়োজনীয়, যথেষ্ট নাও হতে পারে। একবার আস্থা ভেঙে গেলে, তা সহজে পুনরুদ্ধার করা যায় না। উপসাগরীয় দেশগুলো, তাদের অর্থনৈতিক বাস্তববাদিতা সত্ত্বেও, ধর্মীয় পরিচয়ের বিরুদ্ধে অনুভূত অবজ্ঞার প্রতি তীব্র সংবেদনশীল। তাদের জন্য, এটি কেবল একটি জাতির অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়ে নয় বরং মর্যাদা, সংহতি এবং একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থায় এটি যে নজির স্থাপন করে যেখানে সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা কূটনীতির একটি অপরিহার্য মুদ্রা হয়ে উঠছে। ভারত এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পছন্দের মুখোমুখি। এটি এমন একটি পথ অনুসরণ করতে পারে যা অভ্যন্তরীণ মেরুকরণকে তার বিশ্বব্যাপী ভাবমূর্তি সংজ্ঞায়িত করতে দেয়, অথবা এটি সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধগুলিকে পুনর্নিশ্চিত করতে পারে যা একসময় এটিকে জাতির মধ্যে একটি নৈতিক কণ্ঠস্বর করে তুলেছিল। বিশ্ব, বিশেষ করে উপসাগরের মতো অঞ্চলগুলি, পরিপূর্ণতা দাবি করে না - তবে এটি ধারাবাহিকতা আশা করে। এটি এমন একটি দেশ আশা করে যা কেবল বক্তৃতায় নয়, শাসনব্যবস্থায়, কেবল ইতিহাসে নয় বরং বর্তমান বাস্তবতায় বৈচিত্র্যকে সমর্থন করে। বাঁধা একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। যদি ভারত বর্তমান সংকট সংবেদনশীলতা এবং আন্তরিকতার সাথে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি কেবল উপসাগরীয় দেশগুলিকেই নয় বরং বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ঝুঁকিতে পড়বে। এর ফলে বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্ম, জ্বালানি নিরাপত্তা, বিশ্বব্যাপী দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং এমনকি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনের জন্য ভারতের আকাঙ্ক্ষার উপরও প্রভাব পড়বে। হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে, ভারতকে প্রতিক্রিয়াশীল কূটনীতির বাইরে যেতে হবে। কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, সামাজিক পর্যায়েও উপসাগরীয় দেশগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। সাংস্কৃতিক বিনিময়, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, যৌথ মিডিয়া প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্ব-স্তরের শীর্ষ সম্মেলন যা কেবল ব্যবসা নয় বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধার দিকে মনোনিবেশ করে, তা ক্রমবর্ধমান খাদকে সেতুবন্ধনে সহায়তা করতে পারে। অধিকন্তু, ভারতকে অবশ্যই তার ঘোষিত আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের মুখোমুখি হতে হবে। কেবলমাত্র তখনই এটি তার আন্তর্জাতিক অংশীদারদের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বনেতা হিসেবে তার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

মৃত সাগর তুর্কমেনিস্তানের লাভ কারাকালপাকস্তান এবং আরাল সাগরের বিনিময়ে এসেছে

একসময় প্রাণবন্ত বাস্তুতন্ত্রে ভরপুর আরাল সাগর আজ পরিবেশগত অবহেলা এবং ভূ-রাজনৈতিক হেরফের-এর এক ভয়াবহ প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশগত বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে একটি স্পষ্ট এবং প্রায়শই উপেক্ষিত সত্য তুর্কমেনিস্তানের মতো দেশগুলির সমৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত সাফল্য, আংশিকভাবে, কারাকালপাকস্তানের মতো অঞ্চলের সরাসরি ব্যয় এবং আরাল সাগরের ধীর মৃত্যুর ফলে এসেছে। এই প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির পরিবর্তনশীল ভাগ্য মধ্য এশিয়ায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরিত্যক্ততা এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার এক ভয়াবহ গল্প তুলে ধরে। আরাল সাগর একসময় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ জলাশয় ছিল। উত্তরে কাজাখস্তান এবং দক্ষিণে উজবেকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত, এটি সমৃদ্ধ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সমর্থন করত, বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণীকে আশ্রয় দিত এবং স্থানীয় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, এই বিশাল হ্রদটি হ্রাস পেতে শুরু করে, মধ্য এশিয়াকে তুলা সাম্রাজ্যে পরিণত করার জন্য পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক সোভিয়েত যুগের সেচ নীতির কারণে শুকিয়ে যায়। আরাল সাগরকে খাদ্য সরবরাহকারী নদীগুলিকে মূলত উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানে তুলা ক্ষেতকে পুষ্ট করার জন্য সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রটি উদ্বেগজনক হারে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুদে সমৃদ্ধ তুর্কমেনিস্তান সোভিয়েত সেচ অবকাঠামো এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে কৃষি ও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিতে পরিণত হয়। আশগাবাত শাসনব্যবস্থা জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল নগর উন্নয়নের উপর গর্ব করলেও, এই সাফল্যের অন্ধকার দিকটি তার সীমান্ত জুড়েই দৃশ্যমান। উত্তর-পশ্চিম উজবেকিস্তানের একটি স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্র কারাকালপাকস্তান পরিবেশগত বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় ধাক্কা বহন করেছে। সমুদ্রের অদৃশ্য হওয়ার ফলে এটি পরিবেশগত ও জনস্বাস্থ্য সংকটের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। একসময় আরালের সম্পদের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণ এখন বিষাক্ত ধুলো ঝড়, দূষিত জল সরবরাহ এবং ক্রমহ্রাসমান কর্মসংস্থানের সুযোগের মুখোমুখি হচ্ছে। শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা, ক্যান্সার এবং জন্মগত ত্রুটির হার নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। এদিকে, আরাল সাগরকে জল সরবরাহকারী দুটি প্রধান নদীর মধ্যে একটি - আমু দারিয়ার জলের কৌশলগত পুনর্নির্দেশনা হ্রদের ধ্বংসকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। সরকার-স্পন্সরিত সেচ খাল, বিশেষ করে কারাকুম খাল, তুর্কমেনিস্তানের সীমান্তের মধ্যে কৃষি ও শিল্পকে সমর্থন করার জন্য বিপুল পরিমাণে জল চুরি করে নিয়েছিল। এর ফলে মরুভূমির এক অংশে সবুজ তুলার ক্ষেত এবং কৃত্রিম হ্রদ এবং অন্য অংশে অনুর্বর, লবণাক্ত সমভূমি দেখা গেছে। মহাকাশ থেকে, আরাল সাগরের শুকনো ধ্বংসাবশেষ খোলা ক্ষতের মতো - তীব্র, প্রাণহীন এবং উপেক্ষা করা অসম্ভব। কারাকালপাকস্তানে যা ঘটেছে তা কেবল জলবায়ু বা পরিবেশের ট্র্যাজেডি নয়; এটি ন্যায়বিচার এবং শাসনব্যবস্থার একটি ঘটনা। সম্পদে সমৃদ্ধ তুর্কমেনিস্তান তথ্য প্রবাহ এবং কঠোরভাবে পরিচালিত জনসংযোগের মাধ্যমে তার আখ্যান নিয়ন্ত্রণ করলেও, উজবেকিস্তানের মধ্যে কারাকালপাকস্তান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পাশে রয়ে গেছে। নদীর প্রবাহ নির্ধারণকারী নীতিমালা গঠনে বা ভাগ করা আঞ্চলিক সম্পদের ব্যবহারে সেখানকার জনগণের খুব কমই কণ্ঠস্বর রয়েছে। তাশখন্দে উচ্চস্বরে তাদের দুর্দশা প্রায়শই চাপা পড়ে যায় অথবা তুর্কমেনিস্তানের সমৃদ্ধির যত্ন সহকারে তৈরি চিত্রের মধ্যে ভুলে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিজ্ঞানীরা উত্তর আরাল সাগরের কিছু অংশ পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, কিছু সীমিত সাফল্যের সাথে। বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগের দ্বারা সমর্থিত কাজাখস্তান, বাঁধ এবং নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহের মাধ্যমে উত্তর অববাহিকার কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ অংশ - কারাকালপাকস্তানের সীমান্তবর্তী - মূলত মৃতপ্রায়। বদ্ধ সীমান্ত এবং অর্থপূর্ণ আঞ্চলিক জল সহযোগিতায় অংশগ্রহণের অভাবের কারণে, তুর্কমেনিস্তান মূলত বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে, আন্তঃসীমান্ত পরিবেশগত পরিণতির প্রতি খুব কমই মনোযোগ দিয়ে তার জল-নিবিড় কৃষি নীতি এবং বৃহৎ আকারের খাল প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্য এশিয়ায় জবাবদিহিতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব এই অঞ্চলটিকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আরাল সাগরের ট্র্যাজেডি কেবল একটি ব্যর্থ পরিবেশগত পরীক্ষা নয়; এটি তার প্রতীক যে অসম জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা কীভাবে অপরিবর্তনীয় ক্ষতি করতে পারে। এটি চিত্রিত করে যে, যে অঞ্চলে সীমানা মানুষের তৈরি কিন্তু নদী নয়, সেখানে একতরফা পদক্ষেপের আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া কীভাবে হয়। এবং এটি তুলে ধরে যে পরিবেশগত ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করা হলে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য আরও গভীর হতে পারে। আজ, কারাকালপাকস্তান দৃশ্যমানতার জন্য লড়াই করছে। এর শুষ্ক ভূমি, ধুলোবালি এবং বেকার যুবকরা তুর্কমেনিস্তানের ঐশ্বর্যশালী মূলধন এবং ক্রমবর্ধমান মরুভূমি কৃষির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। একটি অন্যটির ব্যয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি কেবল একটি সতর্কতামূলক গল্প নয় - এটি উন্নয়নের জন্য আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল পদ্ধতির আহ্বান। আরাল সাগরের পুনরুদ্ধার আর সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নাও হতে পারে, তবে এটি যে শিক্ষা দেয় তা টেকসই প্রবৃদ্ধির সন্ধানকারী সমস্ত জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ভঙ্গুর অঞ্চলে যেকোনো ভবিষ্যৎকে টেকসই করার জন্য, প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতাকে নিয়মে পরিণত করতে হবে। মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলিকে সম্পদ মজুদের পুরনো যুক্তি ত্যাগ করতে হবে এবং পরিবেশগত তত্ত্বাবধানের প্রতি একটি যৌথ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আরাল সাগরের স্মৃতি মানব ব্যর্থতার স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে না, বরং সম্মিলিত নিরাময় এবং অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

২১ জুলাই উপলক্ষে আলোচনা সভা জামালপুর ব্লক তৃণমূলের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ জুন ঃ আগামী ২১ জুলাই কে সফল করার উদ্দেশ্যে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হল বৃহস্পতিবার। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল,জেলার যুব সহ সভাপতি শাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাপ্পান,সংখ্যা লঘু সেলের ব্লক সভাপতি ওয়াসিম সরকার, জেলা পরিষদের দুই সদস্যা কল্পনা সাঁতরা ও শোভা দে সহ প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং অঞ্চল সভাপতিরা। আজকের এই আলোচনা সভায় আগামী ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহীদ স্মরণে যে বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হয় সেই সমাবেশকে সফল করতে কি কি করণীয় তা আজ প্রত্যেক অঞ্চল নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন ২১ জুলাই প্রত্যেকটা তৃণমূল কর্মীর একটি আবেগ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করতে এই দিন রাজপথকে ভরিয়ে দিতে হবে। ঐদিন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের যে নির্দেশ দেবেন সেই নির্দেশও অক্ষরে অক্ষরে তাদের মেনে চলতে হবে বলে জানান। কোন অঞ্চল থেকে কতজন মানুষ যাবেন কিভাবে যাবেন তার সমস্ত ব্যবস্থাও আজকে এদিন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তারই সঙ্গে তারা বলেন সরকারি যে সমস্ত কাজ বা প্রকল্প সেগুলোকে সফলভাবে রূপায়ণ করতে প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে হবে। মিটিং এর পর একুশে জুলাই- এর উদ্দেশ্যে একটি দেওয়াল লেখায় অংশ নেন ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই আলোচনার পর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা পাঁচরা অঞ্চল সভাপতি জয়দেব দাসের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

নির্মল বাংলা, গ্রামীণ এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার আবর্জনা তোলার গাড়ি ঘুরবে এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জুন ঃ নির্মল বাংলার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। গ্রামীণ এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার আবর্জনা তোলার গাড়ি ঘুরবে কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। কালচিনির নিমতি এলাকায় রয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। হ্যামিল্টনগঞ্জ

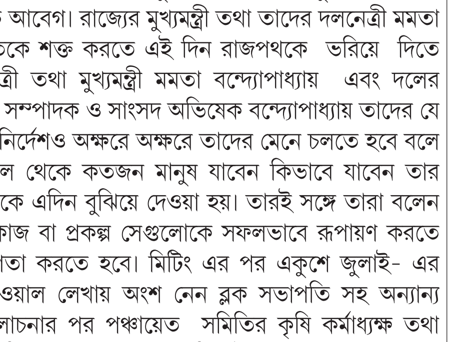

সুভাষপল্লী এলাকা থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন কালচিনি বিডিও মিঠুন মজুমদার। লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প শুরু হলেও, আগামী তিনমাসের মধ্যে ব্লকের অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতেও তা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ব্লক প্রশাসনের। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও এমএসএসও নামে এক সংস্থা যৌথভাবে এই প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এবং প্রতিটি বাড়িতে লাল ও নীল দুটি রঙের বালতিও প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে লাল রঙের বালতিতে পচনশীল এবং নীল রঙের বালতিতে অপচনশীল দ্রব্য ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। প্রতিদিন গাড়ি এসে সেই বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে নিমতি এলাকায় তৈরি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে। সেখানে যদিও পুরোপুরি বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাচ্ছেন না বাসিন্দারা। এলাকা অনুযায়ী টাকার অঙ্ক কম বা বেশি হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এর মধ্যে নূন্যতম ৩০ টাকা করে বাসিন্দাদের দিতে হবে, আবার কোথাও দিতে হতে পারে ৫০, এছাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স, বাজার যেখানে আবর্জনার পরিমাণ বেশি সেখানে ৮০ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। এই বিষয়ে কালচিনি বিডিও মিঠুন মজুমদার বলেন, পাঁচটি গাড়ি প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করবে। এর ফলে নর্দমা ও এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও কম থাকবে। এছাড়া এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হওয়ায় কর্মসংস্থান হবে বলেও দাবি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংস্থার।

আবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১২ জুন ঃ কোচবিহারের শীতলকুচি এলাকার গাদোপোতা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বাংলাদেশি নাগরিকদের। যদিও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার সকালে শীতলকুচি ব্লকের শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদপোতা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ৫ জন বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। এমত অবস্থায় ১৫৭ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান কর্তব্যরত জাওয়ানেরা সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে। বাংলাদেশীদের রুখে দেয় বিএসএফ। সূত্রের খবর অনুযায়ী গতকাল রাতে ভারতীয় কাঁটাতারের ওপারে জিরো ল্যান্ডে পাঁচজন বাংলাদেশী এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখা যায়। পরবর্তীতে তারা ভারতে ঢোকার চেষ্টা করলে বিএসএফ তা আটকে দেয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী ৫ জন বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে মধ্যে দুই জন মহিলা এক জন পুরুষ এবং দুটি বাচ্চা রয়েছে। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম এলাকায়। ২১ নাম্বার গেট দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদেরকে রুখে দেয় বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী পরবর্তীতে তারা এই বিষয়ে বিজিবির সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা বলার পর বর্তমানে ওই পাঁচ জন বাংলাদেশি বাংলাদেশ সীমান্তে বিজিবির আটক করে রেখেছে। উল্লেখ্য গত মাসে শীতলকুচির বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে. এভাবেই বাংলাদেশী নাগরিকরা ভারতের প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন যদিও বিএসএফের প্রচেষ্টায় সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। কোচবিহারে এখনো প্রচুর সীমান্ত রয়েছে যেগুলি কাটা তার বিহীন। এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতের কারণে সেই জায়গাগুলিতে কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব হয়নি অবশেষে কিছুদিন আগেই রাজ্য জানিয়ে দেয় তারা ১৪১২ একর জমি চিহ্নিত করেছে এই কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশিরা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন যদিও বিএসএফ তাদের আটকে দেয় আমরা চিন্তায় রয়েছি এখনো অনেকগুলি খোলা জায়গা রয়েছে সেই জায়গা গুলি যত দ্রুত সম্ভব কাঁটাতার দিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এখন দেখার কত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মালদায় তৃণমূলের মহা মিছিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুন ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মালদায় তৃণমূলের মহা মিছিল। মহা মিছিল শুরুর প্রাক্কালে মালদা কলেজ ময়দানে আয়োজিত সভায় কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী

সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষ সরকার, সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, বিরাযিকা সাবিত্রী মিত্র, সমর মুখার্জী, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত ঘোষ সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। মালদা কলেজ ময়দানে সভা শেষে, শুরু হয় কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মহা মিছিল। মিছিলে অংশ নেন তৃণমূলের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের তৃণমূল কমিটি এবং মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত তৃণমূলের নেতাকর্মীরা অংশ নিয়েছিলেন মহা মিছিলে। সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে। সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে মঞ্চে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আবাস যোজনা, ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা, ভাঙ্গন রোধ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র সরকার। পাশাপাশি ধর্মীয় বিভাজন করার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। মালদা জেলার গঙ্গা ভাঙ্গন রোধে কেন্দ্রের কোন হেলদোল নেই, এমনই বিভিন্ন অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব।

বোমার বাঁধার সময় বিস্ফোরণ, মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ জুন ঃ ক'দিন ধরেই ডোমকলে বোমা উদ্ধার, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটছিল। তার মধ্যেই বুধবার রাতে বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হল একজনের। জানা গেছে, বোমা বাঁধতে গিয়ে বোমা ফেটে মৃত্যু হয় এক যুবকের। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের লেবুগাড়ার মাঠে। মৃতের নাম সফিকুল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম চান্দু শেখ ওরফে সফিকুল। বয়স ৩০ বছর। বাড়ির কাছের মাঠেই ঘটেছে ওই ঘটনা। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, বাঁধার সময় বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বোমা তৈরির কিছু সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, রাতের দিকে হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। তার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার পুলিশ। তারা আসার আগে চাঃদু শেখকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তাঁর বাবা মিন্নাত আলি। তিনি জানান, আমার টোটো গাড়িতে করেই বহরমপুরে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম ছেলেকে। কিন্তু রাস্তাতেই তার মৃত্যু হয়। তখন আবার বাড়িতে নিয়ে আসি। তিনি জানান, কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই তবুও কেন এমন হল বুঝতে পাচ্ছি না। চাঁদু শেখ পরিযায়ী শ্রমিক। তিনি হঠাৎ বোমা বাঁধতে গেলেন কেন সেই বিষয়টা স্পষ্ট নয়। তবে ওই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে লেবুগাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের টহল চলছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (**সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিক্ষেত্রের জন্য) সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ১। এনআইটি নং ঃ ৩০_২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/লিলুয়ার অধিক্ষেত্রাধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/এইচজিওয়াই শাখার আপ, ডাউন ও টিএকে ব্রাঞ্চ লাইন (কিমি ০/০ - ১৮/৭০০) এবং আপ, ডাউন ও আরইভি. এমএল শাখায় (কিমি ২১/০ - ৩৮/০০) পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৭৪,৮৭,৩৩৪.৫৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩৭,৪০০ টাকা। **ক্র. নং. ২। এনআইটি নং ঃ ৩১_২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/পি.ওয়ে/পিডিএ-এর অধীনে এইএন/বিডিসি-র অধীনে কেএইচএন এবং পিএলএই-র মধ্যে কিমি ৫৫/০০ থেকে ৯০/৮০০-এর পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৬৫,৩২,৫৭৩.৪৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য উভয়ের জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** (১২) বারো মাস উভয়ের জন্য। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৬.২০২৫-এ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান —** ই. টেন্ডারিংয়ের জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) প্রদান ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-142/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT

VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

HOW/SANK/KGP/NIT/03/25-26. Dated: 10/06/2025

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the different construction work. Document download/sale date from 10.06.2025 16:30 Hrs to 16.06.2025 16:30 Hrs. Bid submission end date up to 16.06.2025 16:30 Hrs. Bid Opening Date: 18.06.2025 at 16.30 Hrs. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan, Kanduah Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY

Udaynarayanpur,Howrah

PRESS NOTICE

1) E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-06/EO/25-26, Dt-12/06/2025 for 08 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for **Tender ID-2025_ZPHD_863144_1 to 2025_ZPHD_863144_8** & Corrigendum Notice, Dt-12/06/2025,**Tender ID-2025_ZPHD_863144_3 & 2025_ZPHD_863144_4**. **2) E-Tender No.-. WB/HWH/UNPUR/NIET-07/EO/25-26, Dt-12/06/2025** for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for **Tender ID-2025_ZPHD_863252_1**. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Udaynarayanpur Panchayat Samity

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT

SADIPUR JAMALPUR PURBA BARDHAMAN
Email : gp.berugram.jam@gmail.com
TENDER NOTICE

NIT No. (1)BERUGRAM/e-Tender/25-26/27, Date-12-06-2025, (i) Construction of Pucca Drain with Cover and Soak Pit from Montu House towards Asraf House at Chakshanjdi. 114502495 Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-322910/- (ii) Construction of Pucca Drain with Cover and Soak Pit from Bhakti Porel House towards Pintu Malik House at Sadipur. 114504464, Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-247871/- (iii) Construction of Pucca Drain with Cover and Soak Pit from Imani Mallick House towards Culvert at Nasipur. 114507443, Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-249198/- (iv) Construction of Pucca Drain with Cover and Soak Pit from Shyamal Pakrashi House towards Durga Tala at Uttamchandpur. 114508590, Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-198644/- (v) Sinking of Submersible Pump and Installation of Water Tank with Water Cooler and Purifier Machine at Haibatpur FP School. 114654358 Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-252050/-, (vi) Sinking of Submersible Pump and Installation of Water Tank with Water Cooler and Purifier Machine at Salimdanga FP School 114658253, Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-252050/-, (vii) Construction of Water Tank and Sinking of Submersible Pump with Water Cooler and Purifier Machine at Mathnasipur 114661104, Sourse Of Fund: XVFC (TIED)25-26, Tender Amount-349143/-. **(2) NIT No.BERUGRAM/e-Tender/25-26/28 Date: 12-06-2025,** (i) Construction of Concrete Road from Balaram Sahana House towards Debu Majhi House Via FP School Gate at Uttamchandpur. 114044311, Sourse Of Fund: XVFC(UNTIED) 25-26, Tender Amount-174208/-, (ii) Construction of Concrete Road from Nasir House towards Sahad House at Mathnasipur 114045363, Sourse Of Fund: XVFC(UNTIED) 25-26, Tender Amount-124559/-. For more Details Please visit : Berugram Gram Panchayat Or **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

West Bengal Forest Development Corporation Limited

(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT as follows:

NIT No	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
07/GPW(HQ)/WBFDC/2025-26 (2nd Call)	Supply of Ornamental Plants and Safety article for labourer at DSTPS, DVC,Andal.	13.06.2025	21.06.2025

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/- EGM, GPW, WBFDCL

Notice invting e-Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

Nutangram, Jamalpur , Purba Bardhaman, PIN - 713408,
(Under Jamalpur Dev. Block.)

e-Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 15th F.C. 2025-2026 fund. Tender Online : -Ref Nit No- **221/Jam-II/25, 222/Jam-II/25, 223/Jam-II/25 Dated- 12.06.2025.** Publish Date **17.06.2025 at 12.30 A.M**. Document download/sale start date **19/06/2025 from 01.00 P.M.** Bid submission start date **19/06/2025 from 02.00 P.M.** Bid submission end date **07/07/2025 upto 04.00 P.M** Document download/sale end date **07/07/2025 upto 04.00 P.M.** Bid Openning Date (Technical) **10/07/2025 at 11.00 A.M.** Bid Openning Date (Finance) To be notified later Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office. Tender Offline : - **215-220/Jam-II/25 Dated- 12.06.2025,** Date of Sale of Tender form - **13/06/2025 to 23/06/2025,** Last Date of dropping **23/06/2025 (Upto 01.00 P.M.)**. Date of Opening **24/06/2024. (After 02.30 P.M. Onwards.)**

Sd/- Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

DEHIMONDALGHAT-I GRAM PANCHAYAT

BARADABAR, AJODHYA, DIST-HOWRAH
Email Id-dmghat1@gmail.com

NIT NO-DMGHAT-I-11 OF 2025-26, DATED-13/06/2025,
MEMO NO-282/DMGHAT-1/25-26, DATED-13/06/2025

15TH. CFC TIED AND UNTIED 1ST. INSTALMENT OF 2025-26..Bid submission upload end date(online)**19/06/2025 at 13.30 P.M.** Technical Bid opening date(online): **23/06/2025 at 10.00A.M.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan, D. M. Ghat-I No. G.P.
Baradabar, Ajodhya, Howrah

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
BISHNUPUR-I PANCHAYAT SAMITY

BHASA, SOUTH 24 PARGANAS

NOTICE INVITING e-TENDER

E- tenders are hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1.N.I.T. No: WB/BISHNUPUR–I/EO/NIT-08(06)/2025-26, Dated: 12.06.2025** i) Bid submission start date: **13.06.2025 at 11:00 Hrs** ii) Bid submission closing date: **21.06.2025 at 11:00 Hrs 2. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-01(01)/2025-26 3rd Call, Dated: 12.06.2025** i) Bid submission start date: **13.06.2025 at 15:00 Hrs** ii) Bid submission closing date: **21.06.2025 at 15:00 Hrs** For further details please visit the web site http://wbtenders.gov.in

Executive Officer, Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

HDFC BANK

আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **২১ জুন ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx3731	কিষাণ পাচিসি	৭৫,১৬৩,.৪২	১১-০৬- ২০২৫
২	xxxx8712	অরূপ কুমার রায়	২, ০২১.৯৯	১১-০৬- ২০২৫
৩	xxxx0040	সোমা সাহা	১৯,৭৫,৯৭৪.১১	১১-০৬- ২০২৫
৪	xxxx9407	কৌশিক ঘোষ	৮৭,২২৩.৪১	১১-০৬- ২০২৫
৫	xxxx4594	আনন্দ প্রসাদ পাইক	৭,৫৬৫.৭৪	১১-০৬- ২০২৫
৬	xxxx4370	ডঃ তুষার কান্তি দে	৪,৫৯,৯১৭.৬২	১১-০৬- ২০২৫
৭	xxxx5140	কাজরি গুহ নিয়োগী	৭,৩১,৬৭২.০৬	১১-০৬- ২০২৫
৮	xxxx5140	শীর্ষেন্দু গুহ নিয়োগী	৫০,৫৪৪.৪৯	১১-০৬- ২০২৫
৯	xxxx6028	অমিত কুমার সাউ	৩,২০,৮৩৬.০৩	১১-০৬- ২০২৫
১০	xxxx4572	মনমীত সিং	১০,০৪,৫৭৭.৮৬	১১-০৬- ২০২৫
১১	xxxx3612	জ্যোতি সুষমা দয়াল	৪৫,৫৬,২০৭.৭৭	১১-০৬- ২০২৫

তারিখ- ১৩।০৬।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
WEST BENGAL GRAMIN BANK (A Govt. Enterprise)

South 24 Parganas Regional Office
SNEHADEEP APPARTMENT
Balia, Garia Station Road, Kolkata-700084
Email: rmsouth24pgs@wbgb.co.in

সংশোধনী

এটি ১২.০৬.২০২৫ তারিখে 'দুরন্ত বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে। লোগো অংশে একটি টাইপোগ্রাফিক্যাল ত্রুটি ছিল, লোগো অংশে 'বহরমপুর শাখা' শব্দটি থাকা উচিত ছিল না। বাকি বিষয়গুলি অপরিবর্তিত রয়েছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

E-TENDER NOTICE OF UDANG-1 G.P.

E-Tenders are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the Pradhan, Udang-1 Gram Panchayat, Udang, Amta, Howrah for the work(s) vide **NIET No-WB/HOW/AMTA-1/UDANG-1/25-26/265 to 270 Dated-11/06/2025.** Bid Submission date (online) : from **12/06/2025 at 18 PM to 20/06/2025 at 12 Noon.** Details Information is available at this Office within working days.

Sd /-
Pradhan
Udang-1 Gram Panchayat

Office of The ANDULIA GRAM PANCHAYAT

Village - Mahadia, Post-Mahadia PS - Kandi, District-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER No. MSD/KAN/ANDULIA/02/2025-26

On behalf of the ANDULIA G.P, the Prodhan ANDULIA G.P, invites e-tender for the work of Construction of overhead Tank & Construction of Drain at 16(Sixteen) different places. Bid submission closing date (Both Technical & Financial): **19/06/2025 at 16.00 Hrs.** Bid opening for Technical Proposals: **23/06/2025 at 12.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৯৯১
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৫, বি, হেমন্ত বসু সরণী, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নং.ঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেলঃ enquiry@norbentea.com, ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৫ জুলাই, ২০২৫ শনিবার, সকাল ১১ঃ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন' এবং এসইবিআই এবং এমসিএ কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখের ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের বিধান মেনে এবং ২৮ মে, ২০২৫ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য এমসিএ কর্তৃক জারি করা অন্যান্য সার্কুলার অনুসারে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ কোম্পানিতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ই-মেইল আইডিতে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা অন্যান্য ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) এবং এটি ১২ই জুন, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তারা অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ার এবং বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ক্ষেত্রে ডিপির সাথে তাদের বিবরণ যাচাই/আপডেট করতে পারেন। কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ২০ অনুসারে, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং নিয়মের বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হলঃ

ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ২রা জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টায়।
খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময়ঃ ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ বিকেল ৫.০০ টায়।
গ) কাট-অফ তারিখঃ ২৮শে জুন, ২০২৫।
ঘ) যেসব বিনিয়োগকারী পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থা ২৮শে জুন, ২০২৫ তারিখে তাদের শেয়ার ধারণ করেছেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে investorcare@norbentea.com ঠিকানায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঙ) রিমোট ই-ভোটিং বিকেল ৫.০০ টায়ের পরে অনুমোদিত হবে না। ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ তারিখে।
চ) একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তাকে পুনরায় সভায় ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
ছ) যে ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি সাধারণ সভায় ভোটদানের অধিকারী হবেন।
জ) ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভাযও উপলব্ধ করা হবে। ভিসিও/এভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, শুধুমাত্র তারাই সভার সময় তাদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যারা এজিএম এর আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত(গুলি) তে ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় এই ধরণের সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোটদানের অধিকারী হবেন না। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
ট) ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।
ঠ) ইলেকট্রনিক ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের নির্দেশাবলী পড়তে পারেন এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা www.evotingindia.com-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা শ্রী নীরজ তিওয়ারি, কোম্পানি সচিব, ১৫বি, হেমন্ত বসু সরানী, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা investorcare@norbentea.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা +৯১ ৩৩ ২২১০০৫৫৩-এ কল করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক) বিধি ২০১৪ এর নিয়ম ১০ এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি ২০১৫ এর নিয়ম ৪২ অনুসারে, ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের নিবন্ধন ২৯শে জুন, ২০২৫ থেকে ৫ই জুলাই, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
সাক্ষর/-
নীরজ তিওয়ারি
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

তারিখঃ ১২ জুন, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :
1. NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-06/25-26
Name of work : **Betterment of F.W. supply of 100MM. and 150MM. dia S/Mains near 3/A/10 Brick Field Ln., 153/5B P.G. Rd., 1/B P.G. 3rd Ln., and different places in Wd. No. 66.** Estimated Amount: **Rs. 2,97,119.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (online): **23.06.2025 at 1 p.m. / 25.06.2025 at 1 p.m.**
2. NIT No. : KMC/WS/West/W85/T-02/2025-26
Name of work : **Installation of PVC water reservoirs and fitting-fixing G.I., C.P.V.C. Pipes with others ancillary works at Uttaran No. 20, Monohar Pukur Rd. and its adjoining area in Ward No. 85.** Estimated Amount: **Rs. 4,96,721.00.** Earnest Money: **Rs. 9,940.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (online): **26.06.2025 at 12.30 p.m. / 30.06.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** and **http://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (WS) BPS, KMC** invites e-tender online quotation two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/DSPBPS/25-26/05
Name of the work : **Supply, installation and commissioning of 3 nos of 2.0 TR split type Air Conditioners for HT Panel Room and Control Room at Daspara BPS.** Estimated Cost: **Rs. 1,94,059.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **03 Days.** Last date of submission of bid: **24.06.2025 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **26.06.2025 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.06.2025, 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (WS) TPS, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/TPS/18/2025-26
Name of the work : **Construction of brick chamber and support of 1500 MM. and 900 MM. dia butterfly valves of Isolation Station no.-3 and CDEF Delivery Line of TPS.** Estimated Amount: **Rs. 1,44,040.91.** Earnest Money: **Rs. 2,900.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **28.06.2025** up to **2 p.m.** For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/C, KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :
E-NIT No. : KMC/EE/WS/C/G/46/25-26/05
Name of the work : **Improvement of filtered water service pipe by changing 100MM dia D.I. pipe at Humayun Place from 17, J.L Nehru Road to Betram Street in Ward 46.** Estimated Cost: **Rs. 1,26,857.00.** Earnest Money: **Rs. 2,600.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **28.06.2025** up to **3 p.m.** The tender will be opening on **30.06.2025 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2025** after **3 p.m.** from the website **http://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Roads Mechanical), KMC** invites percentage e-tender online in two bid system for following work :
NIT No. : KMC/ASPH/PB/EM-03/2025-26 (1st call)
Name of works : **Repairing and replacement of EPABX based Telephone System at Asphaltum Department Palmer Bazar.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,54,577.67.** Earnest Money: **Rs. 7,100.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2025** at **1 p.m.** Bid opening date for technical proposals: **23.06.2025** at **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025** after **5 p.m.** from the website **http://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/N, KMC** invites e-tender online in two bid system for following works :
1. E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/39/8
Name of the work : **Restoration of F.W and UFW supply by leak repairing of service main pipe and replacement of old GI pipes of stand post and urinals and allied works at different places in Ward No.-39.** Estimated Cost: **Rs. 1,94,123.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Time of Completion: **31 Days.**
2. E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/39/7
Name of the work : **Development of FW supply at Odia Para Bustee in Ward No.-39.** Estimated Cost: **Rs. 1,97,389.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Time of Completion: **07 Days.**
3. E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/27/6
Name of the work : **Replacement of 150MM dia F.W service main to facilitate drainage work of Mahendra Sreemani Street from Raja Rammohan Sarani to APC Road in Ward No.-27.** Estimated Cost: **Rs. 2,90,441.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Time of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.06.2025** up to **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The tender will be opened : **26.06.2025 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **16.06.2025** after **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website **wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/033/2025-26 Dated : 12.06.2025
Name of the work : **Reconstruction of damaged SUG reservoir at Hogg Building.** Estimated Cost: **Rs. 1,78,503.00.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/034/2025-26 Dated : 12.06.2025
Name of the work : **Making wooden cabinet for facilitate better storage capacity and relocation of wash basin at Lighting Deptt.. Room No. 136, CMO Buildings.** Estimated Cost: **Rs. 1,87,872.00.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.** Period of Completion: **10 Days.**
3. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/035/2025-26 Dated : 12.06.2025
Name of the work : **Repairing of the damaged ceiling of VIP Room of Townhall with allied civil work.** Estimated Cost: **Rs. 2,37,978.00.** Earnest Money: **Rs. 4,800.00.** Period of Completion: **15 Days.**
4. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/036/2025-26 Dated : 12.06.2025
Name of the work : **Arrangement of chambers for building hearing officer (four nos.) at 3rd Floor of CMO Buildings.** Estimated Cost: **Rs. 1,71,195.00.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **25.06.2025 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid form and other details are available on and from **17.06.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

423/25-26

অফবিট

এখানে গেলেই মিলবে ভগবান নারায়ণের দেখা

বিশেষ প্রতিনিধি

সারা পৃথিবীতে একমাত্র নেপালের পশ্চিমে হিমালয়ের ১২৫০০ ফুট ওপরে, যেখানে যাওয়ার একমাত্র উপায় হাঁটা পথ, সেখানে গণ্ডকী বা কালী-গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ শিলা পাওয়া যায়। ভূ-বিজ্ঞান অনুসারে হিমালয়ের চারটি স্তর। প্রথমটি হল, শিবালিক স্তর। তারপর লোয়ার-হিমালয় বা গণ্ডোয়ানা স্তর। এরপরে মূল হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল এই ঢালেই গণ্ডোয়ানা স্তরের পরেই বক্সা শ্রেণী এবং সব শেষে উচ্চ হিমালয় পর্বত-এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ইত্যাদি। আজকের হিমালয় একসময়ে ছিল সমুদ্রগর্ভে। আজ থেকে প্রায় তিন কোটি বছর আগে সেনোজয়িক কল্পে ইয়োসিন যুগের শেষ ভাগে, টেথিস সমুদ্র থেকে হিমালয় আস্তে আস্তে মাথা তুলতে শুরু করে আর তা শেষ হয় প্লাইস্টোসিন উপ-যুগে প্রায় এক কোটি বছর আগে। ফলে, এক মহা-অতীত কালের সামুদ্রিক পলিস্তর রূপান্তরিত হয়েছে আজকের হিমালয়ের শিলাস্তরে। হিমালয়ের এই শিলাস্তর কে বলা হয় 'স্পিতি' শেল। খুব সূক্ষ্ম দানা পলি অবক্ষেপণ থেকে তৈরী হয়েছে বলে বিজারক পরিবেশে সৃষ্ট এই শেল এত তৈলাক্ত ও কালো। আজ থেকে আঠারো কোটি বছর আগে, জুরাসিক যুগে, যে সময়ে ডাঙ্গায় মানে পৃথিবীতে ডাইনোসরেরা রাজত্ব করছে, সেই সময়ে এই পলি অবক্ষেপ ঘটেছিল। তার বহু বহু কোটি বছর পরে সমুদ্রগর্ভ থেকে জন্ম নেয় হিমালয়। এর ফলে, আজকের হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত স্পিতি শেল শিলাস্তরে পাওয়া যায় জুরাসিক যুগের সামুদ্রিক জীবের প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম।

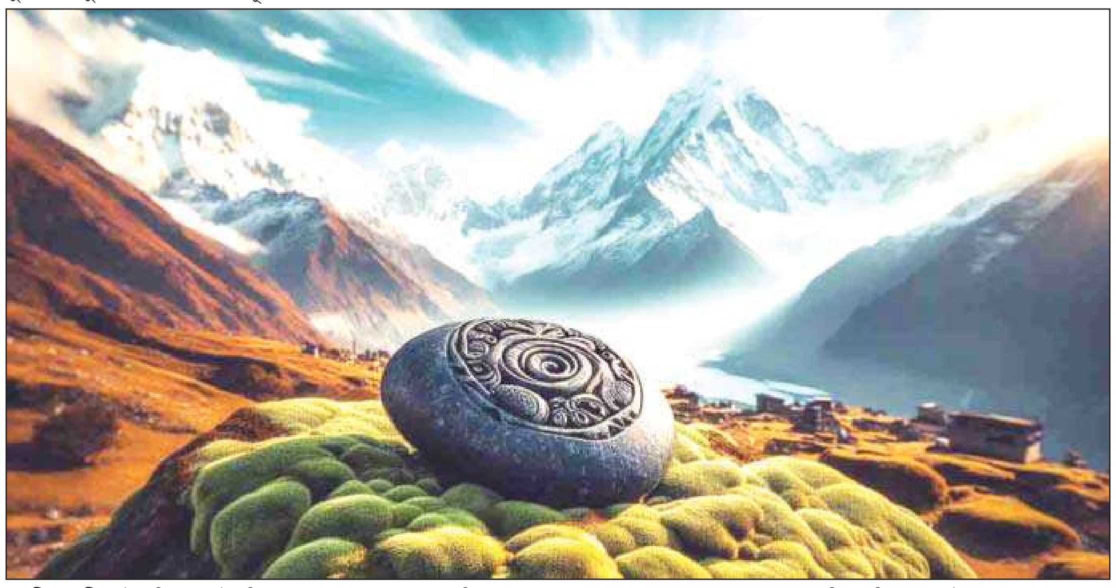

কালীগণ্ডকীর উপত্তিও সেই চিরতুষারাবৃত অঞ্চলেই। জলের তীব্র স্রোতে ওই শিলাস্তরের ক্ষয় হচ্ছে। ধুয়ে মুছে ভেঙে নিয়ে আসছে বলে কালীগণ্ডকীর জলের রঙ এত কালো। আর ওই শিলাস্তরের খাঁজে লুকিয়ে থাকা জুরাসিক যুগের অজস্র প্রস্তরীভূত সামুদ্রিক জীবাশ্ম জলের স্রোতে বয়ে আসছে। এই অজস্র শিলাভূত জীবাশ্মর মধ্যে একমাত্র অ্যামোনয়ডিয়া গোষ্ঠীর শিলাভূত জীবাশ্মই হল শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ শিলা। যুগযুগান্ত ধরে এই কালীগণ্ডকী নদী গণ্ডক পর্বত থেকে শালগ্রাম শিলা বয়ে আনছে আর তারপর বিহারের চম্পারণ জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে পাটনার কাছে শোনপুরে এসে পড়েছে গঙ্গায়। আবার ফিরে আসি জীবাশ্ম প্রসঙ্গে। প্যালিয়োজোয়িক কল্পের শুরুতে, মানে আজ থেকে প্রায় ৬০/৬৫ কোটি বছর আগে মলাস্কা পর্বের আদি প্রাণী সেফলোপডের আবির্ভাব। তারপর বিবর্তনের ধারা বেয়ে ২৩/২৫ কোটি বছর আগে এল এই অ্যামোনয়ডিয়া এবং তারই এক জ্ঞাতি ভাই অ্যামোনাইট গোষ্ঠীর এবং জুরাসিক থেকে ক্রিটেশিয়াস, মানে ৮ থেকে ১৫ কোটি বছর আগে এই অ্যামোনাইটের এত আধিক্য ছিল যে এই সময়কালকে বলা হয় অ্যামোনাইট যুগ। এই অ্যামোনাইট বিবর্তিত হয় বহু গণে। যার মধ্যে একটি হোল 'পেরিস্ফিংটিস'। এই পেরিস্ফিংটিস থেকে প্যারাবলিসোরাস, ভিরগাটোস্ফিংটিস আর অলাকোস্ফিংটিস, এই তিন উপগণ আর তাদের থেকে যেসব প্রজাতি জন্ম নিল, প্রধানতঃ তাদের জীবাশ্মকেই নারায়ণ বা শালগ্রাম শিলা রূপে পুজো করা হয়ে থাকে। এই জীবদেহের সিউচার রেখার অলংকরণ সত্যি অসাধারণ। প্রাণীদেহের পিঠের দিকে খোলকের ঠিক নিচেই এই কাটা বা কঙ্কালের অবস্থান, যা ক্রমশ কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে গেছে মস্তিষ্ক অবধি, ঠিক যেমনটি থাকে চিংড়ি মাছের পিঠের দিকে খোলকের নীচের শিরাটা। এটাকে বলা হয় সাইফাঙ্কল টিউব। এর সাহায্যেই বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে এই প্রাণীরা জলের মধ্যে ওঠানামা করত। আদতে নারায়ণ শিলা হল এক প্রকার কৃমি জাতীয় প্রাণী। আর আমরা একটা কৃমির জীবাশ্মকে নারায়ণ জ্ঞানে পুজো করি। আর এটা জলে ভেসে থাকার মূল কারণ হল, এটা একটা হালকা ধরনের জীবাশ্ম। চিরতুষারাবৃত হিমালয় থেকে বয়ে আসা গণ্ডকী নদী ছাড়াও, নর্মদা তীরে এবং কচ্ছের কোন কোন জায়গায় শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। শালগ্রাম কথাটা বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ নয়। সম্ভবত, নেপালের কোন ভাষা থেকে কথাটার উদ্ভব, তারপর কালের প্রভাবে আপন হয়ে গিয়েছে! দ্বিতীয়ত, এদেশে পাহাড়ের নাম গণ্ডক, নদীর নাম গণ্ডক। এই গণ্ডক কথাটি খুব সম্ভব মধ্যভারতের গোণ্ড উপজাতি থেকেই এসেছে বলে মনে হয়। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী গোণ্ডদের এক শাখা-উপজাতি। গণ্ডক কথাটা সারা নেপালেই বহুল ব্যবহৃত। আর ভূ-বিজ্ঞানে গোণ্ড জাতির নাম থেকেই গণ্ডোয়ানা আন্তর্জাতিক ভাবেই বিখ্যাত।

চাইল্ডকেয়ার লিভ চাইলেন মহিলা বিচারক, 'শাস্তির ইঙ্গিত' ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে! নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ সন্তানের জন্য ছুটির (চাইল্ডকেয়ার লিভ বা সিসিএল) আবেদন করেছিলেন এক মহিলা বিচারক। আদালতে তা মঞ্জুর হয় আংশিকভাবে। পাশাপাশি, তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে নেতিবাচক মন্তব্যও যোগ করা হয় এই কারণে! ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের এই ঘটনায় নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের এক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা মহিলা বিচারক সিঙ্গল মাদার হিসেবে সন্তান প্রতিপালন করছেন। তিনি আদালতে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর কর্মজীবনে বরাদ্দ ৭৩০ দিনের মধ্যে ৬ মাসের ছুটির আবেদন করেছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর আবেদন আংশিকভাবে মঞ্জুর করে ৯২ দিনের ছুটি অনুমোদন করে। ওই বিচারকের যুক্তি, তিনি তাঁর সন্তানের পরীক্ষার সময় হিসেব করে নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে তাঁকে একটানা কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এর পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চে শুনানি হয় মামলাটি। কিন্তু বিচারপতিরা জানান, এই বিষয়টি যদি শীর্ষ আদালত থেকে নিষ্পত্তি হয়, তাহলে সেটা ভবিষ্যতে নজির হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেশের জেলাস্তরের বিচারব্যবস্থাতেও প্রভাব ফেলতে পারে। মনে হতে পারে, এই বিষয়ের নিষ্পত্তি নিম্ন স্তরে সম্ভব নয়। তাই আগে হাইকোর্টকেই বিষয়টি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ

দেওয়া হয়। কিন্তু আজ আদালতে ওই মহিলা বিচারকের আইনজীবী জানান, হাইকোর্টে এই আবেদন দাখিলের পরে তাঁর মক্কেলের বার্ষিক রিপোর্টে 'পারফরম্যান্স কাউন্সেলিং' বা 'কাজের ক্ষমতা বাড়ানো'র পরামর্শ দেওয়ার সুপারিশ লেখা হয়। অর্থাৎ, তাঁকে আরও দক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা একপ্রকার পরোক্ষ শাস্তির ইঙ্গিত বলেই ধরা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিচারকের পক্ষে মামলায় বলা হয়েছে, এই মহিলা বিচারকের আবেদন কোনও যুক্তি ছাড়াই 'যান্ত্রিকভাবে' খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ একই ধরনের আবেদন অপর এক বিচারকের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট মঞ্জুর করেছে। ফলে এখানে সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (সমতা অধিকারের) লঙ্ঘন ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ ওই মহিলা বিচারক জানিয়েছেন, তিনি সমাজের নিচু স্তর থেকে উঠে এসেছেন এবং সন্তানের একক অভিভাবক। তাঁর কর্মজীবনের মাত্র আড়াই বছরে তিনি ৪০০০টিরও বেশি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। এই পরিষেবাকে 'চমকপ্রদ' বলেই মনে করেন তিনি নিজে। তার পরেও তাঁর প্রতি এমন বৈষম্যমূলক আচরণ অবিচার বলেই তাঁর দাবি। ওই বিচারকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, তিন বছর হজারিবাগের আদালতে কাজ করার পরে তিনি ছেলের পড়াশোনার কথা ভেবে রাঁচি বা বোকারোতে বদলির আবেদন করেন। কারণ ওই শহরগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার ভাল সুযোগ রয়েছে। তাঁর ছেলে মার্চ মাসে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর না করে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয় দুমকা আদালতে। হাজারিবাগ থেকে আরও ২৩০ কিলোমিটার দূরে। এই মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছে, বিচারকের আবেদন তারা পুনর্বিবেচনা করেছে এবং ৯২ দিনের ছুটি দিয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত ছুটি (সর্বমোট ৮ মাস) দিলে তা নজির হয়ে যাবে এবং এতে জেলাস্তরের বিচারব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের তরফে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টকে এ বিষয়ে নতুন করে নোটিস দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

ইরান উত্তেজনার মধ্যে পশ্চিম এশিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের! কিন্তু কেন?

ওয়াশিংটন, ১২ জুনঃ পরমাণু চুক্তি নিয়ে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই পশ্চিম এশিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংবাদ সংস্থা সূত্রের খবর, নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কারণে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের কথায়, এটা ভয়ঙ্কর জায়গা হয়ে উঠতে পারে। নিরাপত্তার কারণেই আংশিকভাবে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তবে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিটি ঠিক কী, তা স্পষ্ট না করলেও ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, ইরানের পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারকে মান্যতা দেওয়া হবে না। হঠাৎ কেন সেনা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত? সংবাদ সংস্থা সূত্রের খবর, ইরাক, কুয়েত, বাহারিন, আরব আমিরশাহীর মতো জ্বালানি তেল সমৃদ্ধ দেশগুলিতে দূতাবাস-সহ মার্কিন কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য বিপুল সংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে যেকোনও সময় হামলা চালাতে পারে ইজরায়েল। সেক্ষেত্রে ভয়াবহ অভিঘাত তৈরি হতে পারে গোটা পশ্চিম এশিয়াতে। তেমন পরিস্থিতির দায় এড়াতে তাই আগেভাগে ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্ত কিনা, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে

ইরানের তরফেও আমেরিকার ওপর পাল্টা চাপ তৈরি করে সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদে বলেন, ''পরমাণু চুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হলে এবং আমাদের উপর সংঘাতের পরিস্থিতির দায় চাপানো হলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'' হুঁশিয়ারির সুরে তিনি এও জানিয়েছেন, ''মনে রাখবেন, এই অঞ্চলের সমস্ত মার্কিন সেনাঘাঁটি কিন্তু আমাদের নাগালে রয়েছে।'' এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেভাবে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধা নিয়েছেন তাতে আগামীদিনে তেলের দামে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৯-এর ভোটে কার্যকর হবে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ মহিলাদের জন্য লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ২০২৯ সালের নির্বাচন থেকে কার্যকর হবে। হিসাব মতো সে বছরের লোকসভা ভোট এবং ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচনে প্রথম কার্যকর হবে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে নরেন্দ্র মোদির সরকার সব দলের সম্মতির ভিত্তিতে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম পাশ করিয়েছে। তাতে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা আছে। বিল পাশের সময় বলা হয়েছিল, সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা চালু থাকা পর্যন্ত এই সংরক্ষণ চালু হবে না। সংসদ এবং বিধানসভা এলাতার ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পর সংরক্ষণ বলব হবে। তার আগে হবে জনগণনা। গত সপ্তাহে

কেন্দ্রীয় সরকার জনগণনা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। হিসাব মতো তা ২০২১-এ হওয়ার কথা ছিল। করোনার কারণে তখন উদ্যোগ নিয়েও তা স্থগিত রাখা হয়। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে জনগণনা আগামী বছর থেকে পুরোদমে শুরু হবে। ফল প্রকাশ করা হবে ২০২৭-এর গোড়ায়। তারপর কাজ শুরু করবে ডিলিমিটেশন কমিশন। তারা আসন পিছু গড় ভোটার সংখ্যা চূড়ান্ত করার পর সংসদীয় ও বিধানসভা এলাকা সীমানা নির্ধারণ করবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেও কাজটা সহজ নাও হতে পারে। তামিলনাড়ু-সহ দক্ষিণের রাজ্যগুলি এখনই ডিলিমিটেশন চাইছে না। তাদের বক্তব্য, জন্ম নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের কারণে ওই রাজ্যগুলির জনসংখ্যা কম। স্বভাবতই লোকসভা ও বিধানসভার আসন সংখ্যা কমে যাবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের বক্তব্য, সব রাজ্যে বিশেষ করে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে নতুন জন্মহার জাতীয় গড়ের নীচে না নামা পর্যন্ত ডিলিমিটেশন না করাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। ২০৫০ সাল পর্যন্ত তা পিছিয়ে দিতে একাধিক দল ও রাজ্যকে পাশে নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তিনি। স্বভাবতই মহিলা সংরক্ষণ চালু করার ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশনকে প্রাক শর্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেরই আপত্তি আছে।

হোটেলে যাওয়ার প্রস্তাবে নারাজ মহিলাকে হুমকি, অভিযুক্ত বিধায়ক

আগরতলা, ১২ জুনঃ ত্রিপুরায় চাঞ্চল্য! বামুটিয়ার সিপিআইএম বিধায়ক নয়ন সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন এক গৃহবধূ। অভিযোগ, হোটেলে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দেন বিধায়ক। রাজি না হওয়ায় পরিবার-সহ বাড়িছাড়া করার হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার

সূত্রপাত জুন মাসের শুরুতে। অভিযোগকারী মহিলার দাবি, ফেসবুকে নয়ন সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কিছুদিন কথাবার্তার পরেই ফোন নম্বর আদানপ্রদান হয়। অভিযোগ, তারপরই নয়ন সরকার তাঁকে গুয়াহাটিতে একসঙ্গে হোটেলে থাকার প্রস্তাব দেন। মহিলার কথায়, ''আমি জানাই আমার স্বামী-সন্তান রয়েছে, আমি এসব চাই না।'' এরপরই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। অভিযুক্ত বিধায়ক তাঁকে ফোনে হুমকি দিতে থাকেন। এমনকি সপরিবারে বাড়িছাড়া করার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষমেশ বাধ্য হয়ে ত্রিপুরার এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক নয়ন সরকার। তাঁর দাবি, তাঁকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি পালটা পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর কথায়, ''এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই নোংরা রাজনীতি।'' উল্লেখ্য, নয়ন সরকার ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামুটিয়া কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে হারিয়ে সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। এই কেন্দ্র পশ্চিম আগরতলা লোকসভা এলাকায় পড়ে। বর্তমানে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। একদিকে সিপিআইএম নেতা দাবি করছেন, এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তারা নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। এখন দেখার, তদন্তে আসল সত্যি কী বেরিয়ে আসে।

আইসক্রিম ফ্রিজারে ট্রলি ব্যাগ, তার ভিতরে নাকি দেহ!

ত্রিকোণ প্রেমে জেরে মর্মান্তিক পরিণতি ২৮ বছরের যুবকের

আগরতলা, ১২ জুনঃ সম্পর্কের জটিল হিসাব। আর তাতেই একের পর এক খুন। মেঘালয়ের পর এবার ত্রিপুরা। ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন যুবক। আইসক্রিমের ফ্রিজের ভিতর থেকে

ট্রলি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল যুবকের দেহ। ঘটনায় মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে, ধালাই জেলায় গান্দাচেরা মার্কেটে একটি দোকানের আইসক্রিম ফ্রিজারের ভিতর থেকে শরিফুল ইসলাম নামক বছর আঠাশের এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। ট্রলি ব্যাগের মধ্যে ভরা ছিল যুবকের দেহ। সেই ব্যাগ আবার ফ্রিজের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, নিহত ওই যুবক পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান। আগরতলার স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। ওই যুবকের সম্পর্ক ছিল এক যুবতীর সঙ্গে। এদিকে ওই যুবতীর আবার আরেকটি সম্পর্ক ছিল দিবাকর সাহা নামক আরেক যুবকের সঙ্গেও। দিবাকর পেশায় চিকিৎসক। তিনি আবার যুবতীর দূরসম্পর্কের ভাই হয়। ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই শরিফুলকে খুন করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ৮ জুন দিবাকর শরিফুলকে খুন করে। এতে মদত দিয়েছিল তাঁর মা-বাবা ও বন্ধু বান্ধব। উপহার দেওয়ার নামেই শরিফুলকে জয়দীপ দাস নামক এক যুবকের বাড়িতে ডেকেছিল দিবাকর। সেখানে উপস্থিত ছিল অনিমেষ যাদব ও নবনীতা দাসও। শরিফুল পৌঁছতেই তার উপরে দিবাকর ও তাঁর দুই বন্ধু মিলে হামলা করে। এরপর শ্বাসরোধ করে শরিফুলকে খুন করে এবং তাঁর দেহ ট্রলি ব্যাগে ভরে। পরের দিন দিবাকরের মা-বাবা এসে ট্রলি ব্যাগটি নিয়ে যান এবং গান্দাচেরা বাজারে একটি দোকানের ফ্রিজারের ভিতরে ব্যাগটি রেখে আসেন। বিগত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ থাকায় শরিফুলের পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে দিবাকর, তাঁর মা-বাবা, ওই যুবতী সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে। রাতে তাদের জেরা করার পরই দেহের হদিস মেলে। বুধবার দুপুরে আইসক্রিম ফ্রিজার থেকে শরিফুলের দেহ উদ্ধার করা হয়। আজ অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হবে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ মিলেছে।

লাখ টাকা কামানোর ফর্মুলা বলাই মস্ত ভুল, ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেল ভাইরাল অটো চালকের!

মুম্বই, ১২ জুনঃ কিছুদিন আগেই মুম্বইয়ের এক অটো ড্রাইভার ভাইরাল হয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছিল তাঁর উপার্জন মাসে ৫ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ টাকা। তিনি বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সের আমেরিকান কনসুলেটের সামনে অটো দাড় করিয়ে ব্যাগ রাখার ব্যবসা চালাতেন। জানা গিয়েছে, এখন পুলিশ তাঁর সেই ব্যবসা বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। লিঙ্কডইনে এই অটো ড্রাইভারকে ভাইরাল করেছিলেন লেন্সকার্টের প্রোডাক্ট লিডার রাহুল রুপানি। তিনি ভিসার জন্য ওই ইউএস কনসুলেটে গিয়েছিলেন। এবং ওই অটো ড্রাইভারের ব্যাগ জমা রাখার ব্যবসা দেখে অবাক হয়েছিলেন। রাহুল তাঁর পোস্টে ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে ওই অটো ড্রাইভার নিরাপদে তাঁর ব্যাগ মাত্র ১ হাজার তাকার বিনিময়ে নিজের কাছে জমা রেখেছিল। মুম্বইয়ের ইউএস কনসুলেটে যাঁরা ভিসার

আবেদন করতে যান, তাঁদের কনসুলেটের ভিতরে ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আর ওই এলাকায় ব্যাগ রাখার জন্য কোনও লকার সার্ভিস না থাকায় আতান্তরে পড়েন সেই সব মানুষ। আর এখানেই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ওই অটো ড্রাইভার। রাহুল হিসাব কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে একটি ব্যাগ রাখতে মাত্র হাজার টাকা নিয়ে ওই অটো ড্রাইভার মাসে ৫ থেকে ৮ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। এই খবর ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ ওই আটো ড্রাইভার সহ মোট ১৩ জনকে ডেকে পাঠায়। পুলিশের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী তাঁরা সকলেই এই ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংবাদমাধ্যমকে পুলিশ জানিয়েছে এই কাজের ফলে ইউএস কনসুলেটের মতো জায়গায় সিকিউরিটি প্রোটোকল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে ওই এলাকায় লকার সার্ভিস দেওয়ার জন্য কোনও অটো ড্রাইভারকে কোনও পারমিশন দেওয়া হয়নি। এ ছাড়াও পুলিশ বলছে ঐ এলাকায় অচেনা, অজানা ব্যক্তির থেকে কোনও কিছু নিয়ে রেখে দেওয়ায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। ভবিষ্যতে ওই অটো ড্রাইভার যেন এমন কাজ আর না করেন, তা নিয়েও তাঁকে সতর্ক করেছে মুম্বই পুলিশ।

CHANGE OF NAME

I, Sk Julfikar S/o Ahammad Ali Sekh resident at Vill-Morhal, P.O.-Rajbalhat, P.S.-Jangipara, Dist.-Hooghly, Pin-712408 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name Sk Julfikar Ali instead of Sk Zulfikar Ali vide an affidavit sworn before the Notary Officer at Arambagh, Hooghly, W.B. on 09/06/2025. Sk Julfikar Ali and Sk Zulfikar Ali both are the same and one identical person.

I, Bahitulla Sk (Old name) S/o- Amjad Sekh, Resident at, Vill & Po-Etor, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, 742104, I have changed my name to Baitulla Seikh (New name) I shall be known as Baitulla Seikh vide affidavit No. 01AC 320194 before the Notry at Berhampore on 12/06/2025 Bahitulla Sk and Baitulla Seikh same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SANOYAR MOLLA and SANOYAR ALI MOLLA (Old Name) S/O SAJAHAN MOLLA Residing at VILL - Bhushna, P.O - Kamarpole, P.S - Diamond Harbour, District - South 24 Parganas, Pin - 743368 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SANOWAR ALI MOLLA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 12-06-2025. SANOYAR MOLLA and SANOYAR ALI MOLLA (Old Name) and SANOWAR ALI MOLLA (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajju Yadav (Old Name) S/o Rajendra Yadav Residing at Pashchim Para, Jatragachi, Ghuni, P.s - Newtown, District- North 24 Parganas, Pin - 700157 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ajay Yadav (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10/2025 Dated 11-06-2025. Ajju Yadav (Old Name) and Ajay Yadav (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Zim Parbesh (Old Name) S/o Gaosul Alam Molla Residing at Kankhuly Madhya Para, Maheshtala(M), District- South 24 Parganas, Pin- 700046 West Bengal shall henceforth be known as Jim Parbesh Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25/2025 Dated 12-06-2025. Mohammad Zim Parbesh (Old Name) and Jim Parbesh Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sushil Kumar Jaiswal alias Sushil Kr Jaiswal (Old Name) S/o Chhabiraj Jaiswal Residing at B.H 174/1A, Vidyasagar Pally, Krishnapur, Rajarhat Gopalpur(M), District- North 24 Parganas, Pin- 700102 West Bengal shall henceforth be known as Sushil Jaiswal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 24/2025 Dated 12-06-2025. Sushil Kumar Jaiswal, Sushil Kr Jaiswal (Old Name) and Sushil Jaiswal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tanusree W/o Bhaskar Rudra Residing at 29/18D Kendua Main Road, P.o - Garia, P.s - Patuli, District - Kolkata, Pin - 700084 West Bengal India shall henceforth be known as Tanusree Rudra. I declare that Tanusree and Tanusree Rudra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Saidul Haque (old name) son of Sk Endadul Haque, residing at Vill & PO- Sabra, PS- Belda, West Medinipur, Pin: 721445, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Saidul Haque (new name) as declared before the Notary Public at Paschim Medinipur dated 01/10/2007. Shaikh Saidul Haque (old name) and Sk Saidul Haque (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rada Shaw (পুরাতন নাম) স্বামী Bablu Shaw ঠিকানা 2 No, Motilal Colony, Dum Dum (M), Rajbari Colony, District - North 24 Parganas, Pin - 700081 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-06-2025 এর Affidavit no 26/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Radha Shaw (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Radha Shaw (নতুন নাম) ও Rada Shaw (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি সফিকুল মন্ডল (Old name) পিতা নুর মহম্মদ মন্ডল, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম-গদরচক, পোঃ সেলামপুর, থানা-গোঘাট, জেলা-হুগলি, পিন নং-৭১২১২২ পঃবঃ। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্টে হুগলি জেলায় এভিডেভিট দ্বারা সাফিক মন্ডল (New name) নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (Sl. No. 7462) তারিখ ৩০.০৫.২০২৫। সফিকুল মন্ডল (Old name) এবং সাফিক মন্ডল (New name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Jog Singh Purchit S/o Pukhraj Purchit resident of 4th Floor, Fl. 4A, 140/2, Salkia School Road, Dist. Howrah-711101 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name Pukhraj Purchit instead of Pukraj Purchit vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 12/06/2025. Pukhraj Purchit and Pukraj Purchit both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Hasem Ali S/o Late Sk. Obed Ali resident of Vill. & P.O. Belmuri, P.S. Dhaniakhali, Dist. Hooghly, 712302 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name Saniha Khatun instead of Sneha Khatun, my actual name Sekh Hasem Ali instead of Hasem Ali and my wife's actual name Rojina Begam instead of Rojina Bibi vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 12/06/2025. Saniha Khatun and Sneha Khatun both are the same and one identical person. Sekh Hasem Ali and Hasem Ali both are the same and one identical person. Rojina Begam and Rojina Bibi both are the same and one identical person.

জলপাইগুড়ি-শিয়ালদহ সরাসরি ট্রেন অবশেষে চালু হচ্ছে ১৪ জুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদহ সরাসরি ট্রেন অবশেষে চালু হচ্ছে ১৪ জুন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে। আগামী ১৪ জুন, শুক্রবার জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন ট্রেনটির উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৫টায়, এবং সেদিনই রাত ৮টা ৩০ মিনিটে জলপাইগুড়ি রোড থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করবে ট্রেনটি। রেল সূত্রে জানা গেছে, এই ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন চলবে। প্রতি শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে শনিবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে জলপাইগুড়ি রোড পৌঁছাবে। এরপর শনিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে জলপাইগুড়ি রোড থেকে ছেড়ে রবিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছাবে। এই ট্রেনে মোট ১৯টি কোচ থাকবে, যার মধ্যে ১৬টি এসি থ্রি-টিয়ার কোচ অন্তর্ভুক্ত। তবে জেনারেল এবং স্লিপার কোচ থাকবে কি না, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রেলবোর্ড উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এবং ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে এই রুটে একটি নতুন ট্রেন চালুর নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী হামসফর এক্সপ্রেস (২২৩১৭২২৩১৮) -এর রেক ব্যবহার করার কথা জানানো হয়। জলপাইগুড়ি সাংসদ ডঃ জয়ন্ত রায়ের সক্রিয় উদ্যোগেই রেলবোর্ড এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় জানান, জলপাইগুড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় শহর। এখানে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস, পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। ফলে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁর মতে, নতুন এই ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১৬ তারিখ থেকে গড়াবে না বাসের চাকা! ধর্মঘটের ডাক দিল সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ১২ জুনঃ যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে টোটো। গলি-গালা তো বটেই, এমনকী রাস্তার উপর দিয়েও টোটো-অটো চলছে বেপরোয়া ভাবে। যার জেরে বড় বড় গাড়ি, বিশেষ করে বাস চালাতে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়েন চালকরা। শুধু তাই নয়, অবৈধ টোটো-অটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ হতে বসেছে বাস পরিষেবা। বাস মালিকদের পক্ষ থেকে এই বিষয় নিয়ে

বারংবার জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। এমনকী, বিগত দিনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি রেজুলেশনও করা হয়েছিল বলে দাবি বাস অ্যাসোসিয়েশনের। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই তা কার্যকর করা হয়নি। এবার সেই কারণেই বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন বাস মালিক সংগঠন। বস্তুত, চুঁচুড়া থেকে এক সময় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাস যাতায়াত করত। কিন্তু বর্তমানে মাত্র তিনটি রুটে বাস চলছে। তাও যাত্রীর সংখ্যা নেই বলাই চলে। আজ পর্যন্ত কোনও সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে হুগলি জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৬ জুন থেকে হুগলি জেলাজুড়ে বাস ধর্মঘটে সামিল হতে চলেছেন বাস মালিকরা। তাঁদের দাবি বিগত দিনে রেজুলেশনে যা লেখা হয়েছিল তা কার্যকর করতে হবে। বাস রুট থেকে অবৈধ অটো টোটো চলাচল বন্ধ করতে হবে। দেবব্রত ভৌমিক, হুগলি জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলেন, ''বাস পরিষেবা বন্ধ থাকবে না। এমনি আর বাস চালানো যাচ্ছে না। আর পরিষেবা বন্ধ থাকলে আমাদের ক্ষতি হবে না। আমাদের ক্ষতি আগেই জেলা প্রশাসন আর সরকার করে দিয়েছে।''

তীব্র গরমে কি মর্নিং শিফটে স্কুল হবে? আবেদন গেল শিক্ষা দফতরের কাছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুনঃ তীব্র গরমে ভয়াবহ পরিস্থিতি। একের পর এক স্কুলে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী অসুস্থ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রতিদিন একাধিক ছাত্র ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অসুস্থ হচ্ছেন শিক্ষক, শিক্ষিরাও। মালদায় নাজেহাল শিক্ষকরা। উদ্বিগ্ন জেলা শিক্ষা দফতর। মালদা জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সঙ্কটজন

পরিস্থিতিতে রাজ্য শিক্ষা দফতরকে দ্রুত সকালে স্কুল করার আবেদন জানাল মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। গত ৩ রা জুন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন একটি চিঠি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ইচ্ছেমতো সিফট বদলে দেওয়া যাবে না। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা জেলা শিক্ষা দফতর ইচ্ছে করলেই দুপুরের স্কুল সকালে বা সকালের স্কুল দুপুরে করতে পারবে না, যতক্ষণ না বোর্ড অনুমতি দেয়। যদিও আবহাওয়া বা অন্যান্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এতদিন শিফট বদলে দিত জেলার শিক্ষা দফতর বা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। কারণ এক একটি জেলায় এক এক রকম আবহাওয়া বা তাপমাত্রা থাকে। জেলার মধ্যেও বিভিন্নতা থাকে। কিন্তু বোর্ডের এই নির্দেশের পরে একের পর এক স্কুলে গড়ে ৭ থেকে ৮ ছাত্র ছাত্রী রোজ অসুস্থ হয়ে পড়লেও মর্নিং স্কুল করতে পারছে না মালদা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্যকে চিঠি করল সংসদ। এদিকে কখন নির্দেশ আসবে বা আদৌ আসবে কি না এই দ্বন্দ্বে শিক্ষা দফতর। এই অবস্থায় স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গ্লুকোজ, ওআরএস ইত্যাদি খাওয়াতে হবে তাও আবার ব্র্যান্ডেড। এদিকে এই নির্দেশে বেকায়দায় শিক্ষকরা। তাঁদের বক্তব্য, একে তো গরমে নাজেহাল দশা, তার মধ্যে এই নির্দেশ। মলয় মন্ডল, ডি আই, (প্রাইমারি) মালদা বলেন, ''স্কুল খোলার পর আবহাওয়া বদলেছে। সেই জন্য খবর আসছে ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাই গতকালই মর্নিং শিফট করতে চেয়ে আবেদন করেছি। বোর্ড অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সেটা তো করা সম্ভব নয়।''

৩০০ জন পড়ুয়াকে পড়াচ্ছেন ৩ জন শিক্ষক, পড়তে চেয়ে বিক্ষোভ ছোটদের

দুরন্ত বার্তা, স্বরূপনগর, ১২ জুনঃ দিনে-দিনে কমে যাচ্ছে স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা। আর তাই পড়াশুনো প্রশ্নের মুখে। সঠিকভাবে স্কুল চলার দাবিতে গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার মানুষের। স্বরূপনগরের বালতি নিত্যানন্দকাটি পঞ্চায়েতের নবাতকাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। সংশ্লিষ্ট স্কুলে প্রাথমিক থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তিনশো। এক সময় স্কুলে পাঁচজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু সকলেই বদলি নিতে নিতে এখন দু'জন শিক্ষক এবং একজন পার্শ্ব শিক্ষক এসে ঠেকেছে। ৩০০ জন ছাত্রছাত্রীকে পড়াশুনো করানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে। এত পড়ুয়া নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন মাস্টারমশাই। এরপর আজ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গ্রামবাসী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি অবিলম্বে এই স্কুলের শিক্ষকদের বদলি বন্ধ করতে হবে। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যাতে স্কুলটি সঠিকভাবে চলতে পারে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পঞ্চানন সরকার বলেন, ''আমার ইচ্ছা ছিল একজনের পরিবর্তে অন্য আর এক শিক্ষক আসুন। এখানকার অভিভাবকরা বাচ্চাদের অনেক আশা নিয়ে এই স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। এখন যদি সত্যিই শিক্ষকরা না থাকেন আমি কী করি বলুন তো... ।'' এক স্কুল পড়ুয়া বলল, ''আমাদের স্কুলে প্রায় তিনশো জন ছাত্রী আছে। আর আমাদের শিক্ষক অনেক কমে গেছে। এত শিক্ষক কমলে পড়ব কীভাবে? তাই শিক্ষকের বদলি আমরা আটকাবই।''

হাতির করিডরে এবার ক্যামেরা , বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প নিয়ে নয়া পরিকল্পনা বন দফতরের!

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জুন ঃ হাতির করিডরে এবার ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা করছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্তারা। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত অনেকাংশে রোখা সম্ভব হবে, তেমনই লোকালয়ে প্রবেশ করা বন্যপ্রাণীর গতিবিধির ওপরেও সহজেই নজর রাখা যাবে বলে দাবি বন দফতরের। আর এই নজরদারির জন্য তৈরি করা হবে একটি কন্ট্রোল রুমও। কালচিনি ব্লকের নিমাতি রেঞ্জ সংলগ্ন বনবস্তিতে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত রুখতে বক্সা উপক্ষেত্র অধিকর্তার (পশ্চিম) উপস্থিতিতে বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছিল। যেখানে নিমাতি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বন কর্তারা সহ এই রেঞ্জের অন্তর্গত সকল যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি, পুলিশ ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। যেখানে এই মানুষ - বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্তারা। যেখানে একদিকে হাতির করিডরে ক্যামেরা লাগানোর পাশাপাশি সম্প্রতি নিমতি

প্রবেশের উত্তর ও দক্ষিণ লতাবাড়িতে একটি ও পাটকাপাড়ায় একটি মোট দুটো এলিফ্যান্ট স্কোয়ার্ড নামে গাড়িও দেওয়া হয়েছে। যারা রাতে বনপ্রাণীর ওপর নজরদারির ও এলাকায় টহলদারিও চালাচ্ছে বলে বন দফতর তরফে জানানো হয়। এছাড়া এই হাতির করিডরে যেখানে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আনাগোনা বেশি সে সব স্থানে ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা বন দফতরের। যদিও প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে নিমতি রেঞ্জ ও পশ্চিম দমনপুরে ১০টি করে ক্যামেরা লাগানো হবে এবং সেখানে ইতিবাচক ফল মিললে তা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্যান্য রেঞ্জেও কার্যকরী করা হবে বলে দাবি জানান বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা হরিকৃষ্ণণ পিজে। তিনি বলেন, আগামী একমাসের মধ্যেই এই ক্যামেরা লাগানোর এবং একটি কন্ট্রোল রুম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এটির ফলে আশা করছি আমরা খুব দ্রুত বন্যপ্রাণীর গতিবিধির ওপর নজর রেখে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই ব্যবস্থা নিতে পারব।

নিরাপত্তা কমল কেষ্ট মণ্ডলের, হুমকি-ফোন বিতর্কের জের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুন ঃ নিরাপত্তা কমল বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলের। বোলপুর থানার ওসিকে 'হুমকি' ফোনে বিতর্কে জড়িয়েছেন কেষ্ট। এই

বিতর্কের মাঝেই তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশনও। এর মাঝেই তাঁর নিরাপত্তা কমানো হল। যদিও এ প্রসঙ্গে জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পাশাপাশি অনুব্রতকে ফোন করা হলে তিনি কিছুই জানাননি। জেলার তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যরাও প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন। এতদিন অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ির আগে একটি পাইলট কার, পিছনে দুটি এসকর্ট গাড়ি থাকত। প্রায় ১৬ জন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার ও কর্মী মোতায়েন ছিলেন। ওয়াকিটকির মাধ্যমে নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরা যোগাযোগ রাখতেন। দুই বছর তিহার জেলে থেকে ফেরার পরেও তাঁকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়। এমনকী, তাঁর বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতেও ৪ থেকে ৬ জন সশস্ত্র পুলিশ নিরাপত্তার জন্য সর্বক্ষণ মোতায়েন থাকতেন। তাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পুলিশের এক আধিকারিকের দাবি, রাজ্য থেকে নির্দেশ আসার পরেই অনুব্রতর নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা কমানো হয়েছে। আগে তাঁরা বিশেষ কালো পোশাকে থাকতেন। এখন পুলিশের খাকি পোশাকে থাকবেন। কমেছে তাঁদের সংখ্যাও।

LEGAL NOTICE

Re: Flat No. C704, 7th Floor, Block C. Panchsheel Apartment at 493/B/1 G.T. Road South, Howrah - 711102.

Notice is hereby given that my client **Mr. Pritpal Singh**, son of Lt. Joginder Singh is the owner of the above Flat and he has misplaced the Original Sale Deed dt. 29.07.1992, **registered at R.A. Calcutta, in Book No. 1, Vol. 483, Pg. 446 to 473, Being No. 14830 of 1992,** in respect of the above Flat from his custody and regarding such issue he has lodged a General Diary at Shibpur P.S. vide **G.D.E No.180** dated 03.06.2025.

Any person or financial institution's having any claim over and in respect of the said Deed and/or ownership of the above Flat either by sale or in any manner whatsoever or howsoever is requested to notify with documentary evidence to the undersigned within 7 days from the date of publication of this notice failing which my client shall not recognize and/or entertain such objections/claims in future.

Mr. Nishant Kr. Saraf, Advocate
8. Old Post Office Street,
2nd Floor, Kolkata - 700001
Ph. 9830235574.
nishantsaraf1976@gmail.com

আমমোক্তারনামা

গোলাম মাওলা, পিতা- মৃত মহঃ জিয়াউদ্দিন, সাবেক সাং- চাঁদপুর, হাল সাং- মহম্মদপুর, পোঃ - জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৯ সালে Book-IV, 116 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) মহঃ এনামুল কবীর, ২) নিলুফার বেগম, ৩) মোনিরা বেগম, ৪) আদোরি বিবি ওরফে রোকেয়া বেগম, ৫) মোসাম্মা লুফুন্নেশা, ৬) রুকসেনা বিবি, ৭) নাদিরা খাতুন, ৮) আনোয়ারা বেগম, ৯) ইসমোতারা বেগম, ১০) মহঃ জিয়াউল হাসান শামিম, ১১) মেহেদী হাসান বান্না, ১২) সালমা সিরিন, ১৩) সামশুল আলম আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমাদের ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন । অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

LEGAL NOTICE

Re: Flat No. C703, 7th Floor, Block C. Panchsheel Apartment at 493/B/1 G.T. Road South, Howrah - 711102.

Notice is hereby given that my client **Mr. Rajpal Singh**, son of Lt. Joginder Singh is the owner of the above Flat and he has misplaced the Original Sale Deed dt. 29.07.1992, **registered at R.A. Calcutta, in Book No. I, Vol. 492, Pg. 1 to 24, Being No. 14832 of 1992**, in respect of the above Flat from his custody and regarding such issue he has lodged a General Diary at Shibpur PS. vide **G.D.E No.180** dated 03.06.2025.

Any person or financial institution's having any claim over and in respect of the said Deed and/or ownership of the above Flat either by sale or in any manner whatsoever or howsoever is requested to notify with documentary evidence to the undersigned within 7 days from the date of publication of this notice failing which my client shall not recognize and/or entertain such objections/claims in future.

Mr. Nishant Kr. Saraf, Advocate
8. Old Post Office Street,
2nd Floor, Kolkata - 700001
Ph. 9830235574.
nishantsaraf1976@gmail.com

স্টাফ কোয়ার্টারে ইলেকট্রিকাল ওয়ারিং -এর উন্নতি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৪৯/২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.**: ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪৯-২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** মালিগাঁও -এ: মালিগাঁও এলাকায় স্টাফ কোয়ার্টারে ইলেকট্রিকাল ওয়ারিং -এর উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,২১,৪৪,৪৬৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,১০,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **০১-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594

Memo No:- **Dated-**

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 8 nos E-Tender ID-2025_ZPHD_863132_1, 2025_ZPHD_863156_1, 2025_ZPHD_863181_1, 2025_ZPHD_863205_1, 2025_ZPHD_863224_1, 2025_ZPHD_863249_1, 2025_ZPHD_863274_1, , 2025_ZPHD_863286_1, 2025_ZPHD_863304_1& 2025_ZPHD_863317_1, Publish date- **12/06/2025 at 6.00PM** . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 19/06/2025 at 2.30 P.M., Date opening- **21/06/2025 at 3.00 PM** for details Visit **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

NIT-6
2025_ZPHD_863085
2025_ZPHD_863127
2025_ZPHD_863186
Sd/- Shimulpur GP
Gaighata

NIT-5
2025_ZPHD_862925
2025_ZPHD_863029
Sd/- Shimulpur GP
Gaighata

NIT4/SIM/2025-26
2025_ZPHD_862858
2025_ZPHD_862830
2025_ZPHD_862802
2025_ZPHD_862771
2025_ZPHD_862735
2025_ZPHD_861793
2025_ZPHD_861535
2025_ZPHD_860827
2025_ZPHD_860751
2025_ZPHD_860695
2025_ZPHD_860606
2025_ZPHD_860579
2025_ZPHD_859783
2025_ZPHD_859674
2025_ZPHD_859637
2025_ZPHD_859602
Sd/- Shimulpur GP
Gaighata

Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia:Dist.-Bankura
Corrigendum Notice for NIeT No: 02/2025-2026(2nd Call) & 03/2025-2026 (2nd Call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 01 (One)Nos. different works. Date of start of downloading the documents **12.06.2025 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **20.06.2025 04.30 p.m**. Date of opening of Technical Bid: **24.06.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIeT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-08/CFC-BG/2025-26	Construction of Concrete Road	12.06.2025	4	20-06-2025 up to 11:30 P.M.	23-06-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

Office of The Supur Gram Panchayat
AT:-RAIDIH, P.O.:-SUPUR, P.S:-KHATRA, DIST:-BANKURA, W.B.-722121

Notice Inviting E-Tender No. **2025_ZPHD_862229_1 to 4** Pradhan, Supur Gram Panchayat invites e-Tender for 04 (Four)Nos. different works in Supur G.P. Bid Submission closing date(online) **21.06.2025 at 6.30 PM.** Bid Opening date **24.06.2025 at 11.00 AM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Supur Gram Panchayat

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **২১ জুন ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx2092	অভিজিত রায়	৯,৯৯,৭৫৫.৯৭	১১-০৬- ২০২৫
২	xxxx6822	অনির্বান চ্যাটার্জ্জী	১,৮৪, ৪৫৩.২১	১১-০৬- ২০২৫
৩	xxxx9739	লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জ্জী	৪,১৪,১২১.০০	১১-০৬- ২০২৫

তারিখ- ১৩।০৬।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভলভো বাস পরিষেবা

কলকাতা, ১২ জুন ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম ১৫ দিনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে দীঘা পর্যন্ত ভলভো বাস চালিয়ে ৭ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। এই সময়ে মোট ২০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য নিগম গত ২৮ মে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মালদা থেকে দীঘা পর্যন্ত ভলভো বাস পরিষেবা চালু করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আবেদন কারীর নামঃ বিধান ও মৌসুমী চক্রবর্তী, স্বপন কুমার ও বনানী পণ্ডিত, গৌতম ও টুম্পা মজুমদার, মনীষা শর্ম্মা দে, মৌসুমী দাস, সুব্রত সরকার, তৃপ্তি দে, জ্যোৎস্না দে বিশ্বাস, স্বাতী সান্যাল, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, মৃন্ময় মজুমদার, রাণা প্রতাপ ও সোহিনী সিনহা , কুহেলিকা মজুমদার, মৈনাক ও মিমলী মন্ডল।

দলিল নং- I- 3163 & I-3164/13, I-2755/13, I- 2701/13, I-2997/13, I-2906/13, I- 3565/12, D-20705/14, D-2 0704/14, I- 836/14 of ADSR Jalpaiguri

আমমোক্তার দাতাঃ- উমা দে, দেবদুলাল দে, মনীষা শম্পা দে তৃপ্তি দে ও জ্যোৎস্না দে বিশ্বাস C/o ধীরেন্দ্র নাথ দে ।

দলিল নং.- 3558/2009 of ADSR Jalpaiguri. বুক নং- 4 মৌজা- খড়িয়া 91 , দাগ নং -17, খতিয়ান নম্বর- 902

উক্ত তফশীলে মিউটেশনে কোনো আপত্তি থাকলে সদর BL & LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি দাতাঃ সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিকবৃন্দ

ঠিকানাঃ সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্ট (৪ নং. রেল গুমটী) নিউটাউন পাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-14/BGP/2024-25, Dated-12/06/2025

The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for total 2(Two)Nos. similar works. At different places. Source of Fund: 15 th FC(tied). Document download/sale date from **12/06/2025 at 18.00 hrs.** Bid submission starting from **13/06/2025 from 10.00 am.** Bid Opening Date for technical proposals (online) **23/06/2025 at 2.00 PM.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোচ শ্লেবের মেরামত

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৩৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ১৪-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ** এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আলিপুরদুয়ার জংশন-বামনহাট খণ্ডের মধ্যের সেতু নং. ১৯, ২৫ এবং ৫৩ এর সুরক্ষা কাজের সঙ্গে ১২/২-৩ কিলোমিটার স্থিত সেতু নং. ৮ স্পান ১ × ৪৫.৭২ এর ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোচ শ্লেবের মেরামত (আলিপুরদুয়ার জংশন প্রান্তে)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৮৮,৬৫,২৭৮.৭৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪৪,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৭-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
PURBA BARDHAMAN, MEMARI - I, NIMO-I
e-NIT No. 05/Nimo-I/15th FC(tied)/2025-26 dt-12/06/2025

E-tender is invited by the Pradhan, Nimo-I Gram Panchayat for Construction of 8 (Eight) differents works. . Bid Submission End Date **20-June-2025 05:00 PM**. Bid Opening Date (online) **23-June-2025 10:00 AM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

Corrigendum for date extension of 3 nos work of **NIeT No.- 01/RGP/15th CFC/2025-26 vide Memo No.- 545/RGP/CORR/2025-26 dated 12/06/2025** and 5 nos work of **NIeT No.- 02/ RGP/15th CFC/2025-26 vide Memo No.- 545/RGP/CORR/2025-26 dated 12/06/2025** by the **Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat,** Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is **17/06/2025 upto 12 hrs.** Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **htpp://wbtenders.gov.in.**

ডিইএমইউ শেড এবং প্রশাসনিক ভবনের হাউস কিপিং

ই-টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৩০৯৮৩৮; তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য ডিইএমইউ শেড এবং প্রশাসনিক ভবনের হাউস কিপিং। **টেণ্ডার মূল্য ঃ** ৮৫,৯৮,১৭৩/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৭১,৯৭০/- টাকা; টেণ্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৮:০০** টায় এবং টেণ্ডার **খোলা** ২৫-০৬-২০২৫ তারিখে **১৮:৩০** টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই (ডিইএমইউ), শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 7 nos. various works. For details visit **www.wbtenders.gov.in Tender ID : 2025_ZPHD_862035_1 to 2025_ZPHD_862035_7. Last Date and time 20-06-2025 (for Sl. No. 2 to 7) & 27-06-2025 (for Sl. No. 1), 6:00 P.M. Ref. NIT06/25-26.**

Sd/-
BDO, Namkhana Dev. Block, Dist. South 24 Parganas

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites eNIT/Offline tenders/Quotation vide Notice No. & Dated NIT No:
470/JGP/ENIT/2025 Dated the -12/06/2025
471/JGP/eNIT/2025 Dated the -12/06/2025
472/JGP/eNIT/2025 Dated the -12/06/2025
473/JGP/eNIT/2025 Dated the -12/06/2025
474/JGP/OFFLINENIT/2025 Dated the -12/06/2025 Last date of bidding 26.06.2025

Pradhan
Jamna Gram Panchayat

Government of West Bengal
N.I.Q. NO :- 03/AE/BNWSD-III/PWDte. of 2025-2026

AE, PWDte, Bidhannagar West Sub Division - III. Purta Bhavan, invites quotation. Date of publication: **11.06.25,** Last date of Application: **19.06.25 upto 12 P.M**. and Date of Quotation Submission: **23.06.25 at 2 P.M.**

Sd/-
AE/Bidhannagar West Sub Division-III, P.W.Dte

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 413/EO/JLD-II **Dated: 11/06/2025**

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-1(e)/EO/JLD-II/2025-26 dt.11.06.2025,** for 19 nos. scheme **(Tender ID 2025_ZPHD_862746_1 TO 2025_ZPHD_862746_19)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **20.06.2025 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity

ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিমিটেড
গ্রাম-ইসলামপুর, পোঃ-নাদনঘাট, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৫১৫
রেজিঃ নং-৪৬, তারিখঃ ০৪.০৬.১৯৪১

বিজ্ঞপ্তি
'খসড়া নির্বাচন তালিখ' (Draft Voter List)
তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৫

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-II রেঞ্জ তথা পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৪৭৪ তারিখ ০৪.১২.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমরা শ্রী প্রবীর দেবনাথ (সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্মান রেঞ্জ-২) ও শ্রী কৃশানু সিংহ রায় (সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-১ উন্নয়ন সমষ্টি) তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য সদস্যা কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে (Delegates) অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল, যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ হতে ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিমিটেড সমিতির দ্বারা অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ঐদিন অভিযোগ কারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় এক তরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে, সমিতির চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টের সময়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৫
স্থানঃ সমিতির কার্যালয়

সাক্ষর/-
প্রবীর দেবনাথ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক
ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিমিটেড
ও
কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সমবায় পরিদর্শক,
ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিমিটেড

Office of the
SINGTI GRAM PANCHAYAT
P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah

Notice Inviting **e-Tender No. SGP/NIT(e)-01/2025-26 , Dated: 10/06/2025**. The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for 1(One) nos. works. Bid Submission closing date (online) **14/06/2025 at 11.00 AM.** Bid Opening date for Technical Proposal(online): **16/06/2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Singti Gram Panchayat

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে জহিরুল লস্কর পিতা-ছেপা লস্কর, গ্রাম তাড়দহ কাপাস আইট পোঃ- তাড়দহ কাপাস আইট, থানা- কে এল সি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩০

নতুন-E.C- পাইবার জন্য- West Bengal Law clerks State Councel এ আবেদন করিয়াছি। যদি কারোর- কোন আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর Chirman-W.BLC.S.C Sealdha Court Complex (7th Floor) -I Beliaghata Road KolKata -14 যোগাযোগ করিতে পারেন।

-ভাঙ্গড় ইউনিয়ন 'ল' ক্লাকস
সভাপতি-
তাং-১২।০৬।২০২৫

ধন্যবাদান্তে,
ইতি-
বিনীত
জহিরুল লস্কর

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
(A Statutory Organisation under Govt. of West Bengal)
HRBC BHAWAN
St. Georges Gate Road (Munshi Prem Chand Sarani), Kolkata-700 021
Phone No. : 033-2253-4135, Fax No. : 033-2248-0345
Email: hrbc.jpmqc2023@gmail.com

Notice Inviting e-Tender
No. HRBC/JPM(QC)(MD)/NIT/02/25-26 dated 12.06.2025

Tenders are invited by JPM (QC), HRBC for the following works from Bonafide and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Govt. rule. **Sl-1) Cleaning the carriageways and rain water disposal system of A.J.C. Bose Road Flyover for the year 2025-26 including Beck Bagan Ramp - East Bound carriageway. Sl-2) Cleaning the carriageways and rain water disposal system of A.J.C. Bose Road Flyover for the year 2025-26 - West Bound carriageway**. Last date of submission of bid (online) will be on **20/06/2025 at 10:00 AM**. Other details may be seen from the website: **http://etender.wb.nic.in & www.hrbc.org.in (Abridged only)**.

Sd/-
Joint Project Manager (QC), HRBC

লামডিং মণ্ডলে পে' এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলে ডিফু, লংকা, হোজাই, বোকাজান, জিরাণিয়া, নগাঁও এবং শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনে "পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা"র জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-এলএমজি-০৪-২০২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-এলকেএ-টিওআই-১০-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট)	লংকা রেলওয়ে ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
এএ/২	পিএনইউ-এলএমজি-জেআরএনএ-টিওআই-২১-২২-২ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট)	জিরাণিয়া ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের হেতু অধিকার প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
এএ/৩	পিএনইউ-এলএমজি-এনজিএএন-টিওআই-৩৯-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট)	নগাঁও ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের হেতু অধিকার প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
এএ/৪	পিএনইউ-এলএমজি-এইচজেআই-টিওআই-১২-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট)	হোজাই ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
এএ/৫	পিএনইউ-এলএমজি-বিএক্সজে-টিওআই-৬২-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট)	০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বোকাজান রেলওয়ে ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ব্যবস্থা করা
এএ/৬	পিএনইউ-এলএমজি-ডিপিইউ-টিওআই-১৩-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট)	ডিফু ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের হেতু অধিকার প্রদানের জন্যে ই-নিলাম (প্ল্যাটফর্ম - ০১ এ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষা হল এবং প্ল্যাটফর্ম-০২ এ টয়লেট ব্লক, এফওবির সমীপে তিনসুকিয়া প্রান্তে)
এবি/১	পিএনইউ-এলএমজি-এসসিএল-ডব্লিউআরএল-৪৮-২৩-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনে ক্লোক রুমের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনা (প্ল্যাটফর্ম-০১)

নিলাম আরম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে **১২.৩০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে
"হাহিমুখে গ্ৰাহকলৈ সেবা"

সবুজ-মেরুনের এই ফুটবলারকে চূড়ান্ত করার পথে মহামেডান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ আগের সিজনটা একেবারেই সুখকর থাকেনি মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। পূর্বে আইলিগ জয়ের পর দাপটের সাথে সেই মরসুম শুরু করার পরিকল্পনা ছিল কলকাতা ময়দানের এই তৃতীয় প্রধানের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের প্রথম ম্যাচে বিরাট বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। সময় এগোনোর সাথে সাথেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেডকে। যা ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। বিদেশি কোচ হাকিম সেকেন্ডোর তত্বাবধানে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। যারফলে একটা সময় সুপার সিক্সে স্থান করা নিয়েও দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। পরবর্তীতে একের পর এক ম্যাচে জয় সুনিশ্চিত করে নক আউটে নিজেদের নিশ্চিত করে ফেলেছিল রেড রোডের এই ফুটবল ক্লাব। তবে চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। শহরের এই

টুর্নামেন্টে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে যথেষ্ট নজরকাড়া পারফরম্যান্স সামনে রেখে সকলকে চমকে দিয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। যারফলে জুনিয়র দলের তুলনায় সিনিয়র দলকে নিয়ে সাফল্যের স্বাদ পেতে মরিয়া ছিল সকলে। কিন্তু বেশিদিন বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। সময় এগোনোর সাথে সাথেই ছন্দ হারাতে শুরু করে সাদা-কালো ব্রিগেড। স্বাভাবিকভাবে পয়েন্ট টেবিলের অনেকটাই পিছনে চলে গিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। পরবর্তীতে দ্বিতীয় লেগে দল ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর থাকলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে থেকেই শেষ করতে হয়েছে আইএসএল। সেই ধাক্কা কাটিয়ে আগত ফুটবল সিজনে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। সেইমতো এবার বেশকিছু বদল আসতে চলেছে দলের অন্দরে। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে ফারদিন আলি মোল্লার নাম। বলাবাহুল্য, বিগত কয়েক ফুটবল সিজন ধরেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই ভারতীয় ফরোয়ার্ড। বল পায়ে গোল ও করেছেন বেশ কয়েকটি। শোনা যাচ্ছে নয়া মরসুমের জন্য এবার তাঁকেই দলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছে সাদা-কালো শিবির। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে এই গোটা বিষয়টি।

মিউনিখ বিশ্বকাপে ফাইনালে পৌঁছেও পদকের স্বপ্ন অধরা মনু-চেইনের

মিউনিখ, ১২ জুনঃ মিউনিখে চলমান আন্তর্জাতিক শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন রাইফেল/পিস্তল বিশ্বকাপে ভারত তার শতভাগ ফাইনালে উত্তীর্ণের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্যারিস অলিম্পিক্সের দ্বৈত ব্রোঞ্জ পদকজয়ী মনু ভাকের মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ফাইনালে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন। অন্যদিকে চেইন সিং পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন (৩পি) ফাইনালে সপ্তম স্থান অধিকার

করেছেন। মনু এই বছরের চতুর্থ ব্যক্তিগত বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছানোর পথে অসাধারণ প্রদর্শন দেখিয়েছেন। দিনের শুরুতে কোয়ালিফিকেশনের দ্বিতীয় র‍্যাপিড-ফায়ার পর্বে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে, ৩০০-এর মধ্যে ২৯৮ স্কোর করে ৯৪ জনের মাঠে পঞ্চম স্থানে থেকে ফাইনালে জায়গা করে নেন। তার মোট স্কোর ছিল ৫৮৮। ফাইনালে মানু প্রথম দিকে ভালো শুরু করলেও তৃতীয় সিরিজ পর্যন্ত পদকের দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু চতুর্থ সিরিজে মাত্র দুটি হিট করায় পিছিয়ে পড়েন। ষষ্ঠ সিরিজের পর ২০ হিট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। এই ফাইনালে চীনের সান ইউজি ৩৮ স্কোর করে হ্যাটট্রিক জিতেন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্যারিস চ্যাম্পিয়ন ওহ ইয়েজিন ও ইয়াং জিনের পরে। অন্যদিকে, চেইন সিং এই বছরের দ্বিতীয় ব্যক্তিগত ফাইনালে পৌঁছে কোয়ালিফিকেশনে ৫৯২ স্কোর করে ষষ্ঠ হন। বুয়েনস্‌স ব্রোঞ্জ জয়ের পর এটি তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। তবে ফাইনালে প্রথম নিলিং পজিশনে ৪৯.৫ স্কোর করায় পিছিয়ে পড়েন। ৪০ শটে ৪০৭.০ স্কোর নিয়ে সপ্তম স্থানে থাকেন। ভারতের দ্বিতীয় পদকের সন্ধান এখনও অব্যাহত। প্রথম দিনে এলাভেনিল ভালারিভান মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তৃতীয় দিনে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ও মহিলাদের ৩পি ফাইনালে ভারতের প্রতিনিধিরা পদকের আশা জাগিয়ে প্রস্তুত।

ইংল্যান্ড টেস্টের আগে করুণ নায়াকে বিশেষ বার্তা গম্ভীরের

কেন্ট, ১২ জুনঃ ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল টেস্ট ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে প্রস্তুত। অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণায় সমগ্র ক্রিকেট বিশ্ব হতবাক হয়ে গেছে। এরপর নির্বাচন কমিটি গিলকে নতুন অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করে। তিনি আগামী ২০ জুন লিডসে শুরু হতে যাওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে তার অধিনায়কত্বের যাত্রা শুরু করবেন। এই সিরিজে কিছু নতুন মুখ প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছে, যা ভারতীয় দলের নতুন পর্বের ইঙ্গিত দেয়। তরুণ ব্যাটসম্যান সাই সুদর্শন, আইপিএল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে তার দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স দিয়ে সকলের নজর কেড়েছেন। তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দলে স্থান পেয়েছেন। একইভাবে, পেসার অর্শদীপ সিং, সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রথমবারের মতো লাল বলের ফরম্যাটে ডাক পেয়েছেন। এই দুই তরুণ ক্রিকেটারকে দলে স্বাগত জানিয়ে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর তাদের সাফল্য কামনা করেছেন। বিসিসিআই টিভিতে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে গম্ভীর বলেন, ''প্রথম টেস্ট ডাক সবসময়ই বিশেষ। আমি সাই সুদর্শনকে স্বাগত জানাতে চাই, যিনি গত তিন মাসে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। আমি নিশ্চিত, তুমি লাল

বলের ক্রিকেটে সফল হবে। অর্শদীপকেও স্বাগত জানাই, তুমি সাদা বলের ক্রিকেটে অসাধারণ ছিলে, আমি নিশ্চিত, লাল বল হাতে তুমি নিজেকে প্রমাণ করবে।'' নতুন মুখের পাশাপাশি, অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান করুণ নায়ার সাত বছরেরও বেশি সময় পর টেস্ট দলে ফিরেছেন। গম্ভীর তাকে প্রশংসা করে বলেন, ''কামব্যাক কখনোই সহজ নয়। গত বছরে দুর্দান্ত রান করার পাশাপাশি তোমার অদম্য মনোভাব এবং হার না মানার মনোভাব তোমাকে দলে ফিরিয়েছে। এটি পুরো দলের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।'' গম্ভীর শুভমান গিলকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন, তিনি বলেন, ''শুভমান, টেস্ট দলের অধিনায়কত্বের চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নেই। অভিনন্দন।'' এছাড়াও, তিনি ঋষভ পন্থকে নেতৃত্বের গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অবসরের আগে টেস্ট দলের নেতৃত্বে চেয়েছিলেন বিরাট! ফাঁস করলেন শাস্ত্রী

মুম্বই, ১২ জুনঃ গত চার বছরে বিরাট কোহলির জীবনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে ২০২২ সালের শুরুতে টেস্ট অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তটি ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ। অনেকে হয়তো গত মাসে তার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণাকে আরও বড় ঘটনা বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু কোহলির দীর্ঘ সময়ের ফর্মহীনতা

এবং নিউজিল্যান্ড (ঘরের মাঠে) ও অস্ট্রেলিয়ার (বিদেশে) বিরুদ্ধে ভারতের দুটি টেস্ট সিরিজে খারাপ পারফরম্যান্সের পর এই অবসর কিছুটা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১-২ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর কোহলির টেস্ট অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। এটি তার টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। তিনি ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ঘোষণা করেছিলেন। কারণ, লাল-বলের ক্রিকেটে কোহলির নেতৃত্বে ভারতের আধিপত্য ছিল অসাধারণ। সবাই মনে করেছিল, টেস্ট ক্রিকেটে তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। এই বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের দুর্বল পারফরম্যান্সের পর কোহলির টেস্ট অধিনায়কত্বে ফিরে আসার ইচ্ছার খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী প্রায় নিশ্চিত করেছেন যে কোহলি আবারও লাল-বলের নেতৃত্ব নিতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রী বলেন, ''যদি আমার হাতে কিছু থাকত, আমি অস্ট্রেলিয়ার পরপরই তাকে অধিনায়ক বানাতাম।'' একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি কোহলির অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়ক হওয়ার ইচ্ছার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। কিন্তু তারা দীর্ঘমেয়াদি অধিনায়কের জন্য শুভমান গিলকে বেছে নিয়েছে। শাস্ত্রী সনি লিভের একটি ভিডিওতে বলেন, ''কোহলির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর দুঃখজনক। তিনি একজন মহান খেলোয়াড়। তার পরিসংখ্যান তার প্রভাবের পুরোটা প্রকাশ করতে পারে না। তিনি যেভাবে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে, তা অসাধারণ। লর্ডসে তার খেলা এবং দলের প্রত্যাবর্তন ছিল অবিশ্বাস্য। আমি গর্বিত যে আমি এর একটি অংশ ছিলাম।'' তিনি আরও বলেন, ''তার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া দুঃখজনক। এটা আরও ভালোভাবে সমাধান করা যেত, আরও যোগাযোগের মাধ্যমে।'' কোহলি ১২৩টি টেস্টে ৯,২৩০ রান করেছেন, গড় ৪৬.৮৫, সঙ্গে ৩০টি সেঞ্চুরি। তার অবসরের ঘোষণা এসেছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের দল ঘোষণার ঠিক আগে। কোহলির টেস্ট যাত্রা শেষ হলেও, তার অধিনায়কত্বের অধ্যায় এবং অপূর্ণ স্বপ্ন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে চিরকাল থাকবে।

কলকাতা লিগের আগে বিপাকে মহামেডান, কড়া নির্দেশ ফিফার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস চেম্বার কলকাতার ময়দানের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিংকে তাদের প্রাক্তন কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের বকেয়া পাওনা আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ পালন না করলে আগামী দিনে ক্লাবের উপর একাধিক ট্রান্সফার উইন্ডোতে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে, সঙ্গে থাকতে পারে আরও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। ফিফার প্রধান আইন ও সম্মতি কর্মকর্তা এমিলিও গার্সিয়া সিলভেরোর নেতৃত্বে জারি করা এই আদেশে বলা হয়েছে, 'প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস অ্যান্ড ট্রান্সফার রেগুলেশন'র অ্যানেক্স ২-এর অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী, নির্দেশ জারির ৪৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওনা (সুদসহ) পরিশোধ না হলে, মহামেডান স্পোর্টিংকে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক কোনও নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।' এই নিষেধাজ্ঞা সর্বাধিক তিনটি পূর্ণ ও টানা নিবন্ধন সময়কাল পর্যন্ত চলতে পারে। এরপরও বকেয়া অপরিশোধিত থাকলে, বিষয়টি ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে, যারা আরও কঠোর শাস্তি ঘোষণা করতে পারে। সাদা-কালো জায়ান্টসকে গত ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে বকেয়া থাকা বেতন পরিশোধ করতে এবং চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্দ্রে চেরনিশভ, যিনি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়ার ডিফেন্ডার, তিনি গত ২৯ জানুয়ারি বেতন না পাওয়ার কারণে পদত্যাগ করেন। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, 'একজন পেশাদার হিসেবে, আমি তিন মাস ধরে বেতন ছাড়া কাজ করতে পারি না। এই সিদ্ধান্ত আমি চোখের জলে নিয়েছি। কিন্তু এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ক্লাবের ব্যবস্থাপনা।' ফিফার এই আদেশ গত ৩০ মে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া

হয়েছে, যার ফলে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হাতে এখন এক মাসেরও কম সময় রয়েছে বকেয়া মেটানোর জন্য। মস্কো থেকে জাতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চেরনিশভ বলেন, ''আমি আশা করি তারা আমার পাওনা পরিশোধ করবে, কারণ এই নির্দেশ ফিফার পক্ষ থেকে এসেছে, অন্য কোনও অফিস থেকে নয়। যদি তারা না দেয়, তাহলে ক্লাবকে পরিণতি ভোগ করতে হবে, কারণ নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে না।'' চেরনিশভের নেতৃত্বে মহামেডান স্পোর্টিং ২০২৩-২৪ আই-লিগ জিতে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) উঠেছিল। তিনি বলেন, ''আমি ভারতীয় ফুটবল খুব পছন্দ করি এবং সেখানে আমার সময় উপভোগ করেছি। মহামেডানের সঙ্গে আমরা দুর্দান্ত কাজ করেছি। আমি আমার গুণমান জানি, এবং যদি কোনও ক্লাব ভালো প্রস্তাব নিয়ে আসে, আমি তৎক্ষণাৎ ভারতে ফিরে আসব। আইএসএল ছিল একটি অভিজ্ঞতা খুব ভালো ফুটবল, দারুণ সংগঠন।'' রুশ কোচ মহামেডানে তিন বছর কাটিয়েছেন, ক্লাবকে আই-লিগ থেকে আইএসএলে নিয়ে গিয়েছিলেন। আইএসএলে প্রথম মরসুমে দল প্রতিশ্রুতিময়ভাবে শুরু করলেও অভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণে তারা লিগের তলানিতে শেষ করে। তিনি বলেন, ''এটি খুব কঠিন পরিস্থিতি ছিল। শুরুতে ভালো বেতন, ভালো থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বেতন না পেয়ে খেলোয়াড়রা অসন্তুষ্ট হয়। আমার দলের খেলোয়াড়রা ছিল পরিবারের মতো, আমরা একসঙ্গে শক্ত ছিলাম। কিনি, যখন বেতন কয়েক মাস ধরে বন্ধ ছিল, তখন তা আর সহ্য হয়নি। খেলোয়াড়রা আমাকে বলেছিল, তারা দুঃখিত, তারা আর প্রশিক্ষণে আসতে পারছে না।'' এই ঘটনা মহামেডান স্পোর্টিংয়ের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। ক্লাব এখন দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, নইলে আগামী মরসুমে দল গঠনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হবে। চেরনিশভের মতো অভিজ্ঞ কোচের অভিযোগ এবং ফিফার কড়া নির্দেশ ক্লাবের ব্যবস্থাপনার উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ভক্তদের আশা, মহামেডান তাদের ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা করে এই সংকট কাটিয়ে উঠবে।

হাঙ্গেরির ক্লাবে যোগদান করতে চলেছেন পঞ্জাব এফসির ফুটবলার

চন্ডীগড়, ১২ জুনঃ দাপুটে ফুটবলের মধ্যে গত আইএসএল সিজন শুরু করেছিল পঞ্জাব এফসি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মিকেল স্ট্যাহরের শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সকে। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক ছিল সকলের কাছেই। তারপর সময় যত এগিয়েছে ততই দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাবের এই ফুটবল ক্লাবের দাপট। সেবার লুকা মাজসেন থেকে শুরু করে মিজল জ্যাকের মতো ফুটবলারদের পারফরম্যান্স সহজেই মন জয় করেছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। যারফলে টুর্নামেন্টের প্রথম লেগের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের ছেলেরা। কিন্তু সেটা বজায় থাকেনি পরবর্তীতে। বিশেষ করে এফসি গোয়ার পাশাপাশি নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মতো ফুটবল ক্লাবের কাছে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই মনোবল কমতে শুরু করেছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাবের। সেই প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী ম্যাচে। অ্যাওয়ে ম্যাচে তাঁদের পরাজিত হতে হয়েছিল দুর্বল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের কাছে। সেই ম্যাচে প্রথমার্ধে দুইটি গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ও জয় সুনিশ্চিত করতে পারেনি পাঞ্জাব। তারপর লাল-হলুদের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছিল আইএসএলের এই দলকে। পারফরম্যান্স এতটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল শিল্ড জয়ের থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সুপার সিক্সে স্থান করে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল তাঁদের কাছে। শেষ পর্যন্ত লিগ টেবিলের দশম স্থানে শেষ করেছিল দল। তারপর কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য থাকলেও কাজে

আসেনি সেই লড়াই। মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। পরবর্তীতে মরসুমের শেষে দলের একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদেরকে রিলিজ করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। যাদের মধ্যে ছিলেন বসনিয়ার তারকা ফুটবলার আজমির সুলজিক। শেষ সিজনে দলের হয়ে প্রায় ২৩টি ম্যাচ খেলেছিলেন এই বিদেশি উইঙ্গার। যার মধ্যে ৪টি গোলের পাশাপাশি ৪টি অ্যাসিস্ট ও ছিল আজমিরে। কিন্তু তবুও তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না আইএসএলের এই ফুটবল দল। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায় জানায় ভারতের এই ফুটবল ক্লাব। এবার তাঁকে নিয়েই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, নয়া ফুটবল মরসুমে হাঙ্গেরির দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব সেজেগেড-সানাদ - জিওর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন বছর তেত্রিশের এই ফুটবলার। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে সমস্ত কিছু।

'পাহাড়ি বিছে'র কামড়ে বিদ্ধ ফুটবল ফেডারেশন চেয়ারম্যান কল্যাণ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবল দলের এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ কোয়ালিফায়ারে নিম্ন-র‍্যাঙ্কযুক্ত হংকংয়ের কাছে ০-১ গোলে হারের পর প্রাক্তন অধিনায়ক 'পাহাড়ি বিছে' ভাইচুং ভূটিয়া অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই পরাজয় ভারতের কোয়ালিফিকেশনের সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং দেশের ফুটবল ব্যবস্থায় গভীর সংকটের চিত্র তুলে ধরেছে। ২০২২ সালের নির্বাচনে বর্তমান এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের কাছে পরাজিত ভূটিয়া ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এবং সম্পূর্ণ কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। ম্যাচের আগে ভারত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২৭তম স্থানে ছিল, যেখানে হংকং ছিল ১৫৩তম। এই হারের ফলে ভারতের র‍্যাঙ্কিং ১৩৩-এ নেমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভূটিয়া বলেন, ''এটা দেখতে খুবই কষ্টকর আমরা এখন এশিয়ান কাপের জন্য কোয়ালিফাই করতেও হিমশিম খাচ্ছি, যেখানে আমরা নিয়মিত কোয়ালিফাই করতাম। উজবেকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডানের মতো দেশ বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করেছে, আর আমরা এশিয়ান কাপ নিয়ে লড়াই করছি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'' ভূটিয়া সরাসরি এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের উপর এই সংকটের দায় চাপিয়েছেন। তিনি ফেডারেশনের নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে বলেন, ''কল্যাণ

চৌবে ভারতীয় ফুটবলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাকে পদত্যাগ করতে হবে। দুই বছরে তিনজন জেনারেল সেক্রেটারি-পুরো কাঠামোটাই বদলাতে হবে।'' তিনি ইন্টার কাশি এবং চার্চিল ব্রাদার্সের মধ্যে আই-লিগ শিরোপা নিয়ে অমীমাংসিত বিতর্কের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ''বিতর্কের পর বিতর্ক, দুর্নীতির অভিযোগ মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও আমরা জানি না আই-লিগের বিজয়ী কে।'' ভূটিয়া জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, ''এআইএফএফ টেকনিক্যাল কমিটিকে উপেক্ষা করে মার্কুয়েজকে নিয়োগ করেছে, যিনি এফসি গোয়ার সঙ্গেও কোচিং চালিয়ে যাচ্ছেন।'' তিনি মন্তব্য করেন একই ব্যক্তি ক্লাব এবং জাতীয় দলের কোচ হতে পারেন না। এটা স্বার্থের সংঘাত। হংকং ম্যাচের জন্য সুনীল ছেত্রীকে অবসর থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ভূটিয়া বলেন, ''এটা কৌশলের পরিবর্তে হতাশার ফল।'' তিনি প্রশ্ন করেন, ''ছেত্রী ফিরেছেন, এটা ভালো, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত। মানোলোর এটা চাওয়া উচিত হয়নি, আর এখন শুনছি ফেডারেশনই এটা চাপিয়েছে। কিন্তু কী বদলেছে?'' তিনি খেলোয়াড়দের জন্য ৫০,০০০ মার্কিন ডলারের ম্যাচ বোনাসেরও সমালোচনা করে বলেন, ''একটা ম্যাচের জন্য ৪২ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে। কোয়ালিফিকেশনের সঙ্গে এটা যুক্ত করা উচিত ছিল। এটা ফেডারেশনের কতটা অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত তা দেখায়।'' প্রাক্তন ভারতীয় মিডফিল্ডার গৌতম সরকার জাতীয় দলের স্থবিরতার জন্য হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''আমরা এক ইঞ্চিও এগোইনি। সুনীল ছেত্রী যদি এখনও আপনার অপরিহার্য খেলোয়াড় হন, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে?'' তিনি ফেডারেশনকে এই সংকটের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করে বলেন, ''ফেডারেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'' কিংবদন্তি কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য বিদেশি কোচদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার সমালোচনা করে ভারতীয় কোচদের উপর ভরসা রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ''বিদেশি কোচ সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয় না। পিকে ব্যানার্জি, অমল দত্তর মতো দেশীয় কোচরা গৌরব এনেছিলেন। আইএসএলে বিদেশিরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নতি করতে পারবে না। ভারতীয় কোচরাই আমাদের ছেলেদের বুঝতে পারেন।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com